এসো দ্বীনের পথে চলি - ৩

অনুরোধটুকু রেখো

রচনায়

মুসাফির আব্দুল্লাহ

[পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সংসার জীবনের বাস্তবমুখি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একটি গবেষণামূলক ও ব্যতিক্রমধর্মী রচনা]

অনুরোধটুকু রেখো

রচনায়

মুসাফির আব্দুল্লাহ

সম্পাদনায়

আবূ বকর বিন হাবীবুর রহমান

মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

প্রকাশনায়

(কুরআন-সহীহ সুন্নাহর বই প্রকাশে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ)

আল-ইখলাস পাবলিকেশন্স

রাজশাহী, বাংলাদেশ। ০১৭৫২-২৮৪৮৭৯

অনুরোধটুকু রেখো

রচনায়
মুসাফির আব্দুল্লাহ

সম্পাদনায়
আবূ বকর বিন হাবীবুর রহমান
মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

প্রকাশনায়
আল-ইখলাস পাবলিকেশন্স
রাজশাহী, বাংলাদেশ।

পরিবেশনায়
➡ আল-ইকরাম যুবসংঘ
(মানবতার সেবায় নিয়োজিত...)
রসূলপুর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
➡ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
রাণীবাজার, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর- ২০১৪
দ্বিতীয় প্রকাশ:
অক্টোবর- ২০১৬

প্রচ্ছেদ: আহমাদ হুসাইন ফয়সাল

নির্ধারিত মূল্য: ১১০ টাকা মাত্র (সাধারণ বাঁধাই)।
১৩০ টাকা মাত্র (বোর্ড বাঁধাই)।

ONURODHTUKU REKHO

Writer: Musafir Abdullah, Editor: Abu Bakr Bin Habibur Rahman & Munirul islam ibn Jakir. Publisher: IKHLAS PUBLICATIONS. First published : December-2014, 2nd Edition: October- 2016. Price: 110 Taka only.

উপহার

নাম: ....

পিতা: ....

গ্রাম: .... পোষ্ট: ....

থানা: .... জেলা: ....

সফলতার হিমালয়-চূড়াকে
যারা পদদলিত করতে চায়,
আমার স্নেহভাজন ও দু'আ র পাত্র
সেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে।

এর পক্ষ থেকে।

নাম: ....

পিতা: ....

গ্রাম: .... পোষ্ট: ....

থানা: .... জেলা: ....কে

স্নেহের/ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ।

তারিখঃ

অপরিচিত এক লেখক,

নামের সাথেও দেখা যাচ্ছে না

কোনো ডিগ্রী–

তাই হাতে নিয়েও রেখে দিলেন বইটি?

কিন্তু......!

জান্নাতি সুখে

-মুসাফির আব্দুল্লাহ

আল্লাহর নামে করছি শুরু, বলব কিছু কথা
আমার কথা বুঝতে পারলে মনে থাকবে না ব্যথা।
আল্লাহর হুকুম নিবে মেনে রসূলের কথা মতো
সত্যের উপর থাকবে সদা বিপদ আসুক যত।
বাপের ভিটা ছেড়েছ শুধু পরকে আপন করে
সব ব্যথা আজ ভুলে যাও স্বামীর সংসার গড়ে।
স্বামীকে ভালবাসিও নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি
স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় আল্লাহ হবেন খুশি।
প্রকৃত প্রেম আসলে বিয়ের পরই হয়
স্বামীকে ভালবাসতে কোনো বাধা নাহি রয়।
সালাম, মুসাফাহা, একত্রে খাওয়া এসব যেন হয়
মায়া মমতা বাড়বে তাতে ভালবাসার হবে জয়।
শিরক, বিদআত, তাবিয-কবচ গ্রহণ করো না কভু
বিপদে পড়লে তাঁকেই ডেকো যিনি সবার প্রভু।
সন্তানাদি হলে তাদের আকীকা করে নিও
বড় হলে তাদের কিন্তু কুরআন শিক্ষা দিও।
ঈমান, আখলাক, সলাত-সিয়াম, পর্দা মেনে নিও
স্বামীও যেন পড়ে সলাত উৎসাহটা দিও।
স্বামীর অবর্তমানে তোমার সতীত্ব ঠিক রেখো
স্বামীর সহায়-সম্পদগুলো যতন করে দেখো।
শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে হয় না যেন ভুল
স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে দেরি হবে না এক চুল।
জীবনে কোনদিন স্বামীকে কষ্ট নাহি দিবে
আদর সোহাগ ভালবাসা দিয়ে জয় করে নিবে।
ভুলে যদি কখনো ঝগড়া হয় সংসারে
ক্ষমা চেয়ে নিবে স্বামীর হাত দু'খানা ধরে।
দরদ ভরা কণ্ঠ আর মুচকি হাসি দিয়ে
স্বামীর সাথে বলবে কথা আপন করে নিয়ে।
বোন গো তোমার স্বামী যদি হয় আসলে জ্ঞানী
তুমি হবে জান্নাতি সুখে পৃথিবীর সেরা ধনী।

শান্তির নীড়

-মুসাফির আব্দুল্লাহ

মহান আল্লাহ নিজ হাতে আদম সৃষ্টি করে
থাকার জন্য জায়গা দিলেন জান্নাতেরই ঘরে।
জান্নাতের সব নিয়ামত পেয়েও আদম হায়
অন্তরে তাঁর শূন্যতা, কী যেন কী নাই।
মহান আল্লাহ দয়া করে সৃষ্টি করলেন হাওয়াকে
সব কষ্ট দূর হলো তাঁর, পেলেন যখন তাকে।
পুরুষ জাতির শান্তির জন্য সৃষ্টি হল স্ত্রী
তাকে পেয়ে শান্তি সুখে ভরে গেল আদমের বাড়ি।
স্ত্রী হলো 'শান্তির নীড়' আল-কুরআনের বাণী
নেক স্ত্রী সেরা সম্পদ নবীর হাদীসে জানি।
মানব তৈরির কারখানা নারী জাতি ভাই
স্ত্রীকে মূল্যায়ন করা শিখতে হবে তাই।
স্ত্রী ছাড়া স্বামীর জীবন ধূসর মরুভূমি
স্বামী ছাড়াও স্ত্রী যেন অনাবাদি জমি।
স্ত্রী মানে আদরের ধন, মণি মুক্তার খনি
স্ত্রীকে ভালবাসে না যে, কাপুরুষ তাকে জানি।

অবতরণিকা

শুরুতেই প্রশংসা করছি সেই মহান রবের, যিনি ভিন্ন সত্য কোন ইলাহ নেই। সমস্ত শিরক ও কুফর থেকে যিনি মহা-পবিত্র। আমি কেবল তাঁরই প্রশংসা করছি। তিনিই আমার রব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নাম। যিনি সুন্দর এ পৃথিবীকে সৃষ্টি করে নর-নারীকে বৈবাহিক সূত্রে ভালবাসা ও সুখের বন্ধনে আবদ্ধ করে পরিবার নামক জান্নাতি নিয়ামত দান করেছেন। আমার কলমে প্রকাশ পাচ্ছে সেই মহান কারিগর আল্লাহ তা'আলার গুণগান। আল-হামদু লিল্লাহ।

সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি। যিনি মানব জাতির আদর্শ। যিনি সমস্ত মাখলুকের জন্য রহমত স্বরূপ। যে মহামানব সংসার জীবনেও ছিলেন অতুলনীয় দয়া আর ভালবাসার মূর্ত প্রতীক।

অতঃপর আজ আমার লেখার বিষয়বস্তু হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের পিচ্ছিল পথে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে[১] মহান রবের দয়ায় সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে শান্তির একটি নীড় রচনার অনুরোধ নিয়ে আমার বোন ও তার স্বামীর প্রতি একটি বার্তা। আর বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের জন্যও থাকবে দু'কলম। আমি তাওফীক চাই মহান রবের সমীপে, কেবলমাত্র তিনিই তাওফীক দাতা।

–মুসাফির আব্দুল্লাহ

২৬ জুলাই, ২০১৪

---

১ এই গ্রন্থে কোনো জাল-যঈফ হাদীস আনা হয়নি। প্রতিটি হাদীস গুরুত্বের সাথে তাহকীক করা হয়েছে। এরপরও কোনো জাল-যঈফ হাদীস কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর একান্ত অনুরোধ রইল।

কৈফিয়ত...

একান্তই আল্লাহর জন্য যাদেরকে আমি ভালবাসি তাদেরই একজন– শ্রদ্ধাভাজন লেখক মুসাফির আবদুল্লাহ। প্রথম তাঁর লেখার সাথে পরিচিত হই তাঁর প্রথম বই 'অন্যরকম ভুল' এর মাধ্যমে। বইটি পড়ে একটা কথাই মনে হয়েছিল– এখনও এমন লেখক আছেন– যারা উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যের রমরমা বাজার পেছনে ফেলে সমাজের অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরেন হৃদয়ের অশ্রুমাখা কালিতে। এরপর ঘনিষ্ট থেকে ঘনিষ্টতর হয় লেখকের সাথে আমার আত্মীক বন্ধন।

এরই মাঝে ২০১৪'র শেষের দিকে তাঁর 'অনুরোধটুকু রেখো' লেখা শেষ হয়। ছাপার আগে আমাকে দেন পুরোটা একবার পড়ে দিতে। সাগ্রহে পুরোটা একবার পড়ে দিই। কিছু পরামর্শও দিই ছাপার ব্যাপারে। ব্যস, এতটুকুই।

কিন্তু ছাপার পর বই হাতে পেয়ে লেখকের মতো আমিও মর্মাহত হই। মেকাপ-গ্যাটাপে অসাবধানতা, ছাপার মানের ক্ষেত্রে চরম অবহেলাসহ আরও নানান সমস্যা থেকে যায় বইটাতে। এরপরও পাঠকচাহিদায় তেমন ঘাটতি হয়নি। ছাপার কয়েকমাসের মধ্যেই সমস্ত কপি ফুরিয়ে যায়। চতুর্দিক থেকেই তাগিদ আসে দ্বিতীয় সংস্করণের। প্রকাশক ও পরিবেশকরাও এগিয়ে আসেন। মূলত তখনই আমার বুঝে আসে– বইটির পাঠকচাহিদা আসলে কত।

এদিকে লেখকও দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ সম্পন্ন করেন। ডাক পড়ে আমার। এবার পুরো দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে। সম্পাদনা থেকে শুরু করে মেকাপ-গ্যাটাপ, প্রিন্টিং সার্কুলেশন পর্যন্ত। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে শুরু করে দিই কাজ। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যস্ততার দরুণ শ্লথগতিতে কাজ এগিয়ে গেলেও অবশেষে আল্লাহর একান্ত ইচ্ছায় আজ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি বইটি। ফালিল্লাহিল হামদ।

আমরা বইটিতে বাংলা অ্যাকাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' ব্যবহার করেছি। আর আরবি শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রণীত 'প্রতি বর্ণায়নরীতি' অনুসরণ করেছি। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে আমাদের স্বতন্ত্র বানানরীতি অনুসরণ করতে হয়েছে।

আর রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমরা নির্ভর করেছি সর্ববৃহৎ ভার্চুয়াল লাইব্রেরি 'আল-মাকতাবাতুশ শামেলা' ও লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার উপর। কুরআনের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম, এরপর সূরা নাম্বার, এরপর আয়াত নাম্বার– যেমন সূরা আনয়াম, ৬: ১৬২। হাদীসের ক্ষেত্রে প্রথমে কিতাবের নাম, এরপর হাদীস নাম্বার– যেমন বুখারী: ৫৯৫৯। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে গ্রন্থের নাম, খন্ড নং, পৃষ্ঠা নং। যেমন– আল-ইসাবা: ৪/৪৬১।

পরিশেষে বলি– এর সমস্ত সফলতা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির জন্য একান্তই আমরা দায়ী। আল্লাহ ﷻ যেন ত্রুটিগুলো মার্জনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সদকায়ে জারিয়া ও পরকালে নাজাতের ওসীলা হিসেবে বইটি কবুল করে নেন।

মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির
facebook.com/ibnujakir1
ibnujakir1@gmail.com

সূচিপত্র

কেন কলম হাতে নিয়েছি?

বই লেখা বা সাহিত্য রচনা করা তো তাদেরই শোভা পায়, যারা বিজ্ঞ লেখক ও সাহিত্যিক। আমি সাহিত্য জানি না, আর কোনো লেখকও নই। তবে লিখতে বসলাম যে? উপদেশ দিব? না ভাই! উপদেশ দেয়ার যোগ্য আমি নই। তবে কেন বিরক্ত করছি, তাইতো? তাহলে বলেই ফেলি–

ছোট্ট এ জীবনে অনেক স্বামীকে কাঁদতে দেখেছি। বহুবার তাদের করুণ কান্নার মিছিলে আমিও শরীক হয়েছি।

আমার এক বন্ধুর স্ত্রী তাকে হাতের নখের আঁচড়ে ও দাঁতের কামড়ে যে করুণ দশা করেছিল তা আজো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। বন্ধুর গায়ের সে দাগগুলো আজও আছে। বড্ড বেশি ব্যথা পেয়েছিলাম সেদিন আমি। আমি সেদিনও সীমাহীন ব্যথা পেয়েছিলাম– যেদিন স্ত্রীর আচরণে কষ্ট পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বোবা মানুষের মতো কেঁদেছিল আমার আরেক বন্ধু....।

সেদিন থেকেই হৃদয়পটে জেগে উঠে কলম হাতে নেয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। হৃদয়ের সবটুকু অনুরোধ একত্র করে শত অক্ষমতা আর অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমার বোনকে আমি কিছু কথা বলব। তাই কলম হাতে নিয়েছি। লেখক-সাহিত্যিক না হয়েও কলম হাতে নেয়ার এ দুঃসাহস আমার হলো কী করে, তা হয়তো গুণীজনদের বুঝতে আর বাকি নেই। সুতরাং আমার কলম ছেড়ে দিন। আজ আমাকে লিখতেই হবে– স্নেহের বোনের প্রতি হৃদয়ের গহীন থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে দু'টি কথা।

বোন আমার! পারলে ভাইয়ের এ অনুরোধটুকু রেখো। আর ভগ্নিপতি ও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতিও থাকবে একান্ত কিছু অনুরোধ। ইনশা–আল্লাহ!

এখনও লেখা শুরু করিনি

শুরুতেই যে কথাটি বলার প্রয়োজন মনে করছি–

আমরা পেপার-পত্রিকা বা লোকসমাজে নারী নির্যাতনের কত কথাই না শুনি। এ কথা সত্য যে, মানুষ রূপী এমন বহু পশু আছে যারা ফুলের মতো সুন্দর স্ত্রীকে যৌতুক ও নানাবিধ অহেতুক কারণে নির্যাতন করে থাকে। তবে নারী নির্যাতনের কথা জানা হলেও জানা হয় না পুরুষ নির্যাতনের কথা!

পুরুষ আবার নির্যাতিত হয়? হ্যাঁ বন্ধু, হয়। ভুক্তভোগী পুরুষেরাই জানে পুরুষ নির্যাতনের করুণ কাহিনী!

নারীরা যতটা সহজে কাঁদে অথবা সব কিছু প্রকাশ করে দিয়ে নির্যাতনের কথা প্রচার করে বেড়ায় পুরুষরা ঠিক ততটাই গোপন করে থাকে তাদের নির্যাতনের কাহিনী। তারা জনসম্মুখে কাঁদতেও পারে না। তবে স্ত্রীর হাতে নির্যাতনের স্বীকার হয়ে নীরবে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে এমন অনেক স্বামীকে আমি জানি। আল্লাহ তাদের বুকের কষ্ট লাঘব করুন। আমীন!

তাছাড়া একজন পুরুষ একদিকে তার বাবা-মা, অপরদিকে শ্বশুর-শাশুড়ি, মাঝখানে স্ত্রী– এই ত্রিমুখি চাপে জীবন অতিবাহিত করে। একটু কিছু হলে বাবা-মা বলে, ছেলে আমার বিয়ের পর কেমন যেন বদলে গেছে। অপরদিকে পৃথক সংসার ও সম্পদ গড়তে হবে এমন বুদ্ধি আসে স্ত্রীর পক্ষ থেকে। আর চাপ দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।

একজন পুরুষ মানুষ কতটুকু কষ্টে কাঁদে তা হয়তো আমার বোন জানে না। তবুও আমি তাকে সতর্ক করছি। তোমার কারণে যেন স্বামীর চোখে জল না আসে। তুমি যেন অভিশপ্ত নারীদের একজন না হয়ে যাও। লেখা শুরু করার আগেই বলে রাখলাম। কেমন?

হৃদয় থেকে দুয়া করি

আমার হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা আর ভালবাসা দিয়ে যার নাম আমি উচ্চারণ করে তৃপ্তি পাই সেই মহিয়সী, মমতাময়ী, দীন-ইসলাম ও স্বামী সংসারের জন্য ত্যাগী, উদার ও ভালবাসার মূর্ত প্রতীক, পতিভক্তির এক উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

হে আমার রব! তুমি আমার মায়ের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করো। সেই সাথে কবরের যাত্রী ঐ সকল মা-বোনদের জন্যও দুয়া করছি, যারা ইসলাম ও স্বামীকে ভালবেসে জীবনের অনেক কিছু উজাড় করে দিয়ে নারী জাতির জন্য আদর্শ হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়।

আমার প্রাণপ্রিয় বোন! তোমার জন্যও থাকবে দুয়া, যদি তুমি পূণ্যবতী নারীদের একজন হতে পার। আর হতে পার স্বামীর চক্ষু শীতলকারিণী। হে আল্লাহ! চিরদিন তাদের তুমি শান্তিতে রেখো, যারা পূণ্যবতী স্ত্রী হয়ে অকৃত্রিম ভালবাসায় স্বামীদের চক্ষু শীতল করেছে। আর আমাকেও বঞ্চিত করো না পূণ্যবতী স্ত্রীর ভালবাসা হতে। আমি যেন দু'হাত তুলে অশ্রুসিক্ত নয়নে দুয়া করতে পারি আমার স্ত্রীর জন্য; এমন একজন নারী-ই কামনা করি এ সংসার জীবনে। আমীন!

হে আল্লাহ! বইটি তুমি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে আমাদের পক্ষ হতে কবুল করো। আমীন!

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)। [সূরা আনয়াম ৬: ১৬২]

আরেকটি কথা

'আমার কলম ছেড়ে দিন' আমাকে লিখতেই হবে– এ কথা বলে গুণীজন আর সাহিত্যিকদের কাছ থেকে কলম ছাড়িয়ে নিয়েছি বলে আবার এ কথা মনে করবেন না যে, আমি ভুল ধরিয়ে দিতে নিষেধ করছি। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দলীলের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য যদি ভুল প্রমাণিত হয় তবে আমাকে অবগত করবেন। শোধরে নেবো ইনশা–আল্লাহ। আর সাহিত্যের অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারেও বানান ও ব্যাকরণগত কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমি সংশোধন করব না এতটা মুর্খ কিন্তু আমি নই।

আমি হাসি মুখে মেনে নেবো তা-ই, যা আছে সত্য ও সুন্দরের কাছাকাছি। আমার তো ভুল হবেই। কারণ ভুল করেই দুনিয়াতে আমার আগমন। আবার ভুলের উপর হোঁচট খেতে খেতে চলছি কবরের পথে। তবে আমি নিরাশ নই। কারণ আমি তাওবা করি, ক্ষমা চাই রবের দরবারে। আর তাই তো আমি ভুল করেও উত্তম। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুল করে। আর উত্তম ভুলকারী হচ্ছে, ভুল করার পর তাওবাকারী।[২]

২. সুনানে ইবনে মাজাহ– হাদীস নং ৪২৫১, সুনানে দারেমী: ২৭২৭ (শামেলা সংস্করণ)।

বিয়ে-শাদি ও জীবন-সংসার

আমরা প্রথমেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে কিছু আয়াত ও হাদীস পেশ করছি, যাতে রয়েছে বিয়ে-শাদি ও জীবন-সংসারের আলোচনা এবং গুরুত্ব। এরপর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাবে, ইনশা–আল্লাহ।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾

হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করতে থাকো, দু'জনে যা পছন্দ হয় খাও। কিন্তু সাবধান! এই গাছের কাছেও যেও না, তাহলে যালিমদের দলে শামিল হয়ে যাবে। [সূরা আরাফ ৭: ১৯]

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

পূত পবিত্র সেই সত্তা, যিনি জোড়া সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটির। যা উৎপন্ন করে যমিন। আর তাদের নিজেদের ভিতরেও, আর সে সবেও যা তারা জানে না। [সূরা ইয়াসীন ৩৬: ৩৬]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোকই অধিক সম্মানীয় যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন। [সূরা হুজুরাত ৪৯: ১৩]

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

তোমাদের জন্য রমাযানের রাতে তোমাদের স্ত্রীগণের নিকট গমন করা জায়েয করা হলো। তারা তোমাদের আবরণ আর তোমরাও তাদের আবরণ। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যহতি দিলেন। অতএব এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ করো এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাকো, যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে উষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। আর মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না। এসব আল্লাহর আইন। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা মুত্তাকি হতে পারে। [সূরা বাকারা ২: ১৮৭]

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾

আমি তোমার পূর্বেও রসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম। তাদেরকে দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানাদি। আল্লাহর হুকুম ব্যতীত নিদর্শন হাযির করার শক্তি কোনো রসূলের নেই। যাবতীয় বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ আছে। [সূরা রাদ ১৩: ৩৮]

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পন্ন করো আর তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রচুর দানকারী, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। [সূরা নূর ২৪: ৩২]

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

তাঁর নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা-গবেষণা করে। [সূরা রূম ৩০: ২১]

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾

যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, (নারী) ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দমত দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার জনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু যদি শঙ্কা হয় যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে বিয়ে করো, কিংবা তোমাদের অধীনস্থ দাসীকে। এটাই হবে সুবিচারের কাছাকাছি। [সূরা নিসা ৪: ৩]

হাদীস থেকে–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

আয়েশা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ বলেছেন, বিয়ে করা আমার সুন্নত (আদর্শ, নীতি)। যে লোক আমার এ সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।[৩]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

রসূলুল্লাহ বলেছেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তাদের কর্তব্য বিয়ে করা। কেননা বিয়ে দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী এবং যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন সিয়াম রাখে, যেহেতু সিয়াম হবে তার ঢালস্বরূপ।[৪]

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৩. ইবনে মাজাহঃ ১৮৪৬।

৪. বুখারীঃ ৫০৬৫, মুসলিমঃ ৩৪৬৪, মিশকাতঃ ৩০৮০।

وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَ اللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

আনাস (রা.) বলেন, একদা তিন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর স্ত্রীগণের নিকট এসে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। যখন তাদেরকে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জানানো হলো, তারা একে খুবই অল্প মনে করলো। তারা বলাবলি করতে লাগলো– রাসূল কোথায়, আর আমরা কোথায়! আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এরপর একজন বলল, আমি সর্বদা রাতভর সলাত অআদায় করবো। অপর একজন বলল, আমি সর্বদা দিনভর সিয়াম পালন করবো, কক্ষণও সিয়াম ভাঙবো না। অপরজন বলল, আমি নারীদের পরিত্যাগ করবো, কক্ষণও বিয়ে করবো না।

এমতাবস্থায় নবী (ﷺ) আগমন করলেন এবং বললেন, তোমরাই কি এ ধরনের কথাবার্তা বলছিলে? (তাঁরা বলল, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন,) আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং আমিই অধিক পরহেযগার। অথচ আমি (নফল) সিয়াম পালন করি, সিয়াম ভঙ্গও করি। রাতে সলাত আদায় করি, আবার নিদ্রাও যাই। আর আমি বিয়েও করি। এই হচ্ছে আমার নীতি-আদর্শ। অতএব যে ব্যক্তি আমার এ নীতি মানবে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।[১]

عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قال رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) উসমান ইবনে মাযউনকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অনুমতি দেননি। তাকে অনুমতি দিলে আমরা নিবীর্য হয়ে যেতাম।[২]

---

১. বুখারী: ৫০৬৩, মুসলিম: ৩৪৬৯, মিশকাত: ১৪৫।

২. বুখারী: ৫০৭৩, মুসলিম: ৩৪৭০, মিশকাত: ৩০৮১। বি: দ্র: অত্র হাদীসে বৈরাগ্যপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিঃসন্তান হওয়ার প্রচেষ্টাকে চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ الْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণির লোকের প্রতি আল্লাহর সাহায্য করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। ১. যে দাস নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। ২. যে লোক বিয়ে করে নিজের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে যেতে চায়।[৩]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখনিঃসৃত যেসব মহা-মূল্যবান বাণী আমরা উল্লেখ করেছি তা যদি তুমি বার বার গভীর মনোযোগের সাথে পড়তে থাক ও চিন্তা করতে থাক তবে মানব জীবনে যথাসময়ে বিবাহ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এক মহা-নিয়ামত তা বুঝতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। তবুও তোমার সাথে বিয়ের গুরুত্ব ও তার নিয়ামতপূর্ণ কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করছি।

প্রথমেই তোমাকে একটি উদাহরণ দিই। ধরো– তুমি একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালাতে চাচ্ছ। তাহলে তোমার করণীয় হচ্ছে একজন ভাল ইলেক্ট্রিশিয়ান এনে বিদ্যুতের নেগেটিভ ও পজেটিভ দু'টি তার বিশেষ প্রক্রিয়ায় হোল্ডারে একত্র করা, তাই না? কিন্তু যদি হোল্ডারে বিশেষ পদ্ধতিতে একত্র না হয়ে দু'টি তার পথিমধ্যেই একত্র হয়ে যায় তবে দুর্ঘটনা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। বাতি জ্বলবে না তখন, জ্বলবে আগুন।

ঠিক তেমনি একজন নর ও নারীকে যখন অভিভাবকগণ শরীয়তের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করে দেন তখন তাদের পবিত্র জীবন ও সংসার রচনা হয়। সংসারের বাতি উজ্জ্বল হয়। জীবন হয়ে উঠে পবিত্র, পরিতৃপ্ত। নেক সন্তান দিয়ে মা-বাবার বুক শীতল হয়। ঘরে জ্বলে উঠে আগামী প্রজন্মের বাতি।

তাহলে বিবাহ ছাড়া সংসার জীবনের বাতি জ্বালানোর বিকল্প কোন পথ নেই। সমাজে প্রেম-ভালবাসার নামে যা কিছু হচ্ছে তার পরিণামে বাতি না জ্বলে জ্বলছে আগুন। যে আগুনে ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে পরিবার, সমাজ সব ছাই হয়ে যাচ্ছে।

---

৩. নাসাঈ: ৩২১৮।

আল্লাহর দেয়া চির সত্য ও সুন্দর বিবাহ পদ্ধতি গ্রহণ না করে নর-নারী মাঝ পথে একত্র হওয়ার এ অভিশপ্ত পরিণতি। এ জীবনে বহু নর-নারীর গল্প জানি, যারা অধৈর্যের পরিচয় দিয়ে রবের বেধে দেয়া সীমা অতিক্রম করে তার জন্য রেখে দেয়া পবিত্র সঙ্গী গ্রহণের আগেই যৌবনের ক্ষুধা অবৈধভাবে অন্যত্র মিটাতে গিয়ে কিভাবে শক খেয়ে ধুকে ধুকে পুড়ে মরছে। যার ফলে পরবর্তীতে সংসার জীবনে গিয়ে তারা সুখী হতে পারেনি। কারণ অতীত স্মৃতি তাদেরকে তোষের আগুনের মতো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছে। সুতরাং প্রেম নামক ছলনাময়ী ধ্বংসাত্মক পথ ছেড়ে আমরা আল্লাহর পবিত্র নিয়ামত বিবাহের চিন্তা ও প্রস্তুতি রেখে ধৈর্যের সাথে যৌবনের ধাক্কা অতিক্রম করব, ইনশা–আল্লাহ।

আরেকটি বিষয় আমি যতবার ভেবেছি ততবারই অবাক হয়েছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে নেক স্ত্রী কামনা করেছি। বিষয়টি হচ্ছে– বিবাহ বহির্ভূত নর-নারীর দৈহিক সম্পর্ক।

আচ্ছা মনে করো, একজন সম্পদশালী ব্যক্তি মোটা অংকের টাকা খরচ করে ফাইভ স্টার হোটেলে অথবা কোন গার্লি বারে গিয়ে উঁচু দরের একটা পতিতার সাথে যৌন ক্ষুধা নিবারণ করল। এখন ইসলাম ও গোটা মানব সমাজ (জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে) তার এই কাজটি ঘৃণিত ও ভয়াবহ পাপের– এ কথাই বলবে, তাই না? তার মধ্যে ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধ থাকলে কাম চরিতার্থ করার পর কিছু সময়ের জন্য হলেও সে নিজেও লজ্জিত হবে।[৪] অর্থাৎ এত মোটা অংকের টাকা খরচ করে একটি মেয়ের সাথে রাত কাটিয়ে সে মারাত্মক পাপ ও ঘৃণার ভাগী হলো। কারণ এটা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ কোন সম্পর্ক ছিল না।

পক্ষান্তরে একজন দিনমজুর দু'মুঠো ডাল-ভাত খেয়ে বছরের পর বছর ধরে স্ত্রীর সাথে সংসার জীবন অতিবাহিত করছে। জীবনের এত দীর্ঘ সময় সে স্ত্রীর সাথে কাটাচ্ছে এবং যৌবনের অপ্রতিরুদ্ধ ক্ষুধা বৈধভাবে নিবারণ করছে, তার কোনো পাপ বা ঘৃণা আমরা কল্পনাও করি না। বরং ইসলাম বলে, এ সংসার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের নেকি হচ্ছে। কারণ, তারা আল্লাহর শরীয়ত মেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তাহলে বিবাহ কত বড় নিয়ামতের নাম তা আমি বুঝাতে না পারলেও তুমি যে বুঝে নিয়েছ, এ বিশ্বাস আমার আছে।

দেখো– একজন প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী যৌবনের এ অপ্রতিরোদ্ধ কামনা-বাসনাকে চাপা দিয়ে রাখছে কতটুকু ত্যাগের পর তা বুঝানোর কোন ভাষা আজও রচনা

৪. যারা নাস্তিক ও কুকুরের ন্যায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত তাদের ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন।

হয়নি। ঈমানদার আল্লাহ ভীরু একজন যুবক/যুবতী কিভাবে তাদের চরিত্র হেফাযত করছে তা জানে কেবল ভুক্তভোগিরাই। কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়-ই তাদেরকে শান্ত বালকের ন্যায় চার দেয়ালের মাঝে আটকে রেখেছে। পৃথিবীর কোন শক্তি যৌবনের ধাক্কাকে বাধা দিয়ে দমিয়ে রাখতে পারবে না। এ কথা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। এটা অপ্রতিরুদ্ধ। এ ক্ষুধা কোন শাসন মানে না। আর তাইতো হাজারো নর-নারী রাতের আঁধারে বিপথগামী হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে যিনা ব্যভিচারের অন্ধকার জগতে।

যৌবনের এ কামনা-বাসনা পূরণের একমাত্র পবিত্র ব্যবস্থাপনার নাম বিয়ে। বিয়ে করার পূর্বে যে মেয়ে বা ছেলেটির সাথে কথা বলা, তাকে নিয়ে চিন্তা করা, তার পথে হাঁটা, দেখা করা, স্পর্শ করা অথবা কাছে যাওয়া ছিল পাপ। বিয়ের পর সেই মেয়ে বা ছেলেটির সাথে এখন সবকিছু নেকির কাজে পরিণত হবে। সম্পর্ক যত গভীরে যাবে– পবিত্রতা, ভালবাসা, তৃপ্তি, আর নেকি ততই বাড়তে থাকবে। কী বিস্ময়কর মহা-পবিত্র এক নিয়ামতের নাম 'বিয়ে'। আল্লাহু আকবার! এবার ফিরে আসি কুরআন-হাদীসের আলোচনায়।

◘ ভাল করে লক্ষ্য করো– প্রথম আয়াতটি প্রমাণ করে, শুধু মানব জাতিই নয়, বরং প্রতিটি প্রাণীই জোড়া তথা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কামনা করে। ফলে সৃষ্টিকর্তা সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় তথা জৈবিক চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থাপনার সাথেই সৃষ্টি করেছেন।[৫] আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। সুতরাং বিবাহ পদ্ধতিটি আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলেই গণ্য হবে। কারণ আমরা সবদিক থেকেই শ্রেষ্ঠ।

◘ সূরা আরাফের ১৯ নং আয়াত প্রমাণ করছে, আমাদের বাবা আদম আলাইহিস সালাম একা একা তথা বিবাহ পদ্ধতির বাইরে জান্নাতের এ নিয়ামতপূর্ণ জীবনও সুখময় মনে করেননি, কাজেই আল্লাহ তাঁকে স্ত্রীসহ জান্নাতে বসবাসের আদেশ করলেন। আর আমরা পাপের এ পরিবেশে স্ত্রী ছাড়া কীভাবে সুখী ও পবিত্র জীবন চিন্তা করি, বুঝলাম না!

সুতরাং বিয়ে-শাদি, সংসার জীবন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এমনই এক মহানিয়ামত– যেখানে যুবক-যুবতী যৌবনের উত্তাল তরঙ্গে বিধ্বস্ত

৫. ছোট-বড় প্রতিটি প্রাণীই বিপরীত লিঙ্গের সাথে জোড়া গঠন অথবা দৈহিক সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান কত সুশৃঙ্খলভাবে মেনে চলে তা প্রাণীজগৎ সম্পর্কে যে কোন ডকুমেন্টারি দেখলেই বুঝা যায়। সুবহানাল্লাহ! শুধু মানুষই রিপুর তাড়নায় পদস্খলিত হয়ে বিকৃত আচরণ করে। –সম্পাদক

নৌকা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়। মানব জীবনের অপ্রতিরুদ্ধ, চূড়ান্ত কামনা-বাসনার এ জৈবিক চাহিদা পূরণের একমাত্র পবিত্র পথের নাম বিবাহ ও সংসার জীবন। যৌবনের চরম ও পরম ক্ষুধা নিবারণ, জীবন ও পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষাকরণ, সুন্দর এ ভূমন্ডল আবাদকরণ, আর নেক সন্তানের গর্বিত পিতা-মাতা হয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন চিরস্থায়ী মুক্তির যে পথ ইসলাম দান করেছে তার নাম বিবাহ ও জীবন সংসার।

◘ সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াত গোটা মানব জাতির সভ্যতার জন্য পরিবার ও সামাজিক জীবন যাপনের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অনুশীলনের নির্দেশ প্রদান করে।

◘ সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মধুময় জীবনকে পরস্পরের জন্যে পোশাকের মতো আপন ও কাছের বলে উল্লেখ করে অন্য রকম এক সুখের বার্তা প্রকাশ করছে। পোশাক বিহীন দু'টি প্রাণী একই চাদরের নীচে চরম ও পরম সুখ পাওয়ার বাসনা নিয়ে কাছাকাছির এত গভীরে পৌঁছে যায় যেখানে একজন অপরজনের পোশাক হয়ে জড়িয়ে থাকে। তাছাড়া মানুষের পোশাক যেমন তার দেহের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রোদ-বৃষ্টি, ধূলি-বালি, আর শীত-ঠান্ডার মতো নানা প্রতিকূল পরিবেশে তাকে আগলে রাখে, অনুরূপ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সুখে-দুঃখে এভাবে নিজেদের আপন করে রাখবে। কারো ত্রুটি কেউ বাইরে প্রকাশ করবে না। দেহের সাথে পোষাক যতটা কাছের, স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের ততটাই কাছের। আল্লাহর এ বাণীটি কত চমৎকার শিক্ষা ও নিয়ামতের ইঙ্গিত-ই না বহন করছে!

◘ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি কেবলমাত্র আমাদের রসূলের সুন্নত-ই যে ছিল ব্যাপারটি এমন নয়। সূরা রাদ এর ৩৮ নং আয়াত প্রমাণ করে সকল রসূলদের জীবনেই স্ত্রী-সন্তানের পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ছিল।

◘ সূরা নূরের ৩২ নং আয়াতে অবিবাহিত নর-নারীকে বিবাহ দিয়ে তাদেরকে নিরাপদ ও সুখময় পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ প্রদান করছেন। এমনকি কেউ যদি অভাবের অজুহাতে বিয়ে করতে দেরি করার ইচ্ছে করে তাকে আল্লাহ সম্পদশালী করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করতে উৎসাহ দিয়েছেন। একাধিক হাদীসও বিষয়টি প্রমাণ করে।

তাহলে যারা বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা দিয়ে, এক্স-করল্লা গাড়ি কিনে তারপর বিয়ে করব। এখন চাকরি নেই, বিয়ে করলে বৌকে খাওয়াব কী? তারা কি আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেন না? তাছাড়া আল্লাহর উপর ভরসা করলে তিনি কি সাহায্য করবেন না? অবশ্যই করবেন। হাজারও প্রমাণ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ﴾

আমরা আল্লাহর উপর কেন ভরসা করব না? তিনিই তো আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে দুঃখ দাও না কেন, আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব, আর ভরসাকারীদের আল্লাহরই উপর ভরসা করা উচিত। [সূরা ইবরাহীম, ১৪: ১২]

﴿وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّه إِلَّا الضَّآلُّوْنَ﴾

পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হয়? [সূরা হিজর, ১৫: ৫৬]

﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَه وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِه وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَه مِنْ هَادٍ﴾

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তোমাকে তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কেউ পথ দেখাবার নেই। [সূরা যুমার, ৩৯: ৩৬]

এছাড়াও আরো বহু আয়াত ও বাস্তব উদাহরণ আছে। বিশেষ করে তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর উপর দায়িত্ব হয়ে যায় এ ব্যাপারে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা কি আসলেই আমরা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি? আর বাস্তব জীবনে আমরা দেখছি– বিয়ের পরই স্বামী-স্ত্রী মিলে তাদের সংসার গড়ে তোলে। যাদের কিছুই ছিল না বিয়ের পর, সন্তানাদি হওয়ার পর তারা প্রচুর সম্পদশালী হয়ে যায়।

বিয়ে করে না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় বৌ আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন উদাহরণ নেই বললেই চলে। কিন্তু দেরিতে বিয়ে করার কারণে যৌবন,

নেক সন্তান ও সম্পদ হারা হয়ে পাপের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করেছে এমন ঘটনা আমরা অহরহ দেখতে পাই। তাহলে যৌবনের লাগাম নিয়ন্ত্রণ করতে, পবিত্র জীবন সংসার ও সম্পদ গড়তে উপযুক্ত বয়স ও সময়ে বিয়ে করাই যে বুদ্ধিমানের কাজ তা কি আরও আলোচনার অপেক্ষা রাখে?

বয়স পার হয়ে যাওয়ার ফলে জীবন-যৌবন ধ্বংস করে ধ্বজভঙ্গ ও হতাশার জীবন নিয়ে কত ছেলে-মেয়ে মা-বাবার মাথায় বোঝা হয়ে বসে আছে তা সমাজে ঘুরে দেখার অনুরোধ থাকল।

তবে দুঃখজনক হলেও আরেকটি করুণ বাস্তবতা হচ্ছে, মা-বাবা ভুলে যান সন্তানের বিয়ের কথা। নানা অজুহাতে তারাই দেরি করেন সন্তানের বিয়ে দিতে। আমি আজও বুঝি না, তারা কিভাবে ভুলে যান, তাদের বয়সও একসময় ১৬-১৭ আর ২৫'র ধাক্কা পার করেছে। থাক, আমি আর কথা না বাড়িয়ে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলো বার বার পড়ার অনুরোধ রাখলাম।

■ সূরা রূমের ২১ নং আয়াতটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার হৃদয়ের মণিকোঠায়। স্ত্রীকে *শান্তির নীড়* বলে উল্লেখ করার পর স্বামী-স্ত্রীর এ গভীর মায়া-মমতা আর ভালবাসা যে মহান আল্লাহরই সৃষ্টি-নিদর্শন আর নিয়ামত তা তিনি আমাদের জানালেন অতি আদরের সাথে। এ আয়াত পড়ে বুঝলাম, যদি জীবনে শান্তি পেতে চাই, সুখ কী জিনিস বুঝতে চাই– তবে বিয়ের বিকল্প কিছু নেই। সৃষ্টিকর্তা আমার চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন– তুমি শান্তি খুঁজছ? চলন্ত জীবনের মোড়ে মোড়ে আঘাতের হোঁচট খেয়ে খেয়ে একটু সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছ? তবে ফিরে যাও ঘরে। যেখানে আমি তোমার জন্য রেখেছি নেক স্ত্রী। তাকে আমি সৃষ্টিই করেছি তোমার শান্তির জন্য। হায় আফসোস! আমার বোন যদি বুঝত– তাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে!

■ সূরা নিসার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি কী আলোচনা করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। একাধিক বিয়ের এ বিধানটি আমার বোনের জন্য এতটাই কষ্টের ও অসম্ভব বলে গণ্য যে, হয়তো এ লেখাটি পড়ে বোন আমার সামনের লেখাগুলো পড়বেই না। 'একাধিক বিবাহ করো' এমন কোনো প্রেসক্রিপশন স্বামীদের হাতে ধরিয়ে দেয়ার জন্য কলম হাতে নিয়েছি ব্যাপারটি এমন নয়।

আমি আমার বোনকে কিছু অনুরোধ করব, যাতে সংসার জীবনে অশান্তি ও ঝগড়াঝাটি লেগে না থাকে। আর আমাকেও বিচারের জন্য ডাকা না হয়।

যেহেতু আয়াতটি সামনে উপস্থিত আর সংসার অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ পুরুষদের একাধিক বিয়ে, তাই বোনের উদ্দেশ্যে দু'কলম না লিখেও পারছি না। আর আমার দিকে যারা বাঁকা চোখে তাকাচ্ছেন বা কলম হাতে নিয়ে জবাব দেবেন বলে ভাবছেন তাদের বলছি, আল্লাহকে ভয় করুন। এ আয়াতের তাফসীর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আবারও পড়ুন। আর মাওলানা আব্দুর রহীমের কালজয়ী গ্রন্থ 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন' পড়ুন। এরপর পারলে রসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নতের বিরুদ্ধে কলম ধরুন এবং জবাব দিয়ে মায়াকান্না করুন আর নারীবাদী বলে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে বগল বাজান।

আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর চেয়ে যদি বেশি সাম্যবাদী বা নারীবাদী বলে দাবি করতে চান- তবে আপনাকে অসুস্থ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? তাছাড়া নারী জাতিকে আমি আপনার চেয়ে কম ভালবাসি না। আমার বোনের সংসারে অশান্তি নেমে আসুক তা আমিও চাই না। যাক আপনার সাথে তর্ক করার সময় এখন নয়। আমার বোনটি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমি কী বলি শোনার জন্য।

বোন মন দিয়ে শোনো! মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই ভাল জানেন তার সৃষ্টিকুলের মধ্যে কার রুচি, চাহিদা ও ক্ষুধা কেমন। কার জন্য কেমন বিধান দিলে তার উপর ইনসাফ হবে- তার জীবন সুখময় হবে আর পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা হবে। এটা সৃষ্টিকর্তার চেয়ে কেউ ভাল বুঝে বা বেশি ইনসাফ ও সাম্যময় বিধান রচনা করতে পারে এ অযৌক্তিক কথা তুমি বিশ্বাস করবে? মুখেও আনবে? অবশ্যই না, তাই না?

তাহলে আল্লাহ ﷻ যুক্তিসংগত কারণেই নারীদের নিরাপত্তা ও যৌবন-জীবনকে রক্ষার জন্য পুরুষকে ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক (একসাথে চার জন) স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। এটা ইনসাফ ও সাম্যের মূর্ত প্রতীক হিসেবে নারী জাতির জন্য চিরদিন থাকবে। তুমি খেয়াল করেছ কিনা, আল্লাহ কেবলমাত্র সেই পুরুষকেই একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন যিনি ইনসাফ করতে পারবেন। যিনি শক্তিশালী ঈমানদার।

যদি ইনসাফের ক্ষেত্রে দুর্বলতার ভয় থাকে তবে তাকে মাত্র এক স্ত্রীর দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- তোমার স্বামী যদি অনেক ভাল মানুষ হয়, তার ঈমান-ইনসাফ পরিপূর্ণ হয়, সে যদি তোমাকে অনেক ভালবাসে; তার চরিত্র, যোগ্যতা, অর্থ-সম্পদ নিয়ে তোমার যদি কোনো প্রশ্ন না

থাকে তাহলে এমন মহৎ চরিত্রের পুরুষকে আল্লাহ বলেছেন চারজন নারীর দায়িত্ব নিতে।[৬] তাহলে তোমার মতো চারটি নারী-সুখী হবে। তারাও পাবে নিরাপত্তা ও জান্নাতি পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার। তাহলে তো নারীদের নিরাপত্তা ও সুখের কথা চিন্তা করেই পুরুষকে এ বিধান দিলেন তিনি। এটা তোমার উপর যুলুম হলো কোথায়?

তবে তুমি যদি মনে কর– আমি একাই রাজত্ব করব, আমার সুখের ভাগী আমি কাউকে করব না, আমার স্বামী অন্যদেরও হোক, অন্য মেয়েরাও উভয়কালে জান্নাতি পরিবেশ খুঁজে পাক তা আমি সহ্য করতে পারব না সেক্ষেত্রে তো তোমার হিংসা, বেইনসাফি আর অসাম্য আচরণই প্রকাশ পাবে। আল্লাহ চাচ্ছেন, একজন ভাল স্বামী থেকে চারজন নারী নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে উপকৃত হোক; আর তুমি তা মেনে নিচ্ছ না! তাহলে বেইনসাফি কি সৃষ্টিকর্তা করলেন, না তুমি?

তাছাড়া সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কেবল তাঁর জন্যই শোভা পায় সৃষ্টিকূলের মাঝে বণ্টনের এ অধিকার, তুমি এখানে মাতব্বরি করার কে? আর তোমার স্বামীকে একাধিক নেক স্ত্রী ও সন্তানের মালিক হওয়া থেকে বঞ্চিত করার জবাব কি তোমার দিতে হবে না? রসূলুল্লাহ ﷺ অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে তার উম্মত বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের সংখ্যাধিক্যতা নিয়ে গর্ব করতে পারেন। অপর দিকে রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করে সন্তান হত্যা হারাম করেছেন। তারপরও যদি স্বামীর এ নেক কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াও তবে এর জবাব তোমাকেই প্রস্তুত রাখতে হবে।

বিকৃত মস্তিষ্কধারী তসলিমা নাসরিনদের মতো হাস্যকর, পশুচরিত্রের ন্যায় ঘৃণিত ও নারী জাতির মর্যাদার পরিপন্থী একাধিক স্বামী গ্রহণের দাবি তুমি তুলবে তা আমি কল্পনা করেও তোমাকে ছোট করতে চাই না বোন।

তবে তোমার মনকে দৃঢ় রাখার জন্য বলি– আচ্ছা, তোমার যদি চারজন স্বামী হয়, তারা সবাই যদি তোমার সাথে মিলিত হয়। এরপর একটি সন্তান জন্ম নেয় তবে নিষ্পাপ এ সন্তানটির পিতা কে তা কিভাবে নির্ণয় করবে? চারটি গাভীর দুধ একটি পাত্রে রাখলে দুধের কোন্ অংশটুকু কোন্ গাভীর তা কি আলাদা করা সম্ভব?

---

৬. তবে চারটি বিয়ে করতেই হবে ব্যাপারটি কিন্তু এমন নয়। বিষয়টি পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত।

এছাড়াও নারীদের গঠনগত দুর্বলতা বা স্বভাবগত দিকটি বিবেচনা করলেও তার জন্য এক সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ করার দাবি কল্পনাও করা যায় না। যদি তোমার একাধিক স্বামী হয়, তবে তোমার আর বেঁচে থাকা হবে না। আল্লাহু আকবার! ন্যায় বিচার ও তোমার নিরাপত্তার চিন্তা করেই আল্লাহ এ ইনসাফপূর্ণ বিধান দান করেছেন।

তবে কথা হচ্ছে, সমাজে এমন চিত্রও আমরা দেখি যে, বেদীন, যালেম, নেশাখোর বা সন্ত্রাসী চরিত্রের অনেক পুরুষ আছে যারা ঘরে সরলমতী অসহায় স্ত্রী ও সন্তান ফেলে রেখে নামমাত্র বিয়ের উসিলা দিয়ে একাধিক কথিত 'স্ত্রী' নিয়ে ফূর্তি করছে। এটা যে ঘৃণিত ও অবশ্যই যুলুম, তা তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু যখন দেখি, আল্লাহওয়ালা কোনো মানুষ একাধিক স্ত্রীকে ইনসাফের সাথে রাখার যোগ্যতা রাখে আর একাধিক বিয়েও তার জন্য একান্ত প্রয়োজন কিন্তু প্রথম স্ত্রী তা মেনে নিচ্ছে না। তাকে বিয়ে করতে দেয়া তো দূরে থাক থানা-পুলিশ, মামলা-মুকাদ্দমা আর জনমত সৃষ্টি করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করছে তখন কষ্টে বুকটা ফেটে যায়! খুব ভয় হয়, না জানি আল্লাহর গযবে এ নারীটি ধ্বংস হয়ে যায়।

স্বামীর প্রতি তার এ যুলুম আল্লাহ কিভাবে মেনে নিবেন? আর স্বামী কি তাকে আর কখনও একান্ত আপন করে ভালবাসতে পারবেন? ভালবাসা কি জোর করে আদায় করা যায়? মনকে কখনও শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা যায়? স্বামী যদি অবৈধ পন্থায় অন্যায় কিছু করতে বাধ্য হয় তবে কি স্ত্রী দায়ী হবে না?

আজকাল আমাদের সমাজের মানুষ যিনা-ব্যভিচার ততটা খারাপ মনে করে না একাধিক বিয়ে যতটা খারাপ মনে করে। আমার আজও বুঝে আসে না, তাহলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল কি এমন একটি বিধান দিলেন যা নারী জাতির জন্য যুলুম? আল্লাহর রসূল ﷺ ও প্রায় সকল সাহাবা একাধিক বিয়ে করে কি নারী জাতির প্রতি এ যুলুমের রাজত্ব কায়েম করেছেন? (নাউযুবিল্লাহ)

একটি হাদীস আমাকে অবাক করে দিয়েছে, যা তুলে না ধরে পারছি না। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাঈদ! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি

বললাম, না। তিনি বললেন, বিয়ে করো। কেননা, এ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.) এর একাধিক স্ত্রী ছিল।[৭]

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে প্রথমেই দু'টি বিয়ে দিয়ে আয়াতের শুরু করেছেন, তারপর তিন, তারপর চার। যারা দুর্বল তাদের জন্য একটি বিয়ের বিধান। কারণ বেইনসাফ হলে যে আবার জাহান্নামে যেতে হবে।

আমি পুরুষ বলে তোমার গলায় ছুরি ধরে স্বামীর একাধিক বিয়েতে রাজি করাচ্ছি, বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। তুমি তো আমারই বোন। তাছাড়া নারী জাতির কেউ আমার মা, কেউ হয়ত মেয়ে। তাহলে তুমি আমাকে ভিন্ন চোখে দেখ তা আমি বিশ্বাস করি না। আমার মন থেকে তোমার প্রতি শুধু এতটুকু অনুরোধ, রবের এ বিধানটি অস্বীকার বা অপছন্দ করে ক্ষেত্র বিশেষ যেন ঈমান হারা হয়ে না যাও। আর উদারচিত্তে দীন ইসলাম ও স্বামীর সেবা করে চির স্মরণীয়া ও বরণীয়া হয়ে থাকতে পার পরবর্তীদের জন্য। আল্লাহর যমিনে তাঁর দীন বিজয়ের মিছিলে তোমার স্বামী ও একাধিক সন্তান পাঠানোর জন্য যত প্রকার ত্যাগ আছে তার সবই তুমি স্বীকার করে ইসলাম ও মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে এ বিশ্বাস ও দাবি তোমার প্রতি রইল।

মুসলিম জাতির তৎকালীন মহিলারা আল্লাহর সব বিধান মেনে নিয়েই স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতেন এবং স্বামীর একাধিক বিয়ে গর্বের কারণ মনে করতেন। আজও আরব দেশে আমরা তা দেখি। বর্তমানে জ্ঞানপাপী তাগূতিশক্তি আমাদের সমাজেও বিয়ে পদ্ধতি কঠিন ও জটিল হিসেবে তুলে ধরে যিনা-ব্যভিচারের পথকে সহজ করার মাধ্যমে পরিবার নামক পবিত্র ও শক্তিশালী এ জীবনকে ধ্বংস করে দিয়ে পশ্চিমা অসভ্যতার দালালি করছে তা বুঝতে জ্ঞানীদের কষ্ট হওয়ার কথা নয়। যে আল্লাহর হুকুমে তুমি সলাত, সিয়ামকে স্বাভাবিক মনে করে পালন করছ তাঁর বিধান হিসেবে একাধিক বিয়ে কেন মেনে নিতে পারবে না? একবারও কি বিষয়টি চিন্তা করেছ?

জান্নাতের সুখ-ই প্রকৃত সুখ। যা চিরস্থায়ী, যা হারানোর নয়। সেখানে প্রবেশের জন্য রবের দেয়া যে কোন বিধান মেনে নিতে তোমার মন হবে পাহাড়ের মতো দৃঢ়, সাগরের মতো গভীর, আকাশের মতো প্রশস্ত, দুধের মতো সাদা, আর কাশফুলের মতো কোমল– এ দাবিটুকু তোমার কাছে রাখলাম।

---

৭. বুখারী: ৫০৬৯।

পুরুষদের ত্যাগ ও বড় মনের পরিচয় নিয়ে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আল্লাহর বিধান ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পুরুষ জাতি কি ত্যাগের ইতিহাস রচনা করেছে এবং করে যাচ্ছে তা তোমারও অজানা নয়। তুমি নিশ্চয়ই জানো, মক্কার মুহাজির সাহাবাগণ (রাঃ) বাড়ি-ঘর, স্ত্রী-পুত্র সব ছেড়ে মদীনায় পাড়ি জমিয়েছিলেন দীনের কারণে, তাই না? আর মদীনার আনসার সাহাবীগণ তাঁদের বাড়ি-ঘর, জমি-সম্পদ, বাগানবাড়ি সবকিছু অর্ধেক ভাগ করে দান করেছিলেন মুহাজিরদেরকে। যার একাধিক স্ত্রী ছিল তিনি মুহাজির সাহাবিকে বলতেন, ভাই! দেখো, আমার কোন্ স্ত্রীটি তোমার পছন্দ হয়। আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষ হলে তুমি তাকে বিয়ে করে নিবে।

বোন! যে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে আমি এ লম্বা আলোচনা পেশ করতে বাধ্য হয়েছি তা হচ্ছে, দীনের কারণে সাহাবীগণ প্রিয় স্ত্রীটি অপর ভাইকে শরীয়ার নির্দিষ্ট পন্থায় দিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র কৃপণতা ও ছোট মনের পরিচয় দেননি।[৮] দেখেছ, পুরুষ জাতির ত্যাগ! আমি বুঝাতে চাইলাম দীনকে কেউ যদি সীমাহীন ভালবাসতে পারে তবে রব্বুল আলামীন তার কাছে সবকিছু খুব সহজ করে দেন।

তাহলে সংসার জীবনে যদি এমন বিষয় উপস্থিত হয় ঈমানি পরীক্ষা হিসেবে তবে স্বামীকে বলতে পারবে তো..... স্বামী! পবিত্র কুরআনের শর্ত মেনে দীনের কারণে আপনার একান্ত প্রয়োজনে যদি আরো স্ত্রী গ্রহণ করতে চান তবে আমি তা হাসি মুখে মেনে নিব। যেহেতু বিধানটি আমার রবের। যার ভালবাসা আমার কাছে সবকিছুর উর্ধ্বে। আল্লাহর কোনো বিধান অস্বীকার করে তা পালনে আপনাকে বাধা দিব, এমন হতভাগিনী বান্দি আমি নই। কিন্তু আপনার প্রতি অনুরোধ, ইনসাফের যে শর্ত কুরআন দিয়েছে তা আপনি মেনে চলবেন, যাতে গুনাহগার হয়ে না যান। আর জান্নাতে আমি আপনাকে হারিয়ে না ফেলি। কারণ আমি আপনাকেই চিরস্থায়ী স্বামী হিসেবে পেতে চাই।

বোন! জ্ঞানগর্ভ ও গভীর মমতার সাথে এ কথাটুকু বলতে পারলেই হলো, ব্যাস! তোমার স্বামীর মন খুশিতে ভরে যাবে। হয়ত দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়বে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। তোমার প্রতি জন্ম নিবে ভালবাসার নতুন দিগন্ত। একান্ত প্রয়োজন না হলে সে হয়ত ভুলেই যাবে অন্য স্ত্রী গ্রহণের কথা। বোন!

---

৮. তবে আনসারগণ এ সুযোগ গ্রহণ করেননি। বরং পরিশ্রম করে নিজেদের জীবন-সংসার গড়েছেন।

জানি না, তোমাকে বুঝাতে পারলাম কিনা হৃদয়ের শেষবিন্দু থেকে আমার দুটি কথা। আমি তোমার পক্ষেই কলম ধরেছি। তুমি ভুল বুঝনি তো? নারীদের সংখ্যা ও পুরুষের মৃত্যুর হার যেভাবে বাড়ছে যদি একাধিক বিয়ের এ বিধান না থাকত তবে অসহায় এ নারী জাতির দায়িত্ব নিত কে? বাপ-ভাইয়ের বাড়িতে কি তার চিরদিন আশ্রয় জুটত? নাকি যৌবনের সীমাহীন ক্ষুধা আর মানুষের অবহেলা তাকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করত? আর নির্যাতনের স্বীকার হতে হত।

সমাজের আরও কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরি। একটু ধৈর্য ধরে শোনো এবং চিন্তা করো।

■ চিত্র-১

আল্লাহর এক বান্দা যথাসাধ্য ইসলাম মেনে চলার কারণে অনেক মেয়ে তাকে প্রচন্ড ভালবাসে। মহান আল্লাহর কাছে সদা কামনা করে- হে আল্লাহ! অমুককে আমার স্বামী হিসেবে দান করো, যাতে তার কাছে ইসলাম ও ভালবাসা নিয়ে সুখময় জীবন কাটাতে পারি। এখন আল্লাহর তুমি হুকুমে তার স্ত্রী হয়েছ। কিন্তু তারা তো চোখের পানি ফেলে তোমার স্বামীকেই চেয়েছিল। ভাগ্যে ছিল বলে তুমি আগে পেয়েছ। যদি তাদের অভিভাবক রাজি থাকে আর তোমার স্বামীও যদি সামর্থ রাখে তাহলে ঐ বোনদেরকে বঞ্চিত করা কি তোমার ঠিক হবে?

আল্লাহ আরো তিনটি মেয়েকে অনুমতি দিচ্ছেন তোমার স্বামীকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার। এখন তুমি যদি বাধা হয়ে দাঁড়াও, তবে রব কি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না? তোমার প্রশ্ন থাকতে পারে, তারা যদি তিনজনের অধিক হয়? শরীয়তে অনুমতি না থাকায় বাকিরা তো এমনিতেই বাদ পড়ে যাবে, তাই না? ভেবে দেখো, একান্ত অনুরোধ রইল। কারণ একজন নেক বান্দীর চোখের পানি আল্লাহর কাছে অনেক কিছু!

■ চিত্র-২

এখন যে চিত্রটি তুলে ধরব তা তো আরো ভয়াবহ! সৃষ্টিগত দিক থেকে নারীরা একটু দুর্বল থাকে। ফলে সংসার জীবনেও তারা আগে যৌবন হারিয়ে ফেলে। এখন মনে করো, স্ত্রী বয়স হওয়াতে স্বামীর হক আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়েছে। কিন্তু স্বামী এখনও সক্ষম। আর ঈমান রক্ষার্থে আরেকটা বিয়ে করা তার জন্য

একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু আগের অক্ষম বৃদ্ধা স্ত্রী এতে কোনভাবেই রাজি হচ্ছে না। আর ইসলাম ও বাস্তবতার জ্ঞান না থাকায় লোকটির 'অতিভদ্র' ছেলে-মেয়েরাও মেনে নিচ্ছে না। অথচ লোকটি তার রাত-দিন কত না কষ্টে-যাতনায় অতিবাহিত করছে। এটা কি ঐ ব্যক্তির প্রতি স্ত্রী সন্তানের চরম যুলুম নয়? তার শক্তি, অর্থ ও ইসলামের অনুমতি থাকার পরও সমাজের কথিত এ ভদ্র মানুষগুলো যে তাকে স্ত্রীর সুখ আর খেদমত থেকে বঞ্চিত করছে, আল্লাহর সামনে কি এর জবাব দিতে হবে না? ইসলামের কোন বিধানের চেয়ে সমাজ আর স্বার্থটাই বড় হলো? এমন স্ত্রী, সন্তান আর সমাজব্যবস্থার প্রতি ধিক্কার। আমি কোনো উপদেশ, অনুরোধ করছি না বা বই লিখে লেখক হওয়ার আশাও করছি না। আমি কেবল সমাজের মারাত্মক ও করুণ বাস্তবতার কিছু চিত্র তুলে ধরছি মাত্র। কারণ মহান আল্লাহ অসহায় এই স্বামীর দুঃখ আর 'চিত্র-১' এর অশ্রুসিক্ত বোনটির করুণ বেদনা খুব ভাল করে জানেন বলেই একাধিক বিয়ের বিধান রেখেছেন।

জানি, আমার এ কথাগুলো হয়ত কারো কাছে খুব তিক্ত লাগছে। তাছাড়া আমি তো তাদেরকেও দেখেছি যারা বাবার পরবর্তী স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গর্ভাশয় কেটে দেয়ার মত অমানবিক কাজটি করতেও বিন্দুমাত্র আল্লাহর ভয় করছে না কেবল সম্পদের কারণে। বাবার পরের স্ত্রীর ঘরে সন্তান হলে তো তারাও সম্পদের ভাগী হবে, এটাই একমাত্র কারণ! ছি! হে যালেম সন্তান আর বৃদ্ধা স্ত্রী।

তবে যারা উপরের লেখা দু'টি পড়ে একাধিক বিয়ে করার জন্য কোমরে গামছা বেঁধে নামার ইচ্ছা করছেন তারা এই হাদীসটি ভুলে যাবেন না–

আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

কারো যদি দু'জন স্ত্রী থাকে আর সে একজনকে ছেড়ে দ্বিতীয়জনের দিকেই বেশি গুরুত্বারোপ করে বা ঝুঁকে পড়ে, তবে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের এক পাশ থাকবে লটকানো।[৯]

---

৯. আবূ দাউদ: ২১৩৫, দারিমী ২২০৬।

◘ চিত্র-৩

শারীরিক দুর্বলতার কারণেও অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রী তার স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। কারণ গঠনগত দিক থেকেই নারীরা একটু দুর্বল। আর তাই একাধিক বিয়ে সৃষ্টিকর্তার একটি ইনসাফ ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিধান। যাতে যুবসমাজ যিনার দিকে ধাবিত না হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে স্ত্রী তার স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরেও স্বামীকে আরেকটি বিয়ে করতে বাধা দিচ্ছে সে কি একবারও চিন্তা করে না যে, যৌনক্ষুধা এমনই অপ্রতিরুদ্ধ যা বাধা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। স্বামী যদি খারাপ পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়?

আমার কথাগুলো হয়ত পাঠকদের কাছে একটু অন্যরকম লাগছে। কিন্তু মহান রব জানেন, আমি কতটুকু বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি।

যারা পরিপূর্ণ ঈমানদার তারা হয়ত কষ্টের পর কষ্ট করে চরিত্র রক্ষা করে যাচ্ছে। কিন্তু স্ত্রী কাছে থাকার পরও যেসব স্বামীকে কষ্টে রাত কাটাতে হয় তাদের কষ্ট কতটুকু গভীর তা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কে জানে? অনেক স্বামীর মুখে এসব কষ্টের কাহিনী শোনার পর আমি হয়ত একটু হলেও অনুমান করতে পারি। স্ত্রীর কাছ থেকে চাহিদা মিটাতে না পেরে পর-নারীর সাথে যিনা-ব্যভিচার করে জাহান্নামের পথে পা বাড়াচ্ছে সমাজের হাজারও স্বামী। হে বোন! বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখো।

◘ চিত্র-৪

মহিলারা প্রতি মাসে বেশ কিছু দিন হায়েয অবস্থায় থাকে। তাছাড়া বাচ্চা প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলেও স্বামীকে গর্ভস্থ সন্তান এবং মায়ের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হয়। আবার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দীর্ঘ দিন দূরে থাকতে হয়। এছাড়া মহিলাদের আরও নানান সমস্যা তো আছেই।

সব পুরুষের যৌন কামনা তো আর এক রকম নয়। এখন যেসব পুরুষের চাওয়া পাওয়া অনেক বেশি তাদের উপায়? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যতীত এত লম্বা বিরতি স্বামী যদি সহ্য করতে না পারেন? এবং পরনারীর প্রতি ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হন তবে কি আমাদের এ সমাজ-ব্যবস্থাকে জবাব দিতে হবে না? আমার কথা হচ্ছে– স্বামী যদি ভরণ-পোষণ করতে পারে ও দ্বিতীয় বিয়ে তার একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে তবে তার বিয়েতে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার আপনাদের আছে কি?

আবার যেসব লোকের স্ত্রী মারা যায় এবং তাদের বিয়ে করাও প্রয়োজন, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা বাবাকে বিয়ে করতে দেয় না। এতে তাদের নাকি মান-সম্মান যাবে। এটা কি আদৌ ঠিক হচ্ছে?

হে সন্তানেরা! বাবাকে এমন কষ্টে রেখে তোমরা ভদ্রতার পরিচয় দিচ্ছ? বাবার সব চাহিদা বা সব কাজ কি কাজের মহিলা আর তোমরা পূরণ করতে সক্ষম? অপেক্ষা করো, বাবা যদি ধৈর্যহারা হয়ে পাপের পথে পা বাড়িয়ে বৃদ্ধ ব্যভিচারীর খাতায় নাম দিয়ে জাহান্নামি হয় তবে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমরাও দায়ী থাকবে।

আবার যে মহিলাটি ২/৪ জনের মা হয়েছে, অথচ এখনও তার ভরা যৌবন, কিন্তু স্বামী মারা গেছে। এখন কি তাকে বিয়ে দেয়া জরুরি নয়? এসব বিধবাদের বিয়ে না দেয়ায় সমাজে কি অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে না?

আরেকটি চরম দুঃখজনক কথা হচ্ছে, বর্তমান সমাজে যার একটি বৌ আছে তার কাছে কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে রাজিও হয় না। কেউ চায় না, তার মেয়ে সতিনের ঘর করুক। অথচ ছেলে দীনদার। আর বিয়েটাও তার প্রয়োজন। আসলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাটাও যেন কেমন!

তবে যারা একাধিক বিয়ের কথা ভাবছেন, নীচের হাদীসটি আবার একটু পড়ুন; আর ইনসাফের চিন্তাটাও মাথায় রাখুন। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ

যার দু'জন স্ত্রী থাকবে, কিন্তু সে একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনের দিকে ঝুঁকে পড়বে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার এক পাশের গাল কাটা ও ছিন্ন অবস্থায় ঝুলতে থাকবে।[১০]

একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের চাহিদা অনুপাতে হক আদায় করবেন। একজন বৃদ্ধা স্ত্রী ও একজন যুবতী স্ত্রীর চাওয়া-পাওয়া বা হক এক নয়। তাদের চাহিদা অনুপাতে ইনসাফ করতে পারলেই যথেষ্ট। লম্বা আলোচনার দরকার নেই। জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

১০. মুসনাদে আহমাদ: ৮৫৬৮, ইবনে মাজাহ: ১৯৬৯, ইবনে হিব্বান: ৪২০৭।

দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? ভালভাবে বুঝে নাও। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানব জাতির অপ্রতিরুদ্ধ জৈবিক চাহিদা বৈধ তথা পবিত্র পদ্ধতিতে পূরণের জন্য বিয়ে বা দাম্পত্য জীবনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা কিন্তু আগেও বলেছি। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে নেক সন্তান। নেক সন্তানের মাধ্যমেই কেবল দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতা আসে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী যখন বাবা-মা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে তখন-ই তাদের দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা।

এখন কথা হচ্ছে, অনেক দম্পতিকেই দেখা যায় সন্তান হত্যার ব্যাপারে 'প্রথম রাত' থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। তারা মনে করে– সংসার জীবনে আনন্দ ফুর্তির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে এই সন্তান। আর তাই প্রথম রাত থেকেই সন্তান হত্যার আধুনিক জাহিলিয়াতের ঘৃণ্য ও অমানবিক সব পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। আর বলে, এখনই সন্তান নেয়া যাবে না, আরও পরে নিব। তাদের কথার ভাব এমন– যেন সন্তান হওয়া/না হওয়া তাদের ইচ্ছা বা হুকুমের উপর নির্ভর করছে। আর সন্তান হত্যা করা যে মহাপাপ বা হত্যাকারী হিসেবে কিয়ামতের মাঠে দাঁড়ানোর মতো একটি অপরাধ তা যেন উনারা জানেন-ই না। আর জানলেও বিশ্বাস করেন না।

প্রিয় নব দম্পতি ভাই-বোন! আমি তোমাদের মহান আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখো, সন্তান হত্যার যাবতীয় পদ্ধতি মানব জাতি বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য মারাত্মক একটি অভিশাপ। আল্লাহ তাওফীক দিলে এ বিষয়ে পৃথক একটি বই রচনা তোমাদের হাতে তুলে দেবো। পড়ে নিও। তাছাড়া এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন-হাদীস কী বলে তা অবশ্যই পড়ার অনুরোধ থাকল।

একটু তাকিয়ে দেখো, সমাজে এমন অনেক দম্পতি পাবে যারা প্রথম জীবনে বিভিন্নভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে সন্তান হত্যা করার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। পরে তাদের আর সন্তানই হয়নি। কত চিকিৎসা আর কান্নাকাটি করছে কোনো কাজ হচ্ছে না। এখন সংসার ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। তাছাড়া নিঃসন্তানের অভিশাপ মাথায় নিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর কারণ কি জানো? একদিন আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ, শাইখুল হাদীস মুফতি কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম সাহেব বুখারীর ক্লাসে বলেছিলেন–

অতীতে এত প্রতিবন্ধি বা বিকলাঙ্গ রুগ্ন শিশু জন্ম হতো না। কারণ, তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে কোনো বিষ গ্রহণ করত না। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো, দিন দিন প্রতিবন্ধি আদম সন্তানের তালিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, জন্ম নিরোধকল্পে বড়ি বা ইনজেকশন ইত্যাদি গ্রহণ করা। গর্ভাশয়ে এসব বিষ মারাত্মক ইনফেকশন সৃষ্টি করে। ফলে পরবর্তীতে সেখানে যে সন্তান জন্ম নেয় তা হয় রুগ্ন বা প্রতিবন্ধি।

তিনি দীর্ঘ সময় আমাদের বিজ্ঞান ও বর্তমান উন্নত দেশসমূহের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো জন্ম নিরোধের এ ভুল বুঝতে পেরে অধিক সন্তান নেয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে ভাতা পর্যন্ত দিচ্ছে। অথচ আমরা মুসলিম জাতি যেন জনসংখ্যার দিক থেকে বাড়তে না পারি সেজন্য এসব পদ্ধতির দিকে আমাদের বেশি উৎসাহ ও বিনামূল্যে সেবা দেয়া হচ্ছে! উস্তাদ আরও বললেন,

দেখো, এসব ঔষধ মারাত্মক বিষ বলেই তো গর্ভের সন্তান বাঁচতে পারে না। এমনকি আকৃতি হয়ে যাওয়া শিশুও পড়ে যায়। তাহলে এর বিষক্রিয়া কত মারাত্মক? এ বিষক্রিয়া গর্ভাশয়ে থেকে যায়, ফলে পরে আর সন্তান হয় না। আর হলেও প্রতিবন্ধি বা রুগ্ন হয়। তাছাড়া এসবে মায়েরও মারাত্মক ক্ষতি আছে।

যাহোক আমি আসলে তোমাদের বুঝানোর চেষ্টা করছি যে, সন্তান হত্যার চিন্তা মাথায় এসে থাকলে তাওবা করো। অন্যথায় আল্লাহর গযবের ভয় রয়েছে নিশ্চিত। দুয়া করো– হে আল্লাহ! আমাদের অনেক নেক সন্তান দান করো। যাতে ইসলাম ও মানবতার সেবায় আর তোমার সন্তুষ্টির পথে তারা কাজে আসে। আমরাও যেন গর্ব করতে পারি। কিয়ামতের দিন বলতে পারি, আমরা অমুকের গর্বিত পিতা-মাতা।

সমাজে ভাল করে ঘুরে দেখো, যাদের সন্তান বেশি আর পিতা-মাতাও ছিল আদর্শবান তারা কেমন আছে। আর হাজারও পরিবার একজন, দু'জন বা নিঃসন্তান অথবা প্রতিবন্ধি সন্তান নিয়ে কত কষ্টে দিনরাত অতিবাহিত করছে। থাক, তোমার সময় আবার নষ্ট হয় কিনা! এবার ঠান্ডা মাথায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিছু বাণী শোনো। ভাল করে চিন্তা করো। তারপর কী করবে, এ সিদ্ধান্ত তোমার কাছে রেখেই কলম তুলে নিলাম। মহান আল্লাহ বলেন–

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا﴾

দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই, আর তোমাদেরকেও। তাদের হত্যা মহাপাপ। [সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭: ৩১]

﴿وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ﴾

আর এভাবে তাদের দেব-দেবীরা বহু মুশরিকদের চোখে নিজেদের সন্তান হত্যাকে আকর্ষণীয় করে দিয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাদের দীনের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তারা এ করত না। কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের মিথ্যে নিয়ে মগ্ন থাকুক। [সূরা আনআম, ৬: ১৩৭]

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ ۚ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ﴾

যারা মূর্খের মতো না জেনে তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে আর আল্লাহর নামে মিথ্যে কথা বানিয়ে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া জীবিকাকে হারাম করে নিয়েছে, তারা নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে আর তারা কস্মিনকালেও হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। [সূরা আনআম, ৬: ১৪০]

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾

বলো, এসো! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শোনাই। তা এই যে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে আর তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্য বা গোপন কোনো অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না। আল্লাহ যে প্রাণ হরণ করা হারাম করেছেন তা ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করো। [সূরা আনআম ৬: ১৫১]

﴿اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا﴾

ধন-সম্পদ আর সন্তানাদি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার লাভের জন্য স্থায়ী সৎকাজ হলো উৎকৃষ্ট আর আকাঙ্ক্ষা পোষণের ভিত্তি হিসেবেও উত্তম। [সূরা কাহফ, ১৮: ৪৬]

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ج وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴾

তোমাদের জন্য রমাযানের রাতে তোমাদের স্ত্রীগণের নিকট গমন করা জায়েয করা হলো। তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ কর।

তোমরা আহার ও পান করতে থাকো, যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে উষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। আর মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না। এসব আল্লাহর আইন। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে। [সূরা বাকারা, ২: ১৮৭]

﴿لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط إِنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾

আসমান ও যমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দেন। অথবা তাদেরকে দেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত ও ক্ষমতাবান। [সূরা আশ-শূরা ২৬: ৪৯-৫০]

হাদীসে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কোন্ ধরনের নারী জান্নাতি আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন, তোমাদের জান্নাতি নারীগণ হচ্ছে, স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারিণী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারিণী। তার আনুগত্যের প্রকাশ হচ্ছে, স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত হলে স্বামীর কাছে গিয়ে বলে, এই আমার হাত আপনার হাতে সঁপে দিলাম। আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখের পলক ফেলব না। অর্থাৎ আমি কোন আরাম নিব না, কোন আনন্দ বিনোদন করব না, যতক্ষণ আপনি আমার প্রতি খুশি না হন।[১১]

ক্ষমা চাওয়া

জীবনের সমস্ত ভুলের জন্য ওযু-গোসল করে পূর্ণ পবিত্রতার সাথে একান্ত নির্জনে ভয় ও আশা নিয়ে দু'রাকাত সলাত আদায় করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে একান্ত কাকুতি-মিনতির সাথে তাওবা করেই সংসার জীবন শুরু করা উচিত প্রতিটি নব দম্পতিকে। এছাড়া প্রতিটি নারী-পুরুষের উচিত বিয়ের আগে ও পরে হৃদয়ের গভীর থেকে মহান রবের দরবারে উত্তম জীবন সাথী কামনা করা।

মনে রাখা দরকার, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে মুসলিম কিন্তু ইস্তেখারা করতে ভুলবে না।

---

১১. তাবারানী কাবীর: ১১৮, নাসাঈ কুবরা: ৯১৩৯।
বিঃ দ্রঃ স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার উপর বিবেচনা করে ঈমানদার কোনো বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে সাময়িকভাবে বিরতি নেয়ার ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের আলেমদের ফতোয়া রয়েছে তা গবেষণা করতঃ সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে কিন্তু নিষেধ বা অস্বীকার করা হচ্ছে না।

ইস্তেখারার দুয়া ও নিয়ম

কোনো বৈধ বিষয় বা কাজে (যেমন ব্যবসা, সফর, বিয়ে ইত্যাদি ব্যাপারে) ভাল-মন্দ বুঝে উঠতে না পারলে, মনে ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত বা লাভ-লোকসানের দ্বন্দ্ব হলে আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করতে দু'রাকাত নফল সলাত পড়ে নিম্নের দুআ পাঠ করা সুন্নত–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ (...) خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ آجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ»

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা– আক্বদিরু ওয়াতা'লামু ওয়ালা– আ'লামু ওয়া আন্তা আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা (...) খাইরুল লী ফী দীনী ওয়া মাআ'শী ওয়া আ'-ক্বিবাতি আমরী ওয়া আ'-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহ, ফাক্বদুরহু লী, ওয়া ইয়াসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহ। ওয়া ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা (...) শার্রুল লী ফী দীনী ওয়া মাআ'শী ওয়া আ'-ক্বিবাতি আমরী ওয়া আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহ, ফাসরিফহু আন্নী ওয়াসরিফনী আনহু, ওয়াক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না সুম্মা রাদ্দিনী বিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের দ্বারা কল্যাণ প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের দ্বারা শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে অনুগ্রহ ভিক্ষা চাচ্ছি। কেননা তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জানো, আমি জানি না। তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই কাজ (...) আমার জন্য আমার দীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভাল জানো, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও এবং তাতে আমার জন্য আরও বরকত দান করো। আর

যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জানো, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক কল্যাণ আমার জন্য বাস্তবায়িত করো। অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।[১২]

প্রথমে (هذا الأمر) 'হা-যাল আমরা' এর পরে মনে মনে সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে যা নিয়ে ইস্তিখারা করা হচ্ছে। হাদীসে এসেছে–

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে এই দুয়া এমনভাবে শিখাতেন, যেমনভাবে কুরআনের সূরা শিখাতেন।[১৩] আর এখান থেকেই ছোট-বড় সকল কাজেই ইস্তিখারার গুরুত্ব প্রকাশ পায়।

জ্ঞাতব্য: ইস্তিখারার পূর্বে কাজের ভাল-মন্দের কোনো একটা দিকের প্রতি অধিক প্রবণতা থাকলে চলবে না। বরং এই প্রবণতা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি হবে ইস্তিখারার পরেই।

প্রকাশ থাকে যে, সুন্নাতে রাতেবা অথবা তাহিয়্যাতুল মসজিদ অথবা যেকোন ২ রাকাত সুন্নতের পর রাতের অথবা দিনের (নিষিদ্ধ সময় ছাড়া) যেকোন সময়ে উক্ত দুয়া পড়া যায়। উক্ত সলাতের নিয়ম সাধারণ সুন্নত সলাতের মতই। এ সলাতের প্রত্যেক রাকআতে কোন নির্দিষ্ট পঠনীয় সূরা নেই। যেকোন সূরা পড়লেই চলবে। এই সলাত অন্য কারো দ্বারা পড়ানো যায় না। স্বপ্নযোগে স্পষ্ট কিছু দেখাও জরুরি নয়।

---

১২ বুখারী: ৬৩৮২, আবূ দাউদ: ১৫৪০, তিরমিযী: ৪৮০, ইবনে মাজাহ: ১৩৮৩।
১৩ প্রাগুক্ত।

আগে দু'জনকেই বলি

আমার মা বলতেন, বাবা! উলুবনে মুক্তো ছিটিয়ে লাভ নেই। আর তাই অনুরোধ বা কুরআন সুন্নাহর মূল্যবান বাণীর আলোকে সংসার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার আগে দুজনকেই কিছু কথা বলি। মন দিয়ে শোনো।

আমাদের সমাজে ছেলেরা বিয়ের আগে মেয়ের সম্পদ আর চেহারা দেখে। অনুরূপ মেয়েপক্ষও দেখে ধন-সম্পদ। ছেলের ঈমান আকীদা সঠিক কিনা, সলাত পড়ে কিনা, তার চরিত্র কেমন, সে কাদের সাথে চলে, তার অতীত-বর্তমান অবস্থান বা চলাফেরা কেমন কিছুই লক্ষ্য করে না। প্রথমেই প্রশ্ন করে ছেলে কী করে? তার কী আছে? ব্যাস! ছেলে সরকারি চাকরি করে অথবা বিদেশ থাকে এমন সংবাদ শুনলে তো মেয়ে পক্ষ চোখ বন্ধ করে রাজি হয়ে যায়। থাক সে সব কথা।

প্রিয় বোন! তোমাদের বিয়ে 'দীন' দেখেই হয়েছে ধরে নিলাম। এখন কথা হচ্ছে– আল্লাহ ﷻ ও তার রসূল ﷺ সম্পর্কে তোমাদের আকীদা বা বিশ্বাস কী তা আগে জেনে নিতে হবে। আল্লাহ সর্বত্র-সবকিছুতে বিরাজমান, নবী নূরের তৈরি, তিনি সব মিলাদে এসে উপস্থিত হতে পারেন– এসব কুফরি আকীদা নিয়ে যদি স্বামী-স্ত্রীর কেউ সংসার জীবন শুরু করে থাকো তবে আমার এ লেখা তোমাদের জন্য কোন কাজে আসবে বলে মনে করি না। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের দু'জনের যথাযথ নির্ভুল, শিরক ও তাগূত মুক্ত আকীদা ও বিদয়াত মুক্ত আমল থাকতে হবে এটা প্রথম শর্ত।

ঈমানের সাথে কোনো শিরক বা কুফর মিশ্রিত হয়ে ঈমান আনা সত্ত্বেও তোমরা মুশরিক হয়ে গিয়েছ কিনা তা ভাল করে খতিয়ে দেখে নিতে হবে। আমার ভগ্নিপতি কি রেগে যাচ্ছেন? ধৈর্যের সাথে দেখুন, আমাদের রব কী বলেছেন–

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

বহুসংখ্যক মানুষ ঈমান আনে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। [সূরা ইউসুফ, ১২: ১০৬]

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾

যারা ঈমান আনলো, এরপর কুফরি করল, আবার ঈমান আনল, আবার কুফরি করল, এভাবে কুফরিতে অগ্রসর হতে থাকল, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং পথপ্রদর্শন করবেন না। [সূরা নিসা, ৪: ১৩৭]

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং যুলম (অর্থাৎ শিরক) দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি, তারাই নিরাপত্তা লাভ করবে। আর তারাই হলো সঠিক পথপ্রাপ্ত। [সূরা আনয়াম, ৬: ৮২]

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا - أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾

বলো, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হলো সেসব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। অথচ তারা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে। তারা হলো সেসব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের (কাজের) জন্য কোনো মানদন্ড দাঁড় করব না (তাদের এ সব আমল ওজনযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে না)। [সূরা কাহফ, ১৮: ১০৩-১০৫]

দ্বিতীয়ত ঃ সংসার জীবনে পা রাখার আগে ভাবতে হবে, যে মহান আল্লাহর কালিমা বা বিধানের কারণে আমরা পবিত্র এ নিয়ামত পেলাম, সবকিছু একদিন তার সামনে হিসাব দিতে হবে। আল্লাহর ভয়টুকু যদি থাকে তবে সংসার জীবনে কখনও কোনো সমস্যা বা যুলুম-নির্যাতনের কল্পনাও করা যায় না। স্বামী যদি এ কথা মনে রাখে, আমি যা করছি তা কি ঠিক হচ্ছে? স্ত্রীর সাথে যে আচরণ করছি আল্লাহর সামনে তার জবাব দিতে পারব তো?

অনুরূপ স্ত্রীও যদি আল্লাহর কাছে জবাব দেয়ার ভয় রাখে, তবে স্বামীর সাথে কোনদিন খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না। ভুলবশত অন্যায় করে ফেললেও এমনভাবে ক্ষমা চাইবে ও ভালবাসা দিয়ে স্বামীর মন জয় করে নিবে যেন স্বামী কোন কষ্টই পায়নি। তাই আমি তোমাদের উভয়কেই মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় দেখাচ্ছি। তাকিয়ে দেখো রব কী বলছেন–

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হক) চেয়ে থাকো। আর সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [সূরা নিসা, ৪: ১]

তৃতীয়ত ঃ সংসার জীবনে দু'জনকেই ছাড় দেয়ার মন মানসিকতা রাখতে হবে। সংসার জীবন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। শত অর্থ প্রাচুর্য আর সুখ থাকলেও পরীক্ষা আসবেই। সেই কঠিন মুহূর্তে দু'জনকেই উদার মনে কিছু ছাড় দিয়ে সামনে বাড়তে হবে। শুধু পাবার চিন্তা থাকলে সুখী হওয়া যাবে না। দেবার চিন্তাও রাখতে হবে।

স্বামী যদি মনে করে– আমি স্বামী, সুতরাং পা দু'টি লম্বা করে রাখব আর স্ত্রী এসে টিপতে থাকবে। সব সময় সবকিছু রেডি থাকবে আমার সেবায়। একচুল এদিক সেদিক হবে না– তাহলে তো মহা বিপদ। সংসার জীবনে এটা কখনও সম্ভব নয়। কিছু না কিছু ঘাটতি বা ত্রুটি থাকতেই পারে। আবার স্ত্রী যদি মনে করে স্বামী আমার আঁচল ধরে পিছনে পিছনে ঘুরবে। চাওয়া মাত্র আমার শাড়ি-গহনা সবকিছু উপস্থিত থাকবে– তাহলেও বিপদ।

এটুকু কথা মনে রেখো– যদি শুধু পাবার আশা নিয়ে সংসার জীবন শুরু করে থাকো তবে কষ্ট আছে জীবনে। কিছু দিবে, কিছু নিবে। দু'জনে সুখে-দুঃখে হাতে হাত মিলিয়ে সংসারের এ পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করবে। একজনের প্রতি অপরজন যাবতীয় দায়িত্ব আল্লাহর ভয়ে যথার্থভাবে আদায় করবে। এমন মনমানসিকতা যদি থাকে, তবে তোমাদের সাথে দু'কথা বলে লাভ হবে। আর তোমাদের সংসার জীবনও হবে সুখময়। তোমাদের ছোট্ট এ কুটিরটি হবে জান্নাতি সুখ আর ভালবাসার ছায়ায় ঢাকা অন্যরকম একটি নীড়, ইনশা–আল্লাহ। বোন গো! দু'জনকেই সুন্দর মনের মানুষ হতে হবে। হতে হবে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত।

প্রিয় বোন! তোমাকে বলছি–

◈ তোমাকে বলছি-১

দীর্ঘদিন ধরেই ভাবছি তোমাকে একান্ত কিছু কথা বলব। যা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি যতন করে। আজ দুপুরে কলম হাতে নিয়ে লেখা শুরুও করেছিলাম। ঠিক তখন আমার এক আঙ্কেল এসে তার স্ত্রীর ব্যাপারে যা শোনাল তাতে আমার হাতে কলম ধরে রাখা আর সম্ভব হলো না। হৃদয়টা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সারাদিন বার বার চেষ্টা করেও হাতে কলম নিতে পারলাম না। ভাবছিলাম, তোমাদের নিয়ে আর কিছু লিখবই না। আমি জীবনে অনেকবার এমন ঘটনা শুনেছি স্বামীদের মুখ থেকে। তাছাড়া হাতে নাতে প্রমাণও পেয়েছি অনেক। এসব বিষয় স্বামীদের মনে কেমন আঘাত বা ক্ষতের সৃষ্টি করে তা বুঝার মতো অনুভূতি নারী জাতির নেই, তা আমি জানি। তবুও তোমায় কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার শরীর যেন আবার স্থির হয়ে গেল। আমার আঙ্কেলের স্ত্রীর এসব কথা নিজ কানে শুনে পাথরের মত বাকশক্তিহীন হয়ে গেলাম।

কোনো স্ত্রীর এমন ঘটনা স্বামীর মনে কতটুকু ক্ষতের সৃষ্টি করে তা বুঝার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার না থাকলেও এতটুকু বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, আমি শুনেই যদি এমন আঘাত পাই তাহলে একজন স্বামী কতটুকু আঘাত পেতে পারেন?

তোমার হয়ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। জানতে চাচ্ছ, কী করেছে শুনি আপনার আঙ্কেলের স্ত্রী? ঘটনার ভয়াবহতা বা আঘাতের পরিমাণ এতটাই বেশি যে, ব্যক্ত করার কোনো ভাষা আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না? তাহলে বলি শোনো– আমার এ আঙ্কেলের স্ত্রী বিয়ের আগে একজনের সাথে সম্পর্ক করেছিল। উনার তা জানা ছিল না। এখন সে ঐ ছেলের সাথে মোবাইলে গোপনে কথা বলে। এমনসব কথাবার্তা যা আপত্তিকর ও প্রশ্নবিদ্ধ। আর এসবের মোবাইল রেকর্ড পড়েছে উনার হাতে।

বোন! তোমার মুখের ভঙ্গিমায় মনে হচ্ছে, ঘটনাটা তোমার কাছে কিছুই না, তাই না? শোনো, একজন স্বামী যদি জানে বা প্রমাণ পায় তার স্ত্রীর সাথে কারো অবৈধ সম্পর্ক ছিল আর তা এখনও আছে, তাহলে সে যে কতটুকু আঘাত পায় তার আত্মমর্যাদায় কতটুকু লাগে তা বুঝানোর মতো কোন ভাষা নেই। আর সাদা কাগজে কালো কালো দাগে তা কখনো প্রকাশ করাও সম্ভব নয়।

বোন! আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, একজন ঈমানদার পুরুষ কখনও এ বিষয়টি মেনে নিতে পারে না। এটা জঘন্য অপরাধ। তোমার অতীত জীবনে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তবে তাওবাহ্ করে এমনভাবে সংশোধন হয়ে যাও যাতে সংসার জীবনে এসব নিয়ে আগুন জ্বলে সংসার পুড়ে যাওয়ার অভিশাপে জীবন ধ্বংস না হয়। জীবনে কখনও কোনদিন কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বলবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে কঠিন ভাষায় কথা বলবে। তাছাড়া অতীতের প্রেম-প্রীতি নামক ভয়াবহ পাপের চিন্তা ভুলে গিয়ে নতুন জীবন সংসার ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্বামীকেই ভালবাসবে, এটাই দাবি থাকল। আমি যেন স্বামীর চোখের পানি ও মনের আগুন বাকি জীবনে আর না দেখি, যারা স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমের অভিশাপে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাদের স্ত্রীদের হিদায়াত করুন। আমীন! মহান আল্লাহ বলেন−

﴿يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا﴾

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা কোনো সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে (পরপুরুষের সাথে) কথা বলার সময় এমনভবে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার (কুপ্রবৃত্তির) রোগ রয়েছে সে লালায়িত হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। [সূরা আহযাব, ৩৩: ৩২]

আঙ্কেলের সংসার টিকবে কিনা জানি না। তবে উনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কতটুকু আঘাত পেয়েছেন। উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তাতে আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, হয়ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।[১৪] উনার দুঃখ হচ্ছে, যে স্ত্রীকে এত ভালবেসে তার যাবতীয় ভরণ-পোষণ দিয়ে বুকে টেনে নিলাম সে কিনা পরপুরুষের সাথে এমন...?

এখানে আঙ্কেলকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই, আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন কিনা, আপনার নিষিদ্ধ জিনিসে অন্য কেউ হাত দেয়াতে আপনার আত্মমর্যাদায় এতটাই লেগেছে যে, স্ত্রীকে খুন করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমরা যে দিন রাত আল্লাহর নিষিদ্ধ এলাকা বা জিনিসে হাত দিচ্ছি আর তার

---

১৪ আল্লাহর ইচ্ছায় আংকেলের সংসার এখনও টিকে আছে, ফালিল্লাহিল হামদ। −লেখক

স্থানে মিথ্যা সব ইলাহদের স্থান দিয়ে শিরক করছি তাহলে আল্লাহর আত্মমর্যাদায় কতটুকু লাগে? স্ত্রী পরপুরুষকে আপনার জায়গায় বসিয়ে আপনাকে এমন আঘাত দিয়েছে যা আপনি ক্ষমা করতে পারছেন না বা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না, তাহলে আমরা যদি শিরক করি তবে কি করে আল্লাহ ক্ষমা করবেন?

আমি বহুবার বিষয়টি চিন্তা করেছি। স্ত্রী যদি কথা না শোনে বা পরপুরুষের সাথে কথা বলে তাহলে আমাদের মাথায় রক্ত উঠে যায়। আমার সংরক্ষিত জায়গায় অন্যজন কেন হাত দিলো? এটা কখনো মেনে নেয়া যায় না, আমার বৌ কেন পরপুরুষের সাথে হেসে হেসে কথা বলল? কেন? কেন? ওর ক্ষমা নেই। মারাত্মক রাগ আর আঘাত এসে মাথাটা খারাপ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ কি এটা মেনে নিবেন যে, আমরা তাঁর বান্দা হয়ে তাঁর হুকুম অমান্য করব, তার নিষিদ্ধ সীমানায় ঘুরে বেড়াব বা শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব রাখব। বিষয়টি গভীরভাবে ভাবার অনুরোধ রইল।

যে নারী স্বামীর আমানত খেয়ানত করে, স্বামীর খেয়ে-পরে পরপুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে সে নারী তো শুধু নারী জাতিই নয়, গোটা মানব জাতির জন্যে অভিশাপ। আর এসব নারী ঘরে থাকলে আল্লাহর গযব নাযিল হবে আর ঐ স্বামীর দুয়াও কবুল হবে না। কারণ যার ঘরে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী আছে অথচ তাকে বিদায় করে দেয় না, আল্লাহ তার দুয়া কবুল করবেন না। দুশ্চরিত্রা স্ত্রী তো বিদায় করতেই হবে এমনকি রসূলুল্লাহ ﷺ দুশ্চরিত্রা বান্দী-দাসীকেও বিদায় করতে বলেছেন।

তাহলে কথা আর না বাড়িয়ে একটি আয়াত তুলে ধরি। দেখুন– আল্লাহ ﷻ নারী জাতির কিছু মারাত্মক স্বভাব তুলে ধরে তা বর্জনের শর্তে নবীজির কাছে বাইয়াত হওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন। বোন! তুমিও দেখো, এসব ভয়াবহ পাপ তোমার মধ্যে আছে কিনা?

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

হে নবী! যখন মুমিনা নারীরা তোমার কাছে এসে বাইয়াত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, জেনে-শুনে কোনো অপবাদ রটাবে না এবং কোন ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না– তাহলে তুমি তাদের বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। [সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১২]

◈ তোমাকে বলছি-২

অনেক রাত হয়েছে। শরীরটাও বেশ ক্লান্ত। তবুও লেখার চেষ্টা করছি। জানি, কেউ হয়ত লেখাটি সেভাবে গুরুত্ব দিবে না। তবে কতটুকু কষ্ট নিয়ে তোমায় এসব অনুরোধ করছি তা কেবলমাত্র আল্লাহ-ই ভাল জানেন। আল্লাহর জমিনে একজন বোনও যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলতে পারে আর স্বামী সংসার নিয়ে সুখী হতে পারে, তবে রাত জেগে কষ্ট করে এ লেখাটি কিছুটা হলেও স্বার্থক হবে। বোন, আমি তোমাকে পবিত্র কুরআন সুন্নাহ আর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু অনুরোধ করব। অসংখ্য দলিল থাকা সত্ত্বেও তোমার ধৈর্যের কথা চিন্তা করে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্তাকারে কথাগুলো পেশ করার চেষ্টা করব। একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু দলিল তুলে ধরে মনের হাজারো কথা আর কষ্ট থেকে কিছু কথা ব্যক্ত করে একটু হালকা হতে চাই। পারলে দগ্ধ হৃদয় থেকে বলা ভাইয়ের এ *অনুরোধটুকু রেখো*।

যদি তোমার স্বামী আমাকে কোনদিন বলে আমি এমন স্ত্রী পেয়ে ধন্য। তার ভালবাসা আর কাজকর্মে আমার অন্তরাত্মার প্রতিটি স্পন্দন আনন্দিত। তবে তোমার জন্য অশ্রুসিক্ত নয়নে দুয়া করব। আমার জীবনের অনেক বড় একটি চাওয়া হচ্ছে সংসার জীবনে সবাই সুখে থাকুক। কোন স্বামী তার স্ত্রীর কারণে আর কোন স্ত্রী তার স্বামীর কারণে আঘাত পেয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার সামনে অভিযোগ নিয়ে হাজির না হোক। আর জান্নাতি সুখের পরিবর্তে সংসার জীবন জাহান্নামের গর্তে পরিণত না হোক।

বোন! এবার মন দিয়ে কিছু কথা শোনো, কেমন? আমার কিন্তু আজ মন ভাল নেই। মহান আল্লাহ তোমায় সূরা রূমের ২১ নং আয়াতে স্বামীর জন্য শান্তি-সুখের নীড় বলে উল্লেখ করেছেন, তা প্রথমেই মনে রাখবে। যদি স্বামীকে সুখ-ই দিতে না পার তবে তোমার জন্মই ব্যর্থ, ভুলে যেও না। অতীত জীবনে কত কিছুই স্বপ্ন দেখেছো। স্বামী এমন হবে, তেমন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ সব ভুলে যাও।

ভাগ্যের লিখন সুনির্ধারিত। আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নাও। যা পেয়েছ তাতেই খুশি থাকো। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে স্বামীকে আপন করে নাও।

আল্লাহ তোমাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন, সব উজাড় করে দিয়ে স্বামীকে তার সম্পূর্ণ জৈবিক চাহিদা পূরণ করে সুখ-শান্তির নতুন ভূবনে নিয়ে যাও। তোমার পরম ভালবাসা আর একান্ত সংস্পর্শ পেয়ে স্বামী যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। তার জীবনের অতীত দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে সুখের এক অন্যরকম অনুভূতি যেন তার মনকে দোলা দেয়। বোন, সাবধান! আল্লাহ তোমায় যা দিয়েছেন স্বামীকে তা দেয়ার ক্ষেত্রে কোন কৃপণতা বা অবহেলা যেন তোমায় পেয়ে না বসে।

এমন অনেক নাফরমান স্ত্রী আছে যারা স্বামীর জৈবিক চাওয়া পাওয়াকে গুরুত্ব দেয় না। তার একান্ত ডাকে সাড়া দিতে চায় না। এমন অনেক স্ত্রীর অভিযোগও আমার কাছে এসেছে, যারা স্বামীকে গায়ে হাত দিতেও নিষেধ করে। অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। স্বামীকে আঘাত দিয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। বহুরাত-বহুদিন অতিবাহিত হয়, কিন্তু স্বামীর চাওয়া-পাওয়াকে দু'পয়সার দাম দেয় না। বরং উল্টো স্বামীকে গালমন্দ করে বা বাজে মন্তব্য করে। ছি! বোন! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আল্লাহর নিয়ামত। পবিত্র পথে যৌবনের ক্ষুধা নিবারণ আর জীবনের সমস্ত আগুন নিভানোর জন্যই তো এ বিয়ে, এ সংসার। আর তুমি এমন আচরণ করছ? আমি বলতে চাচ্ছি– স্বামীর সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে তার চাওয়া-পাওয়াকে হাসিমুখে পূরণ করা। সবকিছুর আগে স্বামীর হক আদায় করে তার কামনা-বাসনাকে সর্বাত্মকভাবে গুরুত্ব দেয়া। যদি স্বামীর এ দাবিকে অস্বীকার কর বা বিন্দুমাত্র অবহেলা কর স্বামী-স্ত্রীর এ মধুর সম্পর্কের ব্যাপারে স্বামীকে কষ্ট দাও তবে তার পরিণাম কি হবে বা স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া কতটুকু জরুরি তা নীচের হাদীসগুলো থেকে ভালভাবে বুঝে নাও। হাদীসগুলো কয়েকবার পড়ো। নবী ﷺ কী বলেছেন ভাল করে দেখো–

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

কোন স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু স্ত্রী তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, এরপর স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তবে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সে স্ত্রীকে অভিশাপ দেয়।[১৫]

---

১৫ বুখারী: ৫১৫৩, মুসলিম: ৩৬১৪, আবূ দাউদ: ২১৪৩।

আবূ উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَكَارِهُوْنَ

তিন ব্যক্তির সলাত তাদের কানের উপরে উঠে না (কবুল হয় না)। ১. পলাতক ক্রীতদাস। যে নিজের মালিকের নিকট থেকে পলায়ন করেছে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ২. সেই নারী যে স্বামীকে রাগান্বিত রেখে রাত কাটায়। ৩. সেই ইমাম বা নেতা লোকেরা যার ইমামতি বা নেতৃত্ব পছন্দ করে না।[১৬]

মুয়ায বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

কোনো নারী যখন দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার হুরেঈন স্ত্রী বলতে থাকেন, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। উনাকে কষ্ট দিও না। উনি তো তোমার কাছে কয়েক দিনের মেহমান। অচিরেই তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে (জান্নাতে) আগমন করবেন।[১৭]

আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

স্বামী উপস্থিত থাকাবস্থায় নারী যেন তার অনুমতি ছাড়া (নফল) সিয়াম পালন না করে।[১৮]

উক্ত হাদীসটি স্বামীর জৈবিক চাহিদা পূরণের গুরুত্বের দিকেই নির্দেশ করছে। এরপরও যদি স্বামী-স্ত্রীর মিলন বা তার জৈবিক চাহিদার মূল্যায়ন কতটুকু জরুরি তা অনুধাবন করে স্বামীকে সুখী করতে না পার তবে তোমার বিষয়টি মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করছি।

মনে রেখো, একজন পুরুষের যাবতীয় রাগ-গোস্বা, দুঃখ-কষ্ট দূর করে তার মনকে বরফ শীতল করে দেয়ার নিয়ামত আল্লাহ তোমার মধ্যে রেখেছেন।

---

১৬ তিরমিযী: ৩৬০, তাবারানী: ৮০৯৮, মিশকাত: ১১২২।

১৭ তিরমিযী: ১১৭৪, আহমাদ: ২২১০১, মিশকাত: ৩২৫৮।

১৮ বুখারী: ৫১৯২, আবূ দাউদ: ২৪৬০, আহমাদ: ৮১৮৮।

যখন দেখবে স্বামীর অবস্থা বেশি ভাল মনে হচ্ছে না, তখন একান্তভাবে তার কাছে যাও। মন উজাড় করে দিয়ে তাকে সুখের পরশে ঘুমিয়ে রাখো। বোন! আমার কলম হয়ত ব্যর্থ হচ্ছে তোমায় বুঝাতে, তাই বার বার একই কথা বলে চলছি। বিরক্ত হয়ো না বোন! বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলে এত বাক্য ব্যয় করতাম না। আর রসূলুল্লাহ ﷺ-ও এমন ভাষা ব্যবহার করে তোমাকে এত কিছু বলতেন না। বোন! স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে জীবনেও যেন অবহেলা না হয়। এতেই তোমার সার্থকতা।

◈ তোমাকে বলছি-৩

আমি অনেক স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছি, আচ্ছা! স্ত্রীর কোন্ কাজে সবচেয়ে বেশি আঘাত পান? সবাই প্রায় একই উত্তর দিয়েছে– স্ত্রী যখন কথা শোনে না, যেভাবে চলতে বলি, যা করতে বলি বা আমি যা নিষেধ করি তা মানে না। কথায় কথায় তর্ক করে, মুখের উপর কথা বলে এসব বিষয় স্বামীর মনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। কথাগুলো আসলেই সত্য। বাস্তব জীবনে প্রায় সংসারে তা-ই দেখি। স্ত্রী কথা মানে না এ অভিযোগটাই সবচেয়ে বেশি। বোন! আল্লাহকে ভয় করো। স্বামীর উপর কথা বলেছ বা অন্যায়ভাবে তর্ক করেছ, আঘাত দিয়েছ অথবা আদেশ অমান্য করেছ এমন কথা যেন তোমার ব্যাপারে কখনও না শুনি।

আয়াতটি লক্ষ্য করো–

﴿اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا﴾

পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর এজন্যও যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে পুণ্যবতী স্ত্রীরা অনুগত থাকে এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন। যদি তাদের মধ্যে অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পাও, তাদেরকে

সদুপদেশ দাও এবং তাদের সাথে শয্যা বন্ধ করো। তাদেরকে (সঙ্গতভাবে) প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের উপর নির্যাতনের বাহানা খোঁজো না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ। [সূরা নিসা, ৪: ৩৪]

◈ তোমাকে বলছি-৪

মনে করো, সংসারে কোন ঘটনা ঘটল, তোমার কোন দোষ নেই। কিন্তু স্বামী ভুল বুঝে তোমার উপর রাগ দেখালো বা একটু মন্দ আচরণও করে ফেলল। অথচ তুমি কঠিন ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক করে ফেললে। পরে স্বামী নিজেই বুঝতে পারল যে, ভুল তারই ছিল বা তুমিই পরে তার মনের পরিস্থিতি বুঝে সবকিছু বিনয়ের সাথে তুলে ধরলে। অথবা কেউ তাকে বলল, আরে তুমি অযথা বৌকে বকেছ, দোষ তো তার না। তখন দেখবে স্বামী যদি মানুষ হয় তবে তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হবে এবং তোমার প্রতি তার মায়া-মমতা সীমাহীন বেড়ে যাবে। সে তোমায় খুঁজতে থাকবে। তুমি যদি মন খারাপ করে ঘরের কোণে বসে থাক তবে পাশে বসে তোমায় আদর করতে চাইবে। মনে মনে অনুশোচনা করবে আর তোমাকে একান্তভাবে কাছে টেনে নিবে। এমন সময় তোমার করণীয় হচ্ছে নিজেকে স্বামীর বুকে সঁপে দেয়া। পারলে স্বামীর বুকে আশ্রয় নিয়ে কেঁদে কেঁদে বলা– আমায় ভুল বুঝে কেন নিজেই এভাবে কষ্ট পান? আমি আপনাকে কত বেশি ভালবাসি তা হয়ত জানেন না...। বোন আমার, ব্যাস! এতটুকু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যদি দিতে পার, তবে দেখবে– স্বামী তোমায় পাগলের মতো ভালবাসবে।

কিন্তু স্বামী ভুল বুঝে কাছে আসা মাত্রই যদি মুখ ফিরিয়ে নাও বা মুখ বাঁকা করে দশ কথা শুনিয়ে দাও কিংবা তার হাতটা রাগের সাথে সরিয়ে দাও অথবা বেয়াদবের মত স্বামীকে ক্ষমা চাইতে বা নীচু হতে বাধ্য কর, যা করে থাকে অধিকাংশ স্ত্রীরা। তবে তার মন থেকে তোমার ভালবাসা উঠে যাবে। এটা সংসার জীবনে স্ত্রীদের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। তোমার সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তা কামনা করছি। আর প্রথমেই যদি স্বামীর সাথে মুখে মুখে তর্ক শুরু কর, তবে কিল-ঘুষিও খাবে আবার বাপের বাড়িও চলে যাওয়ার পরিস্থিতি হবে। বিষয়টি খেয়াল রাখবে। কেমন?

◈ তোমাকে বলছি-৫

স্বামী যখন বাইরে থেকে ঘরে ফিরবে তখন তুমি তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে যাবে। হাসি-ভরা মুখ নিয়ে তার কাছে গিয়ে ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করতঃ তার খাবার ও অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা করবে। এমন যেন না হয় যে, স্বামী এসে দেখল তুমি ঘরে নেই। অন্য কারো বাড়ি গিয়ে গল্প জুড়িয়ে দিয়েছ অথবা সে ডেকেও তোমাকে পাচ্ছে না। তার হাতের ব্যাগ বা প্রয়োজনীয় কোন কিছুর দিকে তোমার কোন নজরও নেই। যদি স্বামী বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে সামনে না পায় বা এসে মন্দ কিছু দেখে তবে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

মনে করো, তোমাকে বলেছে– অমুক জায়গায় যাবে না। তুমিও কথা দিলে ঠিক আছে, আমি কখনো সেখানে যাব না। কিন্তু তিনি বাড়ি ফিরে দেখতে পেলেন তুমি সেখানে গেছো। তবে স্বামী যে আঘাত পাবে তা কখনো ভুলবার নয়। স্বামী যেখানে নিষেধ করে সেখানে যাবে না। গেলে তিনি সীমাহীন আঘাত পাবেন।

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত এমন কাউকে বাড়িতে প্রবেশ করাবে না যার প্রবেশ করা স্বামী অপছন্দ করে। সহজ কথায়, স্বামী যাদের পছন্দ করে তুমিও তাদের পছন্দ করবে (শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে) আর স্বামী যাদের অপছন্দ করে তুমিও তাদের অপছন্দ করবে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও যাবে না, বা কিছু করবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا﴾

আর তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করো। প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মতো চোখ ঝলসানো প্রদর্শনী করে বেরিও না। আর তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। হে নবীর পরিবার! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করতে। [সূরা আহযাব, ৩৩: ৩৩]

◈ তোমাকে বলছি-৬

নারী জাতির মারাত্মক একটি ভুল হচ্ছে, স্বামী বাড়ি আসা মাত্রই বাড়িতে যা ঘটেছে বা শ্বশুর-শাশুড়ি যা বলেছে, যত ঝগড়াঝাটি হয়েছে তা সত্য-মিথ্যা একত্র করে তিলকে তাল বানিয়ে কেঁদে কেঁদে স্বামীর সামনে পেশ করা। বোন! জীবনে একদিনও যেন এমন ভুল তোমার না হয়। এসব কারণেই স্বামী তার পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের সাথে অন্যায়ভাবে ঝগড়া করে থাকে, এমনকি অনেক ভয়াবহ ঘটনাও ঘটে যায়। সাবধান! তোমার কারণে যদি স্বামী তার বাবা-মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তবে স্বামীর সাথে কিন্তু তোমাকেও জাহান্নামি হতে হবে।

বাড়িতে যা কিছুই হোক না কেন, প্রথমে চেষ্টা করবে যথাসম্ভব গোপন রাখতে। যদি একান্ত প্রয়োজনই হয় তবে তার মাথা যখন ঠান্ডা থাকে তখন আন্তরিকতার সাথে সবার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ রেখেই সত্য বিষয়টি তুলে ধরে স্বামীকে অনুরোধ করে বলবে, স্বামী আমার! মাথা ঠান্ডা রেখে যেভাবে ভাল হয়, আপনি বিষয়টি সেভাবেই সমাধা করবেন। আমার একান্ত অনুরোধ, বাড়ির কেউ যেন কষ্ট না পায়। বিশেষ করে মা-বাবার সাথে কিন্তু খারাপ ব্যবহার করবেন না।

বোন গো! এভাবে বলে দেখো, স্বামী তোমায় বুকে জড়িয়ে নিবে তোমার এমন আন্তরিকতা ও উদারতা দেখে। আর যদি স্বামীকে রাগান্বিত করে তোল, বাড়ির সবার প্রতি বা তোমার শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে মন্দ আচরণ করতে ইন্ধন জোগাও, তোমার কারণে যদি স্বামী মা-বাবার অবাধ্য হয়, তবে স্বামীর পরিণতি কত ভয়াবহ হবে কুরআন-হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে দেখো−

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না। আর তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে

দাও। আর দুয়া করো- হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করো যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। [বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৩-২৪]

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّه وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُه فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ﴾

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। (নির্দেশ দিচ্ছি যে) আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে। [সূরা লুকমান, ৩১: ১৪]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন বলতে লাগলেন, সে ধ্বংস হয়ে গেছে, সে ধ্বংস হয়ে গেছে, সে ধ্বংস হয়ে গেছে...! বলা হলো- হে আল্লাহর রসূল! কে সে? তিনি বললেন, যে তার পিতামাতা দু'জনকে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ (খেদমত করে) জান্নাতবাসী হতে পারলো না।[১৯]

একটি হাদীসে বিশেষভাবে মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন-

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা ও তাদের হক নষ্ট করাকে চিরদিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[২০]

---

১৯ মুসলিম: ৬৬৭৪।
২০ বুখারী: ২৪০৮, ইবনে হিব্বান: ৫৫৫৫।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ

আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা (রা.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সব থেকে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করা, পিতা-মাতার নাফরমানি করা। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, দু'বার করে বললেন এবং ক্রমাগত বলেই চললেন। এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না।[২১]

রসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেন, أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার বাবার।[২২]

◈ তোমাকে বলছি-৭

বোন আমার, তুমি যে বাড়িতে এসেছো যাকে স্বামী হিসেবে পেয়েছো তা সব-ই তো তোমার শ্বশুর-শাশুড়ির তাই না? তুমি তো এ বাড়ি-ভিটা আর স্বামী কোথাও থেকে নিয়ে আসনি বা তোমার স্বামীর মালিকও তুমি নও। তোমার স্বামী ও বাড়ি ঘরের মালিকানা বা অধিকার তো তার বাবা-মায়ের। তাহলে যাদের সম্পদ আর সন্তানের ভাগী তোমাকে করা হলো, তুমি সে বাড়ি আর স্বামী পেয়ে মূল মালিক বাবা-মাকে কিভাবে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ বা পৃথক হয়ে যাচ্ছ তা আমার মাথায় ধরে না। জীবনে পৃথক হওয়ার যত ঘটনা দেখেছি কেবল মনের মধ্যে এ প্রশ্নটাই করেছি– এটা কী করে সম্ভব? যাদের বাড়ি, যাদের ঘর তাদেরকেই আলাদা করে বা নির্বাসনে দেয়া হচ্ছে, এটা কি মানুষের কাজ? এর চেয়ে বড় যুলুম আর কী হতে পারে?

---

২১ বুখারী: ৫৯৭৬, মুসলিম: ২৬৯।

২২ ইবনে মাজাহ: ২২৯১, ইবনে হিব্বান: ৪১০।

যাদের কারণে স্বামী পেয়েছ তাদের কিভাবে ভুলে গেলে? স্বামী আগে নাকি শ্বশুর-শাশুড়ি আগে? যে নৌকা দিয়ে নদী পার হলে সে নৌকাই এখন তোমার কাছে বেশি হয়ে গেল? ছি! কোন সন্তান যদি মা-বাবা রেখে পৃথক হয়ে যায় বা বৌয়ের কারণে তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করে, তবে এ বৌ আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবে?

আমি আরও বেশি অবাক হই, যখন দেখি বাড়িতে মিটিং ডাকা হয় এ জন্য যে, কোন্ ছেলে মা-বাবাকে ভাত দিবে, বাবা-মা কার ঘরে খাবে? ধিক! এসব মিটিং। শত ধিক এমন সন্তানের! কে খাওয়াবে মানে? হে কাপুরুষ সন্তান! কি করে ভুলে গেছ ১০ মাস গর্ভে ধারণ করেছে মা, ২ বছর তার দুধ পান করে বড় হয়েছ, মা-বাবা মিলে আজ ২৫ বছর তোমার লালনপালন করে বড় করে তুলেছে, তোমার জন্য তারা কী না করেছে জীবনে? আর তুমি আজ বৌয়ের কথায় আঙুলের কড় গুণে গুণে হিসাব করছ মাকে কয়দিন খাওয়াবে? তাদের খাওয়াতে হবে না। তারা যে তোমায় ২৫ বছর খাওয়ায়ে বড় করেছে, তা পরিশোধ করো। সমান সমান তো দূরের কথা, তাদের অবদানের ১০০ ভাগের ১ ভাগও যদি পরিশোধ করতে চাও, তবে তাদেরকে বাকি জীবন মাথায় তুলে রাখতে হবে, তবুও ১ ভাগ ঋণও পরিশোধ হবে না।

বোন! আমি আজ ব্যর্থ মনে করছি নিজেকে, তোমাকে হয়ত বুঝাতে পারলাম না। তবে আমি আজ ব্যর্থ হলেও তোমার আদরের দুলাল চাঁদমুখ ঐ ছেলেটি একদিন ঠিকই বুঝাতে পারবে মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি কী জিনিস। অপেক্ষায় থাকো! আজ বাবা-মায়ের সাথে যে ব্যবহার করছ তার পরিণাম একদিন ঠিকই বুঝতে পারবে। আর প্রিয় ভাই, অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছি, তোমরা মায়ের সাথে যা করেছ তা ভেবে। আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত করুন। তোমাদের বিচারের ভার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ন্যস্ত করে কলম তুলে নিলাম।

◈ তোমাকে বলছি-৮

আমি সূরা ইউসুফের ২৮ নং আয়াত– إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (তোমাদের কূট-কৌশল বড়ই কঠিন) যতবার পড়েছি ততবারই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছি– আল্লাহ ﷻ সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াতে বলেছেন, إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا শয়তানের কৌশল-চক্রান্ত অবশ্যই দুর্বল।

তাহলে শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল, আর নারীদের চক্রান্ত কঠিন? ব্যাপারটি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। মিসরের বাদশা তার স্ত্রী যুলাইখার চক্রান্তমূলক ঘটনার প্রেক্ষাপটে যে কথাটি ব্যক্ত করেছিলেন, মহান আল্লাহ আমাদের শিক্ষার জন্য পবিত্র কুরআন মাজীদে তুলে ধরেন।

আয়াতটির মর্ম একটু গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। স্বামী, সংসার, শ্বশুর-শাশুড়িসহ যেকোন বিষয়ে নারীরা যে চক্রান্তের জাল রচনা করতে পারে তা এতটাই শক্তিশালী বা গভীর যে, স্বামী বেচারা জ্ঞানী মানুষ হয়েও নিজেকে সে চক্রান্তের জালে আবদ্ধ করে ফেলেন। ভুলে যান বাড়ির সবার কথা। স্ত্রীর চোখে জল দেখে বীর পুরুষও কাপুরুষের মতো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। স্ত্রীর চক্রান্ত বুঝতে না পেরে মা-বাবাকে পর্যন্ত ভুল বুঝে। এমনকি ভাই-বোনদের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে। আর দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখটিপে হাসতে থাকে স্ত্রী।

বোন, কথাগুলো হয়ত তোমাকে খুব পীড়া দিচ্ছে, তাই না? আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন, আমি তোমার প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা রাখি। কিন্তু আমার বুকে যে অনেক দুঃখ। আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুদের চোখের পানি যে আমার কাছে অনেক ভারী। আমি কিভাবে মেনে নেবো, যে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে বেঈমানি করে পরপুরুষের সাথে পরকীয়া প্রেমে ডুবে থাকে তার ঘটনা। আর বেচারা স্বামীকে মিথ্যা চক্রান্ত বা সাজানো মিথ্যা কথা দিয়ে শান্তনা দেয়ার মর্মান্তিক এসব কাহিনী।

এক স্ত্রীর ঘটনা বলি শোনো :

স্বামী থাকে সৌদি আরবে। ছেলে মেয়েও আছে। কিন্তু মহিলাটি পরপুরুষের সাথে যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত। স্বামীর ঘামঝরা পয়সা দিয়ে শাড়ি-গহনা আর কসমেটিক্স কিনে পরপুরুষের সাথে রাত্রিযাপন আর স্বামীর পাঠানো টাকা সেই পুরুষের হাতে তুলে দেয়ার মত এত বড় যুলুম আর ঘৃণ্য কাজ আমাকে কতটুকু কষ্ট দিচ্ছে তা আমি কী দিয়ে বুঝাবো তোমায়। কারো স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পরপুরুষের সাথে রিক্সায় বসা, নির্জনে পার্কে যাওয়া আর শহরে ঘুরার দৃশ্য নিজ চোখে দেখেছি বহুবার।

তাছাড়া স্বামী বিদেশ আছে আর স্ত্রী অন্য পুরুষদের সাথে প্রেম করছে। ফোনে কি সব বাজে আপত্তিজনক কথাবার্তা বলছে স্বামীর চোখ ফাঁকি দিয়ে। তাহলে এসব নারীদের চক্রান্তের জাল কত শক্তিশালী? শয়তানের চেয়েও কত বেশি

কুবুদ্ধি এদের মাথায়? আল্লাহ কি এমনিতেই এদের চক্রান্তকে মহা-চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন? আমি কি তোমার সাথে অযথাই এত বাক্য ব্যয় করছি? এখন তোমার প্রশ্ন হচ্ছে– আমি কি এমন? না বোন! তুমি আমার অতি স্নেহের, অতি আদরের পুণ্যবতী বোন। আমি কখনো তোমার কাছ থেকে এমন কিছু আশা করি না। আল্লাহ তোমায় রক্ষা করুন। আমি যে তোমায় বড় বেশি ভালবাসি।

আরে বোকা! কাঁদছ কেন? আমি তো এসব কথা বাজে মহিলাদের বলেছি। জানো বোন! আমার জীবনে নারীদের চেয়ে ছলনাময়ী, ভয়ঙ্কর, রাক্ষুসী আর কোনো প্রাণী দেখিনি। কিন্তু ওরা আমার বোন নয়।

◈ তোমাকে বলছি-৯

মহিলাদের একটা রোগ আছে। কথায় কথায় তারা বাপের বাড়ির কথা তুলবেই। কিছু হতে না হতেই বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার হুমকি দিবেই। এখন তো আবার মোবাইলের যুগ। পান থেকে চুন খসে পড়তে দেরি কিন্তু কে কী বলল বা স্বামী কী করল বাপের বাড়ির মানুষের কাছে ফোন দিতে দেরি নেই। ছি! বোন, এসব খুব খারাপ।

স্বামীকে বাপের বাড়ির মানুষের কাছে যারা ছোট করে তারা কি পুণ্যবতী? তাছাড়া যে স্বামী এখন বকেছে সেই তো আবার আদর করবে। একটু পরেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। আর মানুষের মন কি সব সময় এক রকম থাকে? এখন যার কাজে কষ্ট পেয়ে বিচার দিলে একটু পরেই সে এমন ভালবাসা দিতে পারে যা সব কষ্ট দূর করে দিবে। তাহলে বাপের বাড়িতে কথায় কথায় নালিশ দেয়া কি ঠিক? তারা তো ভাববে তোমার স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির লোক অনেক খারাপ। স্বামীর দেয়া কষ্টটাই অনেক কিছু মনে করলে, সে কি কখনো সুখ দেয়নি?

শোনো! জীবনে এমন কিছু করবে না যাতে স্বামী ছোট হয়, মনে রাখবে– স্বামী তোমার কাছে মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক বড়। তার সম্মান রক্ষা করা তোমার ঈমানি দায়িত্ব। তবে আমি বলছি না যে, তোমার মা-বাবা, ভাই-বোনদের ভুলে যাও। তারা তো তোমার রক্ত। অবশ্যই সম্মানের পাত্র। কিন্তু বাপের বাড়িতে বা লোক সমাজে যারা স্বামীকে ছোট করে– তারা কি ভালো মহিলা? পুণ্যবতী স্ত্রী?

আর তাই অনুরোধ করছি– কথায় কথায় বাপের বাড়ির খোটা দিয়ে বা ক্ষমতা প্রকাশ করে স্বামীকে আঘাত দিবে না। আবার কিছু নারী আছে যারা বাপের

বাড়ি থেকে কী এনেছে বা কী খাইয়েছে তা নিয়ে স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়িকে খোটা দেয়। ছি! এমন ছোট নীচু মনের বোনকে আমি কখনো ভালবাসব না। তোমার মন হবে অনেক বড়। কেমন? দেখো আমাদের রব কী বলেন–

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে, অথচ সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী নয়। তার তুলনা সেই মসৃণ পাথরের মত, যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারা স্বীয় কৃত কার্যের ফল কিছুই পাবে না; আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। [সূরা বাকারা, ২: ২৬৪]

◈ তোমাকে বলছি-১০

তোমার ইজ্জত সম্মান আর গঠনগত দিক বিবেচনা করেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ﷻ সংসার থেকে নিয়ে সংসদ পর্যন্ত যাবতীয় নেতৃত্ব বা কঠিন কাজের দায়িত্ব তোমার স্বামীর উপর ন্যস্ত করেছেন। তুমি তার শান্তি-সুখের নীড়। সংসার ও সন্তানসহ স্বামীর সকল প্রকার ভাল কাজে পাশে থাকবে, ভালবাসা পরামর্শ দিয়ে ক্ষেত্র বিশেষ কায়িক শ্রম দিয়ে স্বামীকে সার্বিক সহযোগিতা করবে তা চির সত্য, সুন্দর, চির বাস্তব। আর এ বাস্তবতা স্বীকার করা হয়েছে বলেই তো তুমি তার সহধর্মিনী বা অর্ধাঙ্গিনী। স্বামীর জীবনযুদ্ধে তুমি একজন উত্তম সাথী।

মানব জাতির শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নারী জাতির ভূমিকা বা অবদান কেউ অস্বীকার করেছে? বা অস্বীকার করা যাবে? নারী জাতি ছাড়া পুরুষ জাতির জীবনের কী অর্থই বা থাকবে? আর মানুষ কিভাবে পৃথিবীর মুখ দেখবে? হে বোন! আল্লাহ তোমাদেরকে আমাদের জীবনে নিয়ামতস্বরূপ দান করেছেন।

কথা লম্বা না করে যা বলতে চাচ্ছি সোজাসুজি বলে ফেলি, অনেক সংসারে দেখা যায় মহিলারা বাড়ির সব কিছুর উপর মাতব্বরি করে। স্বামীকে মূল্যায়ন

না করে যেকোন বিষয়ে স্ত্রী-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে। বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মহিলারা যে লোভ আর বাড়াবাড়ির পরিচয় দেয় তা নিতান্তই যুলুম এবং স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্যের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। আল্লাহ তায়ালা যুক্তিসঙ্গত কারণেই স্বামীকে নেতৃত্ব দানের অধিকার দিয়েছেন। তুমি যদি তাতে হাত দাও আর স্বামীর অবাধ্য হয়ে নেতৃত্ব দাবি কর, তবে পরিণতি ভাল হবে না কিন্তু। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে সংসারের সব বিষয়ে যেসব নারীরা স্বামীর উপর মাতব্বরি করছে অন্যায়ভাবে, তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। দেখো কুরআন কী বলে–

﴿اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا﴾

পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর এজন্যও যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে পূণ্যবতী স্ত্রীরা অনুগত থাকে এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে, যা আল্লাহ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন।

যদি তাদের মধ্যে অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পাও, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের সাথে শয্যা বন্ধ করো। তাদেরকে (সঙ্গতভাবে) প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের উপর নির্যাতনের বাহানা খোঁজো না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ। [সূরা নিসা, ৪: ৩৪]

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ – وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে। তাদের পক্ষে জায়েয নয় সে বস্তু গোপন করা, যা তাদের পেটে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তাদের স্বামীরা তাদেরকে উক্ত সময়ের মধ্যে পুনঃ গ্রহণে অধিক হকদার, যদি তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চায় এবং পুরুষদের উপর নারীদেরও হক আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের উপরও হক আছে। অবশ্য নারীদের উপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল। [সূরা বাকারা, ২: ২২৮]

হাদীসটিও ভাল করে দেখো–

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

আবূ বাকরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শ্রুত একটি বাণীর দ্বারা জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন আল্লাহ আমার মহা-উপকার করেছেন। যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শরীক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবূ বাকরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তা হলো– যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এ খবর পৌছল যে, পারস্যবাসী কিসরা-কন্যাকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছে। তখন তিনি বললেন, সে জাতি কক্ষণও সফল হতে পারবে না স্ত্রীলোক যাদের শাসক হয়।[২৩]

◈ তোমাকে বলছি-১১

বিয়ের আগে কত ছেলের সাথে কথা বলেছো, কত সহপাঠী কথিত বন্ধু তোমার ছিল তা জানতে চাচ্ছি না। এ ব্যাপারে কিছু বলতেও চাচ্ছি না। এখনও পরপুরুষের সাথে যেভাবে মিষ্টি স্বরে হাসিভরা মুখে কত সুন্দর করে কথা বলছো– ইসলামে যে এসব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তা নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, বেচারা স্বামীটার সাথে একটু সুন্দর করে হাসিমুখে কথা বললে কি খুব ক্ষতি হবে? পরপুরুষের সাথে মিষ্টি কথা না বলে স্বামীর সাথে বলো, অনেক নেকি হবে। স্বামীর চক্ষু শীতল হবে, মন জুড়াবে।

২৩ বুখারী: ৪৪২৫, ৭০৯৯।

আরেকটা কথা, যেসব নারীরা সেজেগুজে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা মার্কেটে যাচ্ছে অথচ স্বামীর জন্য কখনো তারা একটু সাজসজ্জা করছে না, তুমি কিন্তু বোন তাদের মত হয়ো না। তোমার সব কিছুই স্বামীর জন্য। স্বামীকে যত পার, যেভাবে পার তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ করো। তার জন্য একটু সেজেগুজে আকর্ষণীয়া হয়ে থাকো। ভাল পোশাক পরে তার কাছে যাও। পরপুরুষের সামনে যারা রাণীর মতো উপস্থিত হয় আর স্বামীর সামনে উপস্থিত হয় চাকরাণীর বেশে, তাদের মতো নির্লজ্জ কিন্তু তুমি হয়ো না। এটা আমার অনুরোধ। কেবল স্বামীকেই ভালবাসো। তার মন-প্রাণ জুড়ায় এমন কথা বলো। এমনভাবে চলো যাতে স্বামী খুশি হয়।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা– স্বামীর কাছে কখনো কোনো পরপুরুষের প্রশংসা করবে না। বরং স্বামীর চেহারা, তার পোশাক, তার চলাফেরা সব কিছু নিয়ে প্রশংসা করবে। মানুষের কাছে নিজের স্বামীর ভাল গুণগুলো তুলে ধরে যেসব স্ত্রী স্বামীকে লোক সমাজে উঁচু করে চিরদিন তারা স্বামীর ভালবাসা পায়। কিন্তু লোক সমাজে কোনভাবে স্বামীকে ছোট করে কোন নারী জীবনে সুখী হতে পারেনি।

একটি বিষয় খুব খেয়াল রাখবে, যদি স্বামীর সাথে কোনো আত্মীয় বাড়ি, মার্কেট রাস্তাঘাট অথবা কোনো জায়গায় যাও তবে কখনো তার কথার উপর কথা বলবে না। তার সাথে উচ্চবাক্য ব্যবহার করবে না। এমন কোনো আচরণ করবে না যাতে লোকসমাজে তোমার স্বামী হেয় প্রতিপন্ন হয়। বাড়িতে থাকতেও এমন হবে না তাতো আগেও বলেছি; কিন্তু বাইরে বিষয়টি আরো বেশি খেয়াল রাখবে, যাতে স্বামী তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন অথবা রাস্তাঘাটে তোমার কারণে অপমানিত না হয়।

স্বামীর যেকোন দোষ-ত্রুটি সবসময় গোপন রাখবে। বিশেষ করে লোকসমাজে। কিছু বলতে হলে একা বলবে বা শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে যথার্থভাবে তুলে ধরবে। সাবধান! ভুলেও যেন স্বামীর কোন দোষ তোমার কারণে লোকসমাজে প্রকাশিত হয়ে স্বামী অপমানিত না হয়। আর কথায় কথায় স্বামীর বংশ বা অতীত কিছু নিয়ে তাকে খোঁটা দিবে না। বোন, আশা করি বুঝতে পেরেছ। আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন।

◈ তোমাকে বলছি-১২

বিয়ের আগে অনেক মেয়েরা বলে থাকে, আমি আপনার সব কথা মেনে চলব, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করব, আমার কাজে কেউ কষ্ট পাবে না, আপনাকে কখনো দুঃখ দিব না, আপনি যা বলবেন তাই শুনবো। আপনার সাথে গাছতলায় থাকতে পারব। আপনি পাশে থাকলে সবকিছুই পারব। গাছের পাতা আর পুকুরের জল খেয়ে সংসার করতে পারব ইত্যাদি ইত্যাদি। মাথাটা কেমন যেন চিনচিন করে ব্যথা করছে। কেন জানো? আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই বলে কি জানো? বিয়ের আগে নাকি এসব কথা সব মেয়েরাই বলে। কিন্তু বিয়ের পর তার কিছুই মনে থাকে না। গাছের পাতা তো দূরের কথা, পোলাও-কোরমা মুখে দিয়েও নাকি স্ত্রীর মন ভরানো যায় না। অভাব যখন দরজায় এসে দাঁড়ায় ভালবাসা নাকি তখন জানালা দিয়ে পালায়। আরও কত কথা। আমি এসব শুনে মারাত্মক কষ্ট পাই।

মনে মনে ভাবি, পৃথিবীতে কি এমন নারীর জন্ম হয়নি, যারা এসব কথার জবাব দেবে? এমন কোন নারী কি নেই, যে প্রমাণ করবে অভাব এসে দরজায় কড়া নাড়লেও আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার দেয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব হাসিমুখে। কখনো অভাব নিয়ে স্বামীর কাছে অভিযোগ করব না। সংসারের কোন দুঃখ কষ্ট কারো কাছে প্রকাশ করব না।

বোন! আমার অনেক আশা তুমিই প্রমাণ করবে– এখনো এমন নারী আছে যারা সমাজে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যগুলো ভুল প্রমাণিত করবে। মানুষ সংসার জীবনে খুব বড় হোঁচট খায় অভাব যখন তাকে ধাক্কা দেয়। স্ত্রী-সন্তান কেউ সহজে এ অভাব মেনে নিতে চায় না। বোন! তুমি তাদের মতো হবে না যারা অভাবকে ভয় করেছে। তুমি হবে তাদের মতো হও যারা অভাবকে জয় করেছে। কেমন? আমার বিশ্বাস তুমি পারবে। হ্যাঁ, তোমাকে যে পারতেই হবে।

◈ তোমাকে বলছি-১৩

বোন! স্বামী তোমাকে যা এনে দেয় হাসিমুখে তা গ্রহণ করবে। স্বামী যা দিতে পারে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। স্বামীর সাধ্যের বাইরে কিছু দাবি করবে না। অনেক স্ত্রী আছে যারা অন্যের গায়ে দামি শাড়ি, দামি গহনা দেখে স্বামীর কাছে এসব দাবি করে বসে। আমার এক বন্ধু আছেন, আলেম মানুষ। একদিন বললেন– মুসাফির ভাই, অর্থ-সম্পদ কামাই না করে বিয়ে করবেন না। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন? আপনি একজন আলেম মানুষ, তাছাড়া বিয়ে

করেছেন কওমি মাদরাসায় দাওরা পাশ করা পূণ্যবতী নারীকে। আপনার মুখে এমন কথা! তিনি বললেন– ভাই! যখন আপনার বৌ কারো গায়ে দামি জামা দেখে আপনার কাছেও এমন চেয়ে বসবে তখন না দিতে পারলে কেমন ব্যথা পাবেন তা বুঝানোর মতো না।

আমি তেমন কিছু না বুঝলেও এতটুকু বুঝতে পারলাম যে, নারীদের এমন স্বভাব আছে। এমনকি মাদরাসায় পড়া বা আলেম পরিবারের মেয়েদের মাঝেও অন্যান্য মডার্ন মেয়েদের মতো স্বভাব থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

হে আমার বোন! কখনো এমন নীচু মনের পরিচয় তুমি দিতে পার না। কে কত লক্ষ টাকা দামি শাড়ি পড়েছে তা তোমার দেখার দরকার নেই। তুমি আল্লাহর দেয়া নিয়ামত স্বামী-সন্তান, আর সংসার জীবনের পবিত্র সুখ নিয়ে খুশি থাকবে। ধৈর্য ধারণ করবে। অন্য মহিলারা যদি তোমার জামা দেখে বলেও কিরে, তোর জামাই ভাল একটা জামা-কাপড়ও দেয় না? তখন বুদ্ধিমতির মতো চমৎকার স্বরে বলবে– আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যা দিয়েছেন এতেই খুশি। আমার স্বামীর চেয়ে দামি কিছু নেই। স্বামীর একটু ভালবাসা পেলে আর কিচ্ছু লাগবে না আমার। এমন উত্তর যদি দিতে পার, স্বামীর কলিজা পর্যন্ত জুড়িয়ে যাবে। সে তার সর্ব শক্তি ব্যয় করে তোমার জন্য ভাল কিছু এনে দিবে।

হাদীস থেকে একটি কাহিনী তুলে ধরলাম মন দিয়ে পড়ো।

ইবরাহীম তাঁর পুত্র ইসমাঈল এর বাড়িতে তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আসলেন। কিন্তু ইসমাঈল কে বাড়িতে পেলেন না। তখন তার স্ত্রীকে ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়েছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তরে বলল, আমরা অনেক অভাব আর কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। ইবরাহীম বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি আসলে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, সে যেন তার ঘরের চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়।

যখন ইসমাঈল বাড়ি আসলেন, তখন তিনি তার পিতার আগমনের আভাস পেলেন। তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এরূপ আকৃতির এক বৃদ্ধলোক এসেছিলেন। তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাকে জানালাম যে, আমরা খুব কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি

তোমাকে কোন নসীহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তার সালাম পৌছাই। তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠখানা পরিবর্তন করেন। ইসমাঈল ﷺ বললেন, তিনি আমার পিতা। আর এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। এ কথা বলে ইসমাঈল ﷺ তাকে তালাক দিলেন এবং অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন।

কিছুদিন পর ইবরাহীম ﷺ আবার ইসমাঈল ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন। কিন্তু এবারও ইসমাঈল ﷺ কে বাড়িতে পেলেন না। তিনি পুত্রবধুর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাকে ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়েছেন। ইবরাহীম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন-যাপন ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে উত্তরে বলল, আলহামদু লিল্লাহ! আমরা ভাল ও স্বচ্ছল অবস্থায় আছি।

ইবরাহীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কী? সে উত্তরে বলল, গোশত ও পানি। ইবরাহীম ﷺ দুয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দাও। তারপর ইবরাহীম ﷺ বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি আসলে তাকে আমার সালাম জানাবে। আর বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে।

এরপর ইসমাঈল ﷺ ফিরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কেউ কি এসেছিল? সে বলল, হ্যাঁ, একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধলোক এসেছিল এবং সে তার প্রশংসা করল। তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইসমাঈল ﷺ বললেন, তিনি কি তোমাকে কিছু আদেশ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ, তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল ﷺ বললেন, তিনি আমার পিতা। আর তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি।[২৪]

ওহ! আরেকটা কথা। একটু আগে খালেদ সাইফুল্লাহ ভাই এসে বলল, মুসাফির ভাই! একটা ভুল করে ফেলেছি। আমি বললাম, কী ভুল? তিনি উত্তর

---

২৪ বুখারী: ৩৩৬৪।

দিলেন– বাড়ি গিয়ে দেখি বৌ এমন শর্ট এক জামা পরেছে, দেখে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে কষে একটা থাপ্পড় দিয়েছি আর জামাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছি। আমি বললাম বেশ ভাল করেছেন, তবে মুখে মারেননি তো? কখনো কাউকে মুখে মারবেন না। আপনার বৌয়ের কি কারো সাথে সম্পর্ক আছে? সে কাকে দেখাতে চায় তার সৌন্দর্য? আপনি যদি আট-সাট জামা বা অশ্লীল পোশাক পরাতে পছন্দ না করেন তাহলে তার কি অন্য কোন পুরুষ আছে যাকে তার সৌন্দর্য দেখাতে হবে? ছি! এমন নোংরা কেন অনেক স্ত্রীদের মন?[২৫]

আমি বুঝি না, স্বামী তোমাকে ইসলামি পোশাক ও আদর্শে রাখতে চায় আর তুমি কিনা জাহিলিয়াতের নোংরা ফ্যাশন পছন্দ কর? ফেরাউনের স্ত্রী হয়েও আসিয়া (আলাইহাস সালাম) ইসলাম, আল্লাহ, রসূল পরকাল সব চিনতে পারল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করলেন। আর তুমি একজন ঈমানদার লোকের স্ত্রী হয়েও জাহান্নামি কার্যকলাপ করতে চাও?

বোন আমার! তুমি তোমার স্বামীকে মূল্যায়ন করো। তার পছন্দকেই নিজের পছন্দ মনে করো। বাজার থেকে যা এনে দেয় তাই পছন্দ হয়েছে বলে তার মনকে খুশি করো। এমন বলো না, আপনার চোখ না চুলা! পছন্দ বলতে কিছু আছে আপনার? অমুকের স্বামী কত সুন্দর সুন্দর কাপড় আনে, আর আপনি কী ছাতা নিয়ে এসেছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আমও যাবে, ছালাও যাবে, আর আমার রাত জেগে কষ্ট করে এ লেখাগুলোও জলে যাবে। তবে বাজারে যাওয়ার আগে বলে দিতে পার কেমন জামা তোমার পছন্দ।

◈ তোমাকে বলছি-১৪

কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলতে পারে– স্বামী! সামনে ঈদ। মা-বাবার ভাল কোন জামা নেই। তাছাড়া ছোট বোনটির জামাও পুরাতন হয়ে গেছে। যদিও ঈদ উপলক্ষ্যে দামি মার্কেট লাগবে এটা শরীয়তসম্মত নয়। তবুও তো তাদের জামা-কাপড় দরকার, তাই না? আপনি এক কাজ করুন, আপনার হাতে যা টাকা আছে তা দিয়ে মা-বাবা ও ছোট বোনটির জন্য কিছু কেনাকাটা করুন। আর আপনার লুঙ্গিটাও ছিঁড়ে গেছে, নিজের জন্য একটা লুঙ্গি আনবেন। বাড়ির

---

২৫ তবে স্বামীর কাছে ঘরের ভিতর স্ত্রী স্বামীর রুচিমত যেকোন পোশাক পরতে পারে এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যে বাড়িতে দেবর-ভাসুর বা পরপুরুষ আছে, সেখানে কি সাবধান থাকা দরকার নয়?

সবার গায়ে নতুন জামা দেখলে আমি খুব খুশি হব। সাবধান! আমার জন্য কিছু আনতে হবে না। আমার জামা কাপড় যা আছে আলহামদু লিল্লাহ চলবে। ব্যস! এমন জ্ঞান ও ত্যাগের পরিচয় যদি দিতে পার আর স্বামীও যদি হয় সুন্দর মনের মানুষ তবে তোমায় যে তিনি কোথায় রাখবেন বা কত খুশি হবেন তা বুঝানো যাবে না। তাছাড়া তোমার জন্যও একটি জামা তিনি না এনে পারবেন না।

কিন্তু সমাজের আর দশজন স্ত্রীর মতো যদি নিজের স্বার্থটাই আগে চিন্তা করে শ্বশুর-শাশুড়ি বা স্বামীকে পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড়ে রেখে আনন্দ পেতে চাও, তবে জেনে রেখো তা আনন্দ হবে না; পৃথিবীর সমস্ত তিরস্কার আর অপমান যেন তোমার মুখের উপর এসে পড়বে। তাছাড়া সমাজের কেউ মুখ না খুললেও পাশের বাড়ির মিনহাজের বৃদ্ধা মা এসে তোমায় বিকেল বেলা ভরা মজলিসে এ কথা বলতে কিন্তু ভুল করবে না– কিরে আব্দুর রহমানের মা! তোর শ্বশুর-শাশুড়িকে ঈদে একটা ভাল কাপড়ও দিলি না আর তোর নতুন শাড়ি? ছি!

◈ তোমাকে বলছি-১৫

সংসার জীবনে ছোটখাট কিছু ভুল হতেই পারে। তবে তা যেন বার বার না হয়। যদি কখনো কোনদিন ঝগড়া হয় স্বামীর সাথে বা স্বামী যদি কষ্ট পেয়ে রাগ করে তবে নিজের ভুল স্বীকার করে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইতে দেরি করবে না। মনে রেখ স্বামীর কাছে ক্ষমা চাওয়া স্ত্রীর জন্য ছোট হওয়া বা নীচু হওয়া নয়। কারণ স্বামী তোমার কাছে সম্মানের পাত্র। তার কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। স্বামী ও পড়শিরা তোমার গুণের প্রশংসা করবে। একটি হাদীস শোনাই। মন দিয়ে শোনো। ভাল করে চিন্তা করো কত চমৎকার হাদীস।

আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন্ ধরনের নারী জান্নাতি আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন, তোমাদের জান্নাতি নারীগণ হচ্ছে, স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারিণী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারিণী। তার আনুগত্যের প্রকাশ হচ্ছে, স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত হলে স্বামীর কাছে গিয়ে বলে, এই আমার

হাত, আপনার হাতে সঁপে দিলাম। আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখের পলক ফেলব না।[২৬]

আরেকটি বিষয় খেয়াল রেখো, সংসারে ঝগড়া হলে অনেক রকম কথাই হয়ে থাকে; এসব কিন্তু মনে রাখলে চলবে না। আর রাগের মাথায় কিছু বলবে না। রাগের মাথায় তর্ক করলে এমন কথা মুখে চলে আসতে পারে যা পরে তোমাকে লজ্জিত করবে আর বিচারে তুমি দোষী সাব্যস্ত হবে। সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে কথা খুব কম বলা। যা বলবে ভেবে-চিন্তে বলা। বোন! কুটনী বুড়িদের মতো কুটকুট করে বলতে পারলেই একটা কিছু হয়ে গেলা বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। তোমার কথা দিয়ে পরবর্তীতে তোমাকেই আটকানো হবে। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে গোপনে কেউ কথাগুলো রেকর্ড করে রেখে পরে তোমার স্বামীকে তা শোনাবে বা যার বিরুদ্ধে বলেছো তাকে শোনাবে।

বোন আমার! এটা বাপের বাড়ি নয়, শ্বশুর বাড়ি। খুব সাবধানে পা ফেলবে। দু'টি চোখ, দু'টি কান, মুখ কিন্তু একটি। তাই দেখবে বেশি, শুনবে বেশি, ভাববে বেশি, কিন্তু বলবে কম।

◈তোমাকে বলছি-১৬

লোভ মানুষকে ধ্বংস করে। লোভের কারণে মানুষ সবচেয়ে বেশি অপমানিত হয়। বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার মতো ছোটখাট লোভও মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে অপমানিত করে। বোন! কখনো যেন লোভে পড়ে কিছু না কওে বসো, কেমন? আমি কখনো যেন এসব কথা না শুনি যে, তুমি খাওয়ার ব্যাপারে এমন কোন লোভ করেছ যার কারণে বিচার ডাকা হয়েছে। আর কিছু চুরি...? নাহ, কী সব বাজে ভাবছি? ছি! আমার বোন তো এমন হতেই পারে না। কিছু মনে করো না, আল্লাহর এক বান্দা তার স্ত্রীর একটা নাটক শুনিয়ে ছিলেন। গলার স্বর্ণের চেইন নিজে চুরি করে হারানোর হাস্যকর নাটক। 'হাস্যকর' বললাম ঠিক, কিন্তু ঘটনাটি খুব পীড়া দিয়েছে আমায়, এত ছোট হয় স্ত্রীর মন?

সূরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতটি খুব মনে পড়ছে। সেই ঘটনাটি মাথায় আছে এখনো। আর তাই হয়ত চুরি কথাটি এসে পড়েছে। কিছু মনে করো না।

---

২৬ তাবারানী কাবীরঃ ১১৮, নাসাঈ কুবরাঃ ৯১৩৯।

◈তোমাকে বলছি-১৭

আচ্ছা বোন! তুমি কি জানো স্বামীর মর্যাদা কতটুকু? আমি তো ভুলেই গেছি, আসল কথাই তো এতক্ষণ বলা হয়নি। কোন স্ত্রী যদি জানত স্বামী কী জিনিস, তার মর্যাদা কতটুকু, তবে জীবনেও কখনো তার অবাধ্য হতে পারত না। স্বামীকে কষ্ট দিতে পারত না। যারা স্বামীকে কষ্ট দেয় তারা আসলে জানে না স্বামীর মর্যাদা বা স্বামীর হক কত উপরে। আমি যেহেতু পুরুষ মানুষ, যদি স্বামীর মর্যাদা নিয়ে ওয়ায শুরু করি তাহলে কলম হয়ত আর থামবে না। তাছাড়া তুমি আমাকে সাম্প্রদায়িক (?) বলে চিৎকারও শুরু করতে পার। তার চেয়ে বরং একটি হাদীস পেশ করি। যে হাদীসে বিশ্বজগতের রহমত, শ্রেষ্ঠ স্বামী, মানবতা আর নারী মুক্তির কান্ডারী নবী মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন স্বামীর মর্যাদা কত উপরে। বিশ্বনবী ﷺ বলেন–

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

গাইরুল্লাহকে সাজদা করার জন্য আমি যদি কাউকে আদেশ করতাম তবে নারীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে। শপথ সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, কোন নারী তার রবের হক আদায় করতে পারবে না যে পর্যন্ত সে তার স্বামীর যাবতীয় হক আদায় না করবে।[২৭]

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ كَيْفَ أَنْتِ. لَهُ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ

হুসাইন বিন হিমসান رضي الله عنه বলেন, আমার ফুফু আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। একদা তিনি নবী ﷺ এর কাছে কোন প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। প্রয়োজন শেষ হলে নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি স্বামী আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার জন্য তুমি কেমন স্ত্রী? আমি বললাম, একান্ত

---

২৭ ইবনে মাজাহ: ১৮৫৩।

অপারগ না হলে তার খেদমত করতে কোন ত্রুটি করি না। তিনি বললেন, ভালভাবে খেয়াল রাখবে, তুমি তার কিরূপ খেদমত করছ। কেননা সে-ই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।[২৮]

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৯]

◈ তোমাকে বলছি-১৮

আল্লাহর এক বান্দা বিয়ের পর কোন এক কারণে শ্বশুর বাড়ি থাকে। অর্থাৎ ঘরজামাই আর কি। একদিন সকালে এসে আমার কাছে মন খারাপ করে বলছে, আব্দুল্লাহ ভাই! কি আর বলব, মনটা খুব খারাপ। আপনি নিষেধ করেছেন বৌকে মারতে বা ঝগড়া করতে। কিন্তু সহ্য করতে না পেরে আজ নিজের মাথায় মগ দিয়ে নিজেই মেরেছি। মাথায় মগ মারতে মারতে মগও ভেঙেছি আবার ঘরের অনেক কিছুই নষ্ট করেছি।

প্রশ্ন করলাম, আপনার দুঃখটা কী বলুন তো? বেচারা বলতে লাগলো– অনেক কথা ভাই। আমার বৌ যেসব ব্যবহার করে তা বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নেই। তাছাড়া এসব লজ্জার কথা স্বামী হয়ে বলিইবা কি করে। তবে আপনি বন্ধু হলেও আপনাকে আমি উস্তাদের মতই মনে করি। তাই দু'একটি কথা বলি। আমার বৌ কথায় কথায় আমাকে 'তুই' ভাষা ব্যবহার করে এমন গালমন্দ করে যা আমি সইতে পারি না। স্বামী হয়ে বৌয়ের মুখে তুই-তাই শোনা আর শ্বশুর বাড়িতে এভাবে অপমান হওয়ার চেয়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়া অনেক ভাল। বৌ তো কখনও কোন কথা মানেই না বরং যা ব্যবহার করে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

এখন এ বন্ধুকে কী বলে শান্তনা দেয়া যেতে পারে তা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই। হে আদরের বোন আমার! যদি বল তিনি কেন শ্বশুর বাড়ি থাকেন? হ্যাঁ, আমিও তাকে অনেকবার বলেছি। সে চেষ্টা করছে চলে যেতে। কিন্তু তাকে তার বৌ যেতেও দেয় না আবার ভাল আচরণও করে না।

---

২৮ আহমাদ: ১৯০০৩।

২৯ তিরমিযী: ১১৬১, ইবনে মাজাহ: ১৮৫৪।

বোন গো! আল্লাহর জমিনে এভাবে কত অসহায় স্বামী যে স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ি কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তা বলতে গেলে অনেক সময়ের দরকার। আজ না হয় আর সামনে না বাড়লাম। কিন্তু স্ত্রী হয়ে 'তুই' ভাষাটা স্বামীর উপর কতটুকু শোভা পায় তা বিচারের ভার তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। যেহেতু তুই, তুমি, আপনি– এসব সম্বোধন আমাদের দেশে ব্যক্তি বিশেষ ব্যবহৃত হয়, যদিও ইংরেজি আরবিসহ অনেক ভাষাতেই এসবের পার্থক্য নেই। সমাজে একশ্রেণির স্ত্রী আছে, যারা স্বামীকে আঘাত দিতে পারলে বা ছোট করতে পারলে নিজেকে খুব বড় মনে করে। এরা কী জীবনের প্রকৃত সুখ পায়?

বোন! তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমার শ্রদ্ধেয় বাংলা শিক্ষক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ একদিন ক্লাসে আফসোস করে বলছিলেন–

> সমাজের অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রী কেবল সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে সংসার করছে। সংসার নামক জগতটি তাদের কাছে আসলে জাহান্নাম!

হে আমার বোন, তোমার কারণে কারো সংসার যেন জাহান্নাম না হয়।

◈ তোমাকে বলছি-১৯

কথায় কথায় কসম খাওয়া, মা-বাবার মাথা খাওয়া, আল্লাহর কসম বলা এসব বাজে স্বভাব আছে অনেক মহিলাদের। তাছাড়া ঝগড়া লাগলে গালমন্দ করা, কথা দিয়ে বরখেলাপ করা, আমানত রাখলে খেয়ানত করা[৩০] মিথ্যা বলা ইত্যাদি অনেক স্বভাব আছে মহিলাদের যার অধিকাংশই মিলে যায় মুনাফিকদের আলামতের সাথে।

আল্লাহকে ভয় করে এসব পরিহার করবে। স্বামীর সাথে যেন খেয়ানত না হয়। মনে রেখো, কোন রিকশাচালকও যদি বাড়ি ফিরে দেখে তার বৌ কারো সাথে হেসে হেসে কথা বলছে তাহলে তার আত্মমর্যাদায় এতটাই লাগে যে, তার ইচ্ছে হয় বৌকে খুন করে ফেলতে। বারবার সতর্ক করছি, স্বামীর স্থানে কাউকে স্থান দিও না। এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আর কথায় কথায় কসম করবে না। হাদীসে নিষেধ আছে।

---

৩০ স্বামী ছাড়া পরপুরুষের সাথে কিছু করা কি খেয়ানত নয়?

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّه أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ

ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কে একদিন আরোহীর মাঝে এমন সময় পেলেন, যখন তিনি তাঁর পিতার নামে শপথ করছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উচ্চস্বরে তাদের বললেন, জেনে রাখো! আল্লাহ তোমাদের নিজের পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কাউকে শপথ করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে, তা না হলে সে যেন চুপ থাকে।[৩১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।[৩২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে। ২. কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালাগালি দেয়।[৩৩]

---

৩১ বুখারী: ৬১০৮, মুজামুল আওসাত: ৩৮২।

৩২ বুখারী: ৩৩, মুসলিম: ২২০, আহমাদ: ৮৬৭০।

৩৩ বুখারী: ৩৪, মুসলিম: ২১৯, ইবনে হিব্বান: ২৫৪।

◈ তোমাকে বলছি-২০

বোন! আমি খুব সমস্যায় পড়ে যাচ্ছি। বিবেক আমাকে পেরেশান করে ফেলছে। কেন আমি পর্দা নিয়ে কথা বলছি না। অথচ পারিবারিক জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত নারী-পুরুষের জন্য পর্দা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান। আচ্ছা তুমিই বলো, সব বিষয় নিয়ে কথা বলা কি সম্ভব? পাঠক বিরক্ত হবে না! পর্দা একটি ফরয বিধান তা কার জানা না আছে? তাছাড়া এ ব্যাপারে বাজারে কত বই-পুস্তকই ছাপা হয়েছে।

বোন! আমি তোমাকে ও তোমার স্বামীকে (যদিও স্বামীকে নিয়ে পরে কথা হবে ইনশাআল্লাহ) পবিত্র কুরআন থেকে সূরা নূর, আহযাব, হুজুরাত ইত্যাদি সূরা খুব মনোযোগ দিয়ে তাফসীরসহ পড়ার অনুরোধ করছি। তাছাড়া পর্দা সংক্রান্ত অনেক ভাল ভাল বই আছে, পড়ে নিও কেমন? আমি শুধু এতটুকু বলে রাখি, পর্দা মহান আল্লাহর এমন একটি ফরয বিধান যা পালন না করলে সংসার জীবনে সুখী হওয়া কখনো কল্পনাও করা যায় না। সমাজে যত কেলেঙ্কারি ঘটনা ঘটছে, যত ছেলেমেয়ে অবৈধ সম্পর্ক আর যিনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হচ্ছে, বিশেষ করে একজনের স্ত্রী অন্য জনের হাত ধরে চলে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ঘটছে পর্দা নামক বিধান লঙ্ঘনের কারণেই।

পর্দা এমন একটি দরজা যা খুলে রেখে যত উপদেশ আর দুয়া-কালাম পড়া হোক না কেন স্ত্রী চুরি হবেই। দু'পাওয়ালা শয়তানদের হাতে পড়বেই। অতএব আল্লাহকে ভয় করে পর্দার পরিপূর্ণ চর্চা যেন তোমরা শুরু কর এই দাবি থাকল। মনে রাখবে, কখনো স্বামীর বন্ধু ও বেগানা আত্মীয়ের সামনে যাবে না। পরপুরুষের সাথে সফরে যাবে না। যাদের মেয়ে বা স্ত্রীরা বেগানা কারো সাথে আসা-যাওয়া করে তারা অপমানিত হবে নিশ্চিত। একান্ত প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলবে (কড়া স্বরে) আর বাচ্চাদের দিয়ে বা পর্দার পরিবেশ রক্ষা করে তাদের মেহমানদারি করবে, যদি স্বামী-শ্বশুর কেউ বাড়িতে না থাকে। জীবনে ভুলেও কখনো কোন বেগানা পুরুষদের সাথে দরকার ছাড়া একটা কথাও বলবে না। একান্ত কারণে কড়া স্বরে শুধু দরকারি কথাটুকু আড়াল থেকে বলবে। স্বামীর ফোন বা নিজের ফোনে পরপুরুষদের কল রিসিভ করবে না। অপরিচিত পুরুষকণ্ঠ পাওয়া মাত্রই ফোন রেখে দিবে বা কাউকে দিয়ে রিসিভ করাবে।

আমার এক বন্ধু এখনো ভুলতে পারছে না তার বৌ একজনের সাথে ফোনে কথা বলেছে এ আঘাতটুকু। বিষয়টি আসলেই অন্যরকম। আমি আর কথা না বাড়িয়ে দুয়েকটি আয়াত ও হাদীস পেশ করছি, যা পর্দার গুরুত্ব বহন করছে–

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

মুমিনদের বলো, তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে। আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত। আর ঈমানদার নারীদেরকেও বলে দাও, তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে। আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে এবং তাদের শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে, যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা মুমিন, ২৪: ৩০-৩১]

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ

الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا﴾

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে পর পুরুষের সঙ্গে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করো, প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মতো চোখ ঝলসানো প্রদর্শনী করে বাইরে বেরিও না।

তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। হে নবীর পরিবার! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পবিত্র ও নিষ্কলংক করতে। [সূরা আহযাব, ৩৩: ৩২-৩৩]

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّآ أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ إِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ إِنٰهُ وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللهِ وَلَآ أَنْ تَنْكِحُوْٓا أَزْوَاجَه مِنْۢ بَعْدِه أَبَدًا إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا﴾

তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোনো! নবীগৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় খাদ্য গ্রহণের জন্য, (আগেভাগেই এসে পড়ো না) খাদ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করে যেন বসে থাকতে না হয়। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করো। এরপর তোমাদের খাওয়া শেষ হলে তোমরা চলে যাও। কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যেয়ো না। তোমাদের এ কাজ নবীকে কষ্ট দেয়। তিনি তোমাদেরকে (উঠে যাওয়ার জন্য বলতে) লজ্জাবোধ করে, আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা যখন তার স্ত্রীগণের নিকট কোন কিছু চাও, তখন পর্দার আড়াল হতে তাদের কাছে চাও। এটাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতর। তোমাদের জন্য আল্লাহর

রসূলকে কষ্ট দেয়া সঙ্গত নয়। আর তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য কক্ষণও বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা মহা অপরাধ। [সূরা আহযাব, ৩৩: ৫৩]

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে আর মুমিনদের নারীদেরকে বলে দাও– তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ির বাইরে যায়), এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আহযাব, ৩৩: ৫৯]

﴿يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا إِنَّه يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُه مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾

হে আদম সন্তান! শয়ত্বান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় ফেলতে না পারে যেমনভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে তাদের পরস্পরকে লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য তাদের দেহ হতে পোষাক খুলিয়ে ফেলেছিল। সে আর তার সাথীরা তোমাদেরকে এমনভাবে দেখতে পায় যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না তাদের জন্য আমি শয়ত্বানকে অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি। [সূরা আরাফ, ৭: ২৭]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

জাহান্নামবাসী দু'টি দল রয়েছে। যাদেরকে আমি এখনও দেখিনি। একদল হবে এমনসব লোক যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মতো লাঠি। যা দিয়ে তারা

মানুষকে অত্যাচার করবে। আর অন্য দলটি হবে এমন নারী যারা পোষাক পরেও উলঙ্গ থাকবে। তারা হবে আকর্ষণীয়া এবং নিজেরাও আকৃষ্টা। তাদের মাথা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। তারা জান্নাত পাবে না। এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়।[৩৪]

◈ তোমাকে বলছি-২১

সন্দেহ থেকেই অবিশ্বাসের জন্ম হয়। আর অবিশ্বাস যখন চরম সীমায় পৌঁছে যায় তখনই ঘটে ভালবাসার অপমৃত্যু। তোমার ভাইয়ের এ কথাটুকু কখনো ভুলে যেও না বোন! স্বামীকে সামান্য কিছুতেই সন্দেহ করো না। আর তিনিও যেন এরূপ না করেন। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিশ্বাসের শক্ত বন্ধন না থাকলে সংসার জীবনে সুখী হওয়া যায় না।

মনে রেখো, ভালবাসা বেঁচে থাকে বিশ্বাসের উপর ভর করে, বিশ্বাস ছাড়া ভালবাসা টিকে না। দু'জন দু'জনের প্রতি সীমাহীন বিশ্বাস রাখবে, কখনো ভুল বুঝবে না। কারো লাগানো কথায় কেউ কাউকে অবিশ্বাস করে বসবে না। ভালবাসা আর সংসার জীবন কিন্তু কচু পাতার পানির মত নয় যে, সামান্য বাতাসেই পড়ে যাবে। আর জীবনে কখনো স্বামীর সাথে মিথ্যা বলবে না। প্রতারণা করবে না সামান্যতম। কারণ যদি তিনি কখনো বুঝতে পারেন তুমি তার সাথে মিথ্যা বলেছ বা ধোঁকা দিয়েছ তবে কাঁচ ভেঙে গেলে যেমন জোড়া লাগে না, জোড়া লাগলেও দাগ থেকে যায়; অনুরূপ বাকি জীবনে স্বামী তোমায় কোনদিন আর বিশ্বাস করতে পারবে না।

তোমরা হয়ত জানো না, পুরুষদের মন কত বড়। স্বামীর কাছে সব খুলে বলে ক্ষমা চাইলে তিনি কখনো ছোট মনের পরিচয় দিবেন না। এটা আমার বিশ্বাস। কারণ, পবিত্র কুরআনের সূত্র প্রমাণ করে পুরুষ মাত্রই স্ত্রীলোকদের প্রতি মারাত্মক দুর্বল। সুতরাং সাবধান! মিথ্যা বলবে না। সন্দেহ করে মধুর ভালবাসার সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ৬-৭ মাসের বেশি স্বামী-স্ত্রী পৃথক ছিল এমনকি সংসার ভেঙে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল আমার খুব কাছের এক বন্ধুর। আল্লাহর দয়া, দীর্ঘ ৬-৭ মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের আবার একঘরে পাঠিয়েছি। ফালিল্লাহিল হামদ।

---

৩৪ মুসলিম: ৫৭০৪, ইবনে হিব্বান: ৭৪৬১।

বন্ধুর বৌ আমার বন্ধুটিকে সীমাহীন ভালবাসে। কিন্তু তার সন্দেহ– স্বামী না জানি কার সাথে সম্পর্ক করে, না জানি কে তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়– ইত্যাদি সব বাজে চিন্তা। তোমার মনে যেন এসব চিন্তা না আসে। তাছাড়া স্বামীর আদেশ অমান্য করে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার কারণে কত সংসার যে ভাঙার পর্যায়ে চলে যায় তা হিসাবের বাইরে। তুমি হয়ত আমায় ভুল বুঝছ। আমি কিন্তু সারাজীবন তোমার পক্ষে কথা বলেছি। আমার সব বন্ধুরা দুঃখ করে বলত, আপনার কাছে বিচার দিয়ে লাভ কী? আপনি তো কেবল আমাদের দোষই বলবেন। তাহলে ভুল বুঝা, সন্দেহ করা, অবিশ্বাস করা বা কাউকে বিশেষ করে পূণ্যবতী কোন নারীকে অপবাদ দেয়া-এসব মারাত্মক ভাইরাস বা রোগ যা সংসার জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। তুমি সব সময় যাচাই-বাছাই করে কথা বলবে আর পবিত্র কুরআনের এসব বিধানের দিকে নজর রাখবে, হ্যাঁ? দেখো রব আমাদের কী বলছেন–

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাকো। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা অন্যের দোষ খোঁজাখুঁজি করো না। একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো সেটাকে ঘৃণাই করে থাক। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ খুব বেশি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু। [সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১২]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَٰفِلَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যারা সতী-সাধ্বী, সহজ-সরল ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত আর তাদের জন্য আছে গুরুতর শাস্তি। [সূরা নূর, ২৪: ২৩]

◈ তোমাকে বলছি-২২

প্রিয় বোন আমার! তুমি কি জানো, এ পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বস্তুটি যে তুমি। হীরা, জহরত, মণি-মুক্তা, স্বর্ণ-রূপাকে আল্লাহর রসূল ﷺ সবচেয়ে দামি না বলে একজন পূণ্যবতী নারীকে দামি বলেছেন, তাহলে তুমি কি পার না তোমার স্বামীকে সবচেয়ে ধনী মানুষ বানাতে? কেন বুঝ না! তুমি পুণ্যবতী হলে কুঁড়ে ঘরে বসবাস করেও তোমার স্বামী হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী। আফসোস! নারী জাতি জানে না তারা কত বড় দামি বস্তু! জানলে কখনো এমন বেপর্দা আর অনৈসলামিক কাজ করতে পারত না! হাদীসটি দেখো– আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

পৃথিবীটা হচ্ছে ভোগের বস্তু। আর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে নেককার স্ত্রী।[৩৫]

◈ তোমাকে বলছি-২৩

পবিত্র কুরআন পড়তে গিয়ে যখন এ আয়াতটি দেখি–

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

আমি বহু সংখ্যক জীন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে শোনে না। তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো। বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট। তারা একেবারেই উদাসীন। [সূরা আরাফ, ৭: ১৭৯]

তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। খুব দুঃখ হয়, মানব ও জীন জাতির বেশি সংখ্যক জাহান্নামি হবে। ভয়ে দুচোখে পানি চলে আসে আর দুয়া করি হে আল্লাহ আমাদের জাহান্নামে দিও না। কিন্তু সহীহুল বুখারীর এই হাদীসটি পড়লে আরও বিমূর্ষ হয়ে যাই–

---

৩৫ মুসলিম: ৩৭১৬, আহমাদ: ৬৫৬৭।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সলাত আদায়ের জন্য আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি নারীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে নারীসমাজ! তোমরা সদকা করতে থাকো। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে, হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, কারণ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও।

বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন, আমাদের দীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দীনের ত্রুটি।[৩৬]

আমি মায়ের জাতিকে প্রচন্ড ভালবাসি, আর কে না ভালবাসে তোমাদের বলো? কিন্তু কেন, কেন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই মানব জাতির মধ্যে আবার তোমাদেরকেই বেশি জাহান্নামি দেখলেন? বলো, কেন?

---

৩৬ বুখারী: ৩০৪, মিশকাত: ১৯।

বোন! আমার প্রাণপ্রিয় মা আর প্রিয়তমা স্ত্রী যদি জাহান্নামি হয় তবে আমি তা কিভাবে মেনে নিতে পারি? হে আমার মায়ের জাতি! তোমরা কি পারবে না, যে দোষের কারণে আল্লাহর রসূল ﷺ তোমাদের জাহান্নামি বলেছেন তা বর্জন করতে? তোমাদেরকে পারতেই হবে। যে জাতিকে এত ভালবাসি এত শ্রদ্ধা করি সে জাতিকে জাহান্নামি দেখতে পারব না।

মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ তোমাদের এত বেশি ভালবাসলেন, এত বেশি মর্যাদা দান করলেন, অথচ কেন সামান্য এসব দোষক্রটি বর্জন করে সৃষ্টিকর্তার কথা মূল্যায়ন করতে পারবে না? চির নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতি নারী তোমাদের হতেই হবে। আমি আর সামনে বাড়তে চাই না। মনটা বেশ খারাপ। উপরের হাদীসটি বার বার পড়ো, আর জাহান্নামি হওয়ার দোষগুলো বর্জন করো।

◈ তোমাকে বলছি-২৪

আমার আরেক বন্ধুকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আমার বোন কি রান্নাবান্না করতে পারে? কারণ আমার আদরের বোনটি তো বিয়ের আগে তেমন কোন কাজই জানত না। ও তো খুব আদরের ছিল। অবশ্য মায়ের উচিত মেয়েকে সাংসারিক সব কাজে আগেই হাত পাকা করে দেয়া, যাতে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে কথা শুনতে না হয়। যাহোক বন্ধু আমায় বললেন, আরে ভাই! আপনার বোনের কথা কী আর বলব। মনোযোগ দিয়ে রান্না করলে তো ভালই হয়। কারণ আমাদের বাড়িতে খুব ভাল রান্না জানা ভাবী আছে। কিন্তু গ্যাসের চুলার উপর রান্না বসিয়ে দিয়ে তিন জা মিলে টিভি ছেড়ে সিরিয়াল দেখা শুরু করে। কিসের রান্না! কিসের কী!! টিভির নেশায় এতটাই মত্ত থাকে যে, মনে হয় মালাকুল মওত আসলেও বলবে– এত মজার নাটক ছেড়ে কি আসা যায়? একটু পরে আসেন, আমরা পর্বটা শেষ করি।

বোন! তুমি আগে সর্বদা স্বপ্ন দেখতে আমরা একসাথে জান্নাতে থাকব। কী এক ঈমানি পরিবেশে নিজেকে গড়ে তুলেছিলে তা হয়ত আজ ভুলে গেছ। স্বামী-সংসার, সীমাহীন অর্থ সম্পদ, ভোগ-বিলাস আর সুখের সাগরে ভেসে ভুলে গেছ মহান আল্লাহ, ইসলামের আদর্শ, নির্যাতিত মুসলিম মা-বোনদের বুকফাটা কান্না আর শত আদম সন্তানের ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা। অতীতের সব কিছুই যে ভুলে গেছ তা নিয়ে দুঃখ করার মতো শক্তিটুকুও আজ আমার নেই। দিন-রাত টিভি, মোবাইল, ফেসবুক আর সংসারের ব্যস্ততার মাঝে অতীতের

ঈমান, আখলাক, পর্দা আর বাকি ইবাদাতগুলোও ভুলে গেছ তা নিয়েও আজ কিছু বলতে চাই না। শুধু এটুকু বলি– যদি কখনো সময় পাও তাহলে তোমার সুখের বাসর থেকে বের হয়ে গভীর রাতে একটু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো; কেউ এখনও তোমায় ডাকছেন। কে জানো? তোমার আমার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তাঁকে একটু স্মরণ করো। এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেয়ো না সেই রবের কথা, যিনি তোমাকে দান করেছেন এতসব নিয়ামত।

আমার এ উপদেশখানা শুনে তিরস্কারের হাসি হেসে প্রচন্ড রাগের সাথে বলতে চাচ্ছ– কারো উপদেশ শুনতে চাই না, শোনার সময় ও ইচ্ছে আমার নেই। তাই না? হ্যাঁ, আমিও জানি। আর জানি বলেই তো পাথরের মতো বোবা হয়ে গেছি। কাউকে কিছু বলি না। তোমাকে আর কী বলব, আমি কি নিজেকে বা নিজের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের সবাইকে পেরেছি দীনের পথে আনতে? পারিনি। আমি জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া এক সৈনিক।

তোমার আরো প্রশ্ন আমি কি একাই টিভি দেখি? আপনার আরো কত প্রিয় মানুষেরাও তো দেখে। হ্যাঁ বোন, আমি সব জানি। এই টিভি আর মোবাইল আমাকে কতটুকু আঘাত দিয়েছে তা মাপার যদি কোন যন্ত্র থাকত তবে হয়ত সে যন্ত্রটাও আঘাতের পরিমাণ সহ্য করতে না পেরে ফিউজ হয়ে যেত। থাক সেসব কথা। তুমি স্বামী সংসারের প্রতি যত্ন না নিয়ে টিভি দেখ দিন-রাত, এ কথা শুনে নিজেকে সামলাতে না পেরে দু'কথা বলে ফেলেছি। দুঃখিত! কিছু মনে করো না।

বোন জানো? টিভি, মোবাইল এখন এমন এক ভয়ংকর অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আমার সাজানো বাগানকে তছনছ করে দিয়েছে। যেসব ছাত্র-ছাত্রীকে হৃদয়ের সবটুকু আন্তরিকতা ও ভালবাসা দিয়ে ইসলামের আদর্শে আদর্শিত করে ইসলামের বাগান সাজিয়ে ছিলাম এই রাক্ষুসী মিডিয়ার গযবে আমার সব আজ হারিয়ে গেছে। ঈমান বিধ্বংসী এসব মিডিয়াকে এতটাই আকর্ষণীয় করে তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে যে, কোনভাবেই পারিনি তাদেরকে আগলে রাখতে। তারা আজ নষ্ট সংস্কৃতির ঝড়ে হারিয়ে গেছে অজানা দেশে।

তবে আমি নিরাশ নই। আজও পথ চেয়ে বসে আছি। হয়ত তারা ফিরে আসবে। আমি তাদের নিয়ে চিরস্থায়ী বাড়িতে ফিরে যেতে চাই। তারা যখন বুঝতে পারবে– মুসলিম সমাজ কিভাবে পশ্চিমা ও হিন্দুয়ানা সংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে জাহান্নামে চলে যাচ্ছে, কিভাবে যুব সমাজের লেখাপড়া, সলাত-সিয়াম,

ঈমান-ইজ্জত সব নষ্ট হচ্ছে, সলাতে দেহ থাকলেও মন ও অন্তরের চোখ কিভাবে পড়ে আছে ভারত আর নোংরা সব দেশের নগ্ন আর বিধর্মী সংস্কৃতির উপর; তারা যখন বুঝবে টিভি দেখে দেখে আল্লাহর ভয় আর স্বভাব চরিত্র কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন হয়তো ফিরে আসবে।

টিভি দেখে কত যুবক-যুবতী বা ছাত্র-ছাত্রী প্রেমের মিথ্যা চোরাবালিতে পা দিয়ে সব হারিয়ে দিশেহারা হচ্ছে। কত সময় আর অর্থ নষ্ট হচ্ছে। মুসলিম মা বোনদের ইজ্জত আর লাখো মুসলিম যুবকের রক্তের উপর মঞ্চ তৈরি করে অশ্লীল অনুষ্ঠানের দৃশ্য আমাদের উপহার দিচ্ছে। আমার প্রাণপ্রিয় মুসলিম উম্মাহ যখন বুঝবে রবের আদেশ অমান্য করে ইসলাম, মানবতা আর সভ্যতার চিরশত্রু দু'পাওয়ালা নিকৃষ্ট নরকীটদের[৩৭] এসব অনুষ্ঠান আমরা কেন দেখবো? কেন আমরা এতটা অশ্লীল সংস্কৃতি সর্বোপরি বিধর্মীদের মিথ্যা ধর্ম (দীন) প্রচারের এসব সিরিয়াল দেখব? তখন তারা অবশ্যই ফিরে আসবে। অবশ্যই এসব বর্জন করবে, এ বিশ্বাস আমার এখনও আছে।

বোন! আমার বুকটা ব্যথা করছে। মাথায়ও প্রচন্ড ব্যথা। আমি তোমাকে বুঝাতে পারলাম না টিভি আর মোবাইল বর্তমান মুসলিম জাতি এমনকি গোটা মানব জাতির জন্য কত বড় অভিশাপ। তুমি এ বিষয়ে সাবধান থাকবে। আল্লাহ তোমায় তাওফীক দান করুন। আমিন! প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা প্রচার হয় এমন চ্যানেল ক'জনই বা দেখে? যদি কেউ অশ্লীল সমস্ত চ্যানেল বা প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ইসলামি চ্যানেল বা অনুষ্ঠানাদি দেখতে পারে তবে তাকে আমি নিষেধ করতে যাব কেন? কিন্তু মনে রাখতে হবে– টিভি আসার আগেও ইসলাম আর সভ্যতা ছিল। টিভি না থাকলেও কেবলমাত্র কুরআন-সুন্নাহকে বাস্তব জীবনে চর্চা করলেই জাতি সভ্যতা পাবে। এ তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

অনেক মানুষ বিশেষ করে আলেম সমাজও পা পিছলে নোংরা চ্যানেলে পড়ে গেছে এমন বাস্তব চিত্র তো নিজ চোখে দেখা। যাহোক বোন! টিভিতে তুমি যেসব ফ্যাশন, চলাফেরা আর স্মার্ট পুরুষ দেখ তা বাস্তবে পাওয়ার বাসনা জেগে উঠতে পারে। ফলে সংসার জীবনে দেখা দিতে পারে অশান্তির আগুন। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও টিভি নিয়ে দু'কলম লিখেই ফেললাম। কত স্ত্রীর কথা শুনি, যারা স্বামীর কাছে হুবহু ঐসব পোশাক দাবি করে, যা তারা দেখে টিভির পর্দায়। বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে সেসব খাবার আর বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান

৩৭ তাওবা না করে যদি এ অবস্থায়ই মারা যায়।

আয়োজন করতে চায়, টিভিতে যেভাবে দেখেছে। আর এত সুন্দর সুন্দর পুরুষ দেখে অমন রিকশাওয়ালা লুঙ্গি পরা স্বামী কি আর রুচিতে আসে?

নাটক বা ছবির কিছু বিরহ চিত্র আর ব্যর্থতার কিছু করুণ গান তোমাকে নিয়ে যায় বহুকাল পিছনের বিশেষ কিছু স্মৃতির দিকে। ফলে স্বামী সংসারের প্রতি আর সেরকম কোন অনুভূতি বা টান থাকে না। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে আল্লাহর দয়ায় তোমার হাতে টিভি আর মোবাইল নিয়ে তথ্যবহুল একটি বই তুলে দিব, ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত তুলে দিয়ে আজ এখানেই কলম তুলে নিচ্ছি।

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ﴾

কতক মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশতঃ 'লাহওয়াল হাদীস' (গান-বাজনা ইত্যাদি) ক্রয় করে আর আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদের জন্যই আছে অবমাননাকর শাস্তি। [সূরা লোকমান, ৩১: ৬]

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না। [সূরা নূর, ২৪: ১৯]

◈ তোমাকে বলছি-২৫

বিয়ের দিনের কথা মনে আছে? কত আয়োজন করে লাল বেনারসি শাড়ি অথবা দামি লেহেঙ্গা পরিয়ে রাঙা পরীর মত সাজিয়ে তোমাকে শ্বশুর বাড়ি আনা হয়েছিল। কিন্তু দিন, মাস আর বছর পেরিয়ে যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে, চামড়া ঝুলে পড়বে, মুখে দাঁত থাকবে না, রহস্য মাখা হাসি আর বের হবে না সেই চির মর্মান্তিক বাস্তবতার করুণ চিত্র একটু ভেবে দেখো। ভেবে দেখো, এই শ্বশুর বাড়ি থেকে বরই পাতা গরম জলে গোসল দিয়ে সাদা তিন টুকরা কাপড় পরিয়ে যখন শেষ পালকিতে চড়িয়ে গোরস্থানে তোমায় রেখে আসা হবে, মৃত্যুর সে দিনটির কথা। বার বার ভাবতে থাকো বিয়ের দিন আর মৃত্যুর

দিনের কথা। যার একটি দিন পেছনে রেখে এসেছো, আর একটি দিন সামনে আছে সুনিশ্চিত। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই, যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গের মধ্যে অবস্থান কর। যদি তাদের কোন কল্যাণ ঘটে, তখন তারা বলে, এটা আল্লাহর তরফ হতে। পক্ষান্তরে যদি তাদের কোন অকল্যাণ ঘটে তখন বলে, এটা তো তোমার পক্ষ হতে। বলো, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। এ সম্প্রদায়ের কী হলো যে, তারা কোন কথাই বুঝে না। [সূরা নিসা, ৪: ৭৮]

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য পাকড়াও করতেন, তাহলে যমিনের উপর কোন প্রাণীকেই তিনি রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে সময় দেন। তাদের সময় এসে গেলে এক মুহূর্তও অগ্র-পশ্চাৎ করা হয় না। [সূরা নাহল, ১৬: ৬১]

﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾

যে রিযক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তাথেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো তোমাদের মৃত্যু আসার পূর্বে। নচেৎ (মৃত্যু এসে গেলে) সে বলবে, হে আমার রব! তুমি আমাকে আরো কিছুকালের অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম আর সৎকর্মশীলদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। [সূরা মুনাফিকূন, ৬৩: ১০]

◈ তোমাকে বলছি-২৬

তোমার প্রতি একান্ত নসিহত বা অনুরোধ– কুরআন-হাদীস চর্চা করবে আর সাহাবীদের জীবনী ও অন্যান্য ইসলামি বই-পুস্তক অধ্যয়ন করবে। আল্লাহর

মহিমা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে। চিন্তা করবে– কোথায় ছিলে, কোথায় আছ, আর কোথায় যাবে? কেন এসেছ, কী করছ আর কী নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ- الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন। যারা আল্লাহকে দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় স্মরণ করে এবং আসমান ও যমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে (ও বলে) হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করো। [সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৯০-১৯১]

◈ তোমাকে বলছি-২৭

কখনো তাদের বাড়ি যাবে না যারা বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত থাকে। পারলে তাদের সতর্ক করবে। যারা গীবত চর্চা করে অপরের দোষ বলে বেড়ায় তাদের সাথেও মিশবে না। সময় পেলেই ছুটে যাবে অসুস্থ মহিলা বা পরিবেশ বুঝে কোন অতি বৃদ্ধ রোগীর পাশে। ভাববে অনেক কিছু। দেখবে, অন্যরকম এক সুখ খুঁজে পাচ্ছ।

ইসলাম আর মানবতার সেবায় নিজের জানমাল ওয়াকফ করে দিবে। মহান আল্লাহর কাছে সর্বদা নেক সন্তান কামনা করবে। গর্ভে সন্তান আসলে আরো বেশি সতর্ক থাকবে। কারণ পিতা-মাতার স্বভাব চরিত্র আর মেধা পেয়ে থাকে গর্ভের সন্তান। এসময় মায়েদের উচিত আরো বেশি বিনয় নম্রতা আর আল্লাহ ভীতির পরিচয় দেয়া। বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত নেক সন্তান জন্মদানে অনেক উপকারী হবে।

তাছাড়া এ সময় বেশি বেশি কল্পনা করবে ইসলামি বীর সেনাদের স্মৃতিকথা। কামনা করবে আমার সন্তান যেন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর মতো বীর, আবু বকর (রাঃ) এর মতো আল্লাহওয়ালা ও দানশীল, উসমান (রাঃ) এর মতো লজ্জাশীল হয়। মনে রাখবে, তুমি যেরূপ কল্পনা ও কামনা করবে সন্তান

সেরকমই হবে, ইনশাআল্লাহ। আর সন্তানকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি আদর্শ ও ভাবধারায় গড়ে তুলে মুজাহিদ সন্তানের মা হওয়ার বাসনা রাখবে মহান রবের দরবারে।

◈ তোমাকে বলছি-২৮

আল্লাহর এক বান্দা কথা প্রসঙ্গে বললেন, নারীরা নাকি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বা পছন্দ করে স্বর্ণ-গহনা। বোন! কথাটি কি আসলেই সত্য? স্বর্ণের প্রতি নাকি নারীরা খুবই দুর্বল? এ নিয়ে নাকি সংসারে অনেক ঝগড়া পর্যন্ত হয়ে যায়? অমুক তার বৌকে এত স্বর্ণ-গহনা দিয়েছে আর তুমি আমাকে কী ছাই দিয়েছো, হ্যাঁ? পারবে না তো বিয়ে করার সাধ জাগছিল ক্যান? এসব আপত্তিকর আচরণ স্বামীর সাথে করতে নাকি এক শ্রেণির মহিলারা একটুও দ্বিধাবোধ করে না? বোন আমার! আশা করি তুমি এমন করবে না। কারণ স্বর্ণের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ এর অনেক সতর্কবাণী আছে।

◈ তোমাকে বলছি-২৯

এমন অনেক যুবক আছে যারা একটি মেয়ের বিশেষ কোনো গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে অভিভাবককে অনুরোধ করে তাকে স্ত্রী হিসেবে ঘরে তোলে। বৌকে অনেক ভালবাসে ও সংসারকে সুখময় করার একান্ত চেষ্টা করে। কিন্তু স্ত্রী সামান্য কোনো বিষয় নিয়ে স্বামীকে এমন আঘাত দেয় যে, স্বামী নীরবে কাঁদে। বাড়ির কারো সামনে প্রকাশও করতে পারে না, যেহেতু নিজ পছন্দে করে বিয়ে করেছে। এই স্বামীর কষ্ট মহান রব ছাড়া আর কে বুঝে বলো...?

আবার যেসব ছেলের বৌয়ের ব্যবহারে শ্বশুর-শাশুড়ি আঘাত পায় এমনকি চোখের পানি ফেলে এসব বৌ কি অভিশপ্ত হবে না? ছেলের বৌয়ের আচরণে শ্বশুর-শাশুড়িকে কাঁদতে দেখেছি। এমনি কি স্ট্রোক করতেও দেখেছি বহুবার। বোন! তুমি কি এমন অভিশপ্ত স্ত্রী হবে?

◈ তোমাকে বলছি-৩০

বোন! স্বামীর সুখের দিনে তাকে খুব ভালবাসা দিয়েছ এতে প্রশংসার তেমন কিছু নেই। কারণ সুখের দিনে তো সবাই ভালবাসতে পারে। কিন্তু স্বামীর বিপদের দিনে বা সে তোমায় দুঃখ কষ্ট দেয়ার পরও তার প্রতি পূর্ণ অনুগত থেকে তাকে ভালবেসে যদি পাশে দাঁড়াতে পার তবেই তুমি প্রশংসার যোগ্য।

আমার এক বোন বলতো, আমার স্বামী যখন রেগে যায় বা আমাকে মারতে আসে তখন আমি এতটাই নমনীয়ভাবে ও আন্তরিকতার সাথে তার আনুগত্য প্রকাশ করি যে, তিনি শান্ত হয়ে যান, তার রাগ দূর হয়ে মুখে আনন্দের ভাব ফুটে উঠে। কিন্তু যদি মুখে মুখে তর্ক করতাম তবে মার খেয়ে সংসার ছেড়ে বাপের বাড়ির বোঝা হতে হতো। বোন! তুমিও চেষ্টা করো।

◈ তোমাকে বলছি-৩১

১৮-০২-২০১৪ তারিখের ঘটনা। আমার প্রিয় বন্ধু আবু আব্দুল্লাহ শিকদারকে গুরুতর আহত অবস্থায় নরসিংদী সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল নিয়ে যাচ্ছিলাম। মাধবদী থেকে অ্যাম্বুলেন্সে তুললাম শিকদারের স্ত্রী লিপিকে। অ্যাম্বুলেন্সে উঠেই স্বামীর দুটি পা বুকে জড়িয়ে নিয়ে সারাটি পথ যেভাবে কেঁদেছে পতিভক্তির সে দৃশ্যটি আমাকে অনেক বেশি আনন্দ দিয়েছিল। আমি কোনদিন সেই দিনের দৃশ্যটুকু ভুলতে পারব না। পতিভক্তির এমন নজির এখনও আছে তা নিজ চোখে দেখে আমি যে খুশি হয়েছিলাম আর দুয়া করেছিলাম তা ছিল অনেক গভীর। দীর্ঘ ৩-৪টি মাস স্বামীর খেদমতে সে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেনি।

তাদের সংসারে নেই কোনো প্রাচুর্য, কেবল আছে ভালবাসার অমূল্য সম্পদ, যার কারণেই তো দু'চালা ছোট্ট একটা ঘরে থেকে ডাল-ভাত খেয়েও তারা এত সুখী।

হে আল্লাহ! আমাকে দিও পূণ্যবতী, মমতাময়ী এক অনন্যা স্ত্রী– যাকে নিয়ে রচনা করব ভালবাসার ছোট্ট কুটির। যে কুটিরে উঁকি দিবে জান্নাতি সুখের একটু উজ্জ্বল আলো। আর তাদেরকেও পূণ্যবতী স্ত্রী থেকে বঞ্চিত করো না যারা ভালবাসে দীনকে, ভালবাসে তোমাকে। আমীন!

◈ তোমাকে বলছি-৩২

প্রিয় বোন! পবিত্র কুরআন-হাদীস আর মানুষের বাস্তব জীবন থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা সবই যদি আলোচনা করতে যাই তবে তোমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। সেদিকে খেয়াল রেখে রসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখ নিঃসৃত মহামূল্যবান কিছু হাদীস পেশ করেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছি।

ثَلَاثَةٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَلَا تُجَاوِزُ رُؤُوسَهُمْ . رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ»

তিন ব্যক্তির সলাত কবুল হয় না, আকাশের দিকে উঠে না, মাথা থেকে উপরে উঠে না। (ক) এমন ইমাম বা নেতা যার ইমামতি বা নেতৃত্ব লোকেরা পছন্দ করে না। (খ) বিনা আদেশে যে কারো জানাযা পড়ায় (গ) যে স্ত্রী তার স্বামীর ডাকে রাতে বিছানায় সাড়া দেয় না, অর্থাৎ সহবাস (মিলন) করতে রাজি হয় না।[৩৮]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

মুয়ায বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতের হুরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, হে (অভাগিনী)! তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে পরবাসী। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।[৩৯]

আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমিই ঘোড়াকে দানা-পানি খাওয়াতাম, ঘাস ও খড়ের যোগান দিতাম। ঘোড়ার জন্য খেজুরের আঁটি কুটে তার খাদ্যে মিশাতাম তথা সার্বক্ষণিক তাকে খাওয়াতাম ও পান করাতাম। তাঁর জন্য আটা খামির করতাম। কিন্তু আমি তখনও ভালভাবে রুটি বানাতে জানতাম না। আমার কিছু পড়শি আনসারী মহিলা ছিলেন তাঁরাই আমাকে রুটি বানিয়ে দিতেন। তারা খুবই ভাল মহিলা ছিলেন।

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবাইরকে যে যমিন দিয়েছিলেন সেখান থেকে আমি খেজুরের বিচির বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি আসতাম। ঐ স্থানটি আমাদের বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরে ছিল।

---

৩৮ ইবনে খুযাইমা: ১৫১৮, জামিউল আহাদীস: ১১২৬৩, সিলসিলা সহীহা: ৬৫০।

৩৯ তিরমিযী: ১১৭৪, আহমাদ: ২২১০১, মিশকাত: ৩২৫৮।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নারী যদি জানতো স্বামীর কী হক, তবে স্বামীর দুপুরের খানা বা রাতের খানা উপস্থিত হলে খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বসতো না, দাঁড়িয়েই থাকতো।[৪০]

নবী ﷺ এর আদরের দুলালী জান্নাতের সর্দারিণী ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর স্বামী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেদমত করতেন। খাদেম বা দাসী ছাড়াই স্বামীর গৃহের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করতেন। আটা পিষতে গিয়ে যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। কলসি কাঁখে পানি আনতে আনতে কোমরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। বাড়ি-ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে করতে পরনের কাপড় ধূলোমলিন হয়ে গিয়েছিল। রান্না-বান্না করতে করতে কাপড় কালো হয়ে গিয়েছিল।

একবার যুদ্ধে বন্দী কিছু দাসী মদীনায় এলে তা থেকে একটি দাসী চাইতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী ﷺ এর কাছে গেলেন। কিন্তু তাঁকে পেলেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে আগমনের উদ্দেশ্য বলে ফিরে গেলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মুখে নবীজী তাঁর আদরের দুলালীর আগমনের কথা শুনে নিজেই তার সাথে দেখা করতে বের হলেন। গিয়ে দেখেন তাঁরা শুয়ে পড়েছেন। নবী ﷺ এর আগমনে তারা উঠে বসতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বাধা দিয়ে তাদের মধ্যখানে বসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা যা চেয়েছো আমি তার চেয়ে উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দান করব না? তোমরা যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। এটি তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চেয়ে উত্তম হবে।[৪১]

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

যে মেয়েলোকই এমনভাবে মৃত্যুবরণ করবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে অবশ্যই জান্নাতবাসী হবে।[৪২]

الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

---

৪০ সহীহুল জামে: ৫২৫৯।

৪১ বুখারী– দুয়া অধ্যায়: ৫৯৫৯।

৪২ মুস্তাদরাকে হাকেম: ৭৩২৮, ইবনে মাজাহ: ১৮৫৪, তিরমিযী: ১১৬১।

স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাত রীতিমত আদায় করে, রমযানের একমাস ফরয সিয়াম পালন করে, যদি তার যৌনাঙ্গের পবিত্রতা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।[৪৩]

এ হাদীসে স্বামীর আনুগত্য করাকে সলাত-সিয়াম ও সতীত্ব রক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একেও সেসব কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, স্ত্রীর উপর যেমন আল্লাহর হক রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্বামীর অধিকার। স্ত্রীর যেমন কর্তব্য আল্লাহর হক আদায় করা, তেমনি কর্তব্য স্বামীর কথা শোনা এবং তার আনুগত্য করা, স্বামীর যাবতীয় অধিকার পূরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা।

স্বামীর অধিকার আদায় না করে স্ত্রীর পার্থিব জীবন যেমন সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না, তেমনি আল্লাহর হক আদায় না করে সফল হতে পারে না তার নৈতিক ও পরকালীন জীবন। শুধু তাই নয়, স্বামীর হক আদায় না করলে আল্লাহর হকও আদায় করা যায় না। রসূলে কারীম ﷺ খুবই জোরালো ভাষায় বলেছেন,

لَا تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلِّهِ حَتَّى إِنْ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ أَعْطَتْهُ أَوْ قَالَ لَمْ تَمْنَعْهُ

যাঁর মুষ্টিতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামীর হক আদায় না করবে, ততক্ষণ সে তার আল্লাহর হকও আদায় করতে পারবে না। স্বামী যদি স্ত্রীকে পেতে চায় যখন সে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে– তবে তখনো সে স্বামীকে নিষেধ করতে পারবে না।[৪৪]

বস্তুত স্বামীর হক আদায় করার জন্যে দরকার তার আনুগত্য করা, তার কথা বা দাবি অনুযায়ী কাজ করা। এ জন্যে সর্বোত্তম স্ত্রী কে এবং কী তার বৈশিষ্ট্য, এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে রসূলে কারীম ﷺ বলেছেন,

الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِهَا يَكْرَهُ

৪৩ জামিউল আহাদীস: ২৪৫২৬, মিশকাত: ৩২৫৪।
৪৪ বাইহাকী কুবরা: ১৫১০৮।

যাকে স্বামী দেখে সন্তুষ্ট হবে, যে স্বামীর আনুগত্য করবে এবং স্বামীর ধন-সম্পদে তার মতের বিরোধিতা করবে না। এমন কাজ করবে না, যা সে অপছন্দ করে।[৪৫]

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর যেমন কর্তব্য, তেমনি অত্যন্ত বিরাট মর্যাদা ও মহত্বের ব্যাপারও বটে। নিম্নোক্ত হাদীসে এ মর্যাদা ও মহত্বের কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

মুমিনের জন্যে তাকওয়ার পর সবচেয়ে উত্তম জিনিস হচ্ছে নেককার স্ত্রী। এমন স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মেনে চলে, স্বামী তার প্রতি তাকালে সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং স্বামী কোনো বিষয়ে কসম দিলে সে তা পূরণ করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর কল্যাণকামী হয়।[৪৬]

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

আল্লাহ সে পুরুষকে রহমত দান করবেন, যে রাতের বেলা জেগে উঠে সলাত আদায় করবে এবং তার স্ত্রীকেও সেজন্যে সজাগ করবে। স্ত্রী ঘুম ছেড়ে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেবে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ রহমত দান করবেন সেই স্ত্রীকে, যে রাতের বেলা জেগে উঠে নিজে সলাত আদায় করবে এবং সে তার স্বামীকেও সেজন্যে জাগাবে। স্বামী উঠতে না চাইলে মুখে পানি ছিটিয়ে দেবে।[৪৭]

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে,

---

৪৫ আহমাদ: ৯৬৯৮, নাসাঈ: ৩২৩১, মিশকাত: ৩২৭২।

৪৬ ইবনে মাজাহ: ১৮৫৭, মিশকাত: ৩০৯৫।

৪৭ আবূ দাউদ: ১৩১০, ইবনে মাজাহ: ১৩৩৬, নাসাঈ: ১৬০৯।

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে রাতের বেলা জাগাবে এবং দু'জনেই সলাত আদায় করবে আলাদা আলাদাভাবে এবং দু'রাকাত সলাত একত্রে পড়বে, তখন আল্লাহ এ দম্পতিকে আল্লাহর যিকরকারী পুরুষ-নারীদের মধ্যে গণ্য করবেন।[৪৮]

সে বড় ভাগ্যবান স্বামী, যে পেয়েছে এমন পূণ্যবতী নারী যার কারণে তার ঈমান আমল আগের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হে আমার রব! তুমি আমাদের দাও এমন স্ত্রী, যে তাহাজ্জুদের সলাতে জাগিয়ে দেবে, দীনের পথে প্রতিটি নেক কাজে পাশে থাকবে ছায়ার মতো।

◈ তোমাকে বলছি-৩৩

দীন-ইসলাম আর মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবে সদাসর্বদা। স্বামীকে দীনের পথে হাসিমুখে বের করে দিবে। আল্লাহর যমিনে তার দীন বিজয়ের কাফেলায় তোমার স্বামী যেন থাকে সবার আগে এমন উৎসাহ দিবে স্বামীকে । শাহাদাতের পেয়ালা পান করে স্বামী যেন চির জান্নাতি হয়ে সবুজ পাখির বেশে চির অমর হয়ে আরশের ঝাঁড়বাতির চারপাশে ঘুরতে পারে সেজন্য মুজাহিদ সাজিয়ে তাকে পাঠাবে জিহাদের ময়দানে শহীদি কাফেলায়। তুমি যাতে কিয়ামতের দিন শহীদের স্ত্রী ও মা হয়ে গর্ব করতে পার এমন চিন্তা-চেতনা মনের মধ্যে রাখবে সদাসর্বদা।

ইসলাম ও মানবতার কল্যাণে কোন কাজে স্বামীকে বাধা দিবে না। মনে রাখবে, আমাদের চিরস্থায়ী সুখ রয়েছে জান্নাতে। সেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য যা যা করতে হয় হাসি মুখে করবে। জীবনের শত বাধা, শত বিপদের মাঝেও কখনো ধৈর্য হারাবে না।

মা খাদিজার মতো স্বামীকে অর্থ-সম্পদ, আদর-সোহাগ, উৎসাহ-প্রেরণা দিয়ে দীনের পিচ্ছিল পথে অটল থাকার শক্তি জোগাবে। কখনো কোনদিন নিজের চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দিবে না। ইসলাম ও মানবতার কল্যাণে স্বামীর যেকোন কাজে সহযোগিতা করবে আন্তরিকতার সাথে। তোমার কারণে স্বামীর

---

৪৮ আবূ দাউদ: ১৩১১, মিশকাত: ১২৩৮।

ঈমান যেন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। স্বামীকে আদর সোহাগের জালে দীনের পথ থেকে কখনো আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবে না। তোমার কারণে যদি স্বামী আল্লাহর কোন ডাকে সাড়া দিতে না পারে তবে এর দায়ভার কি তোমাকে বহন করতে হবে না? তোমার কারণে স্বামী যেন কাপুরুষ না হয় বরং সে যেন হয় আরো সাহসী, আরো অগ্রগামী।

দু'চারজন মহিয়সী নারীর জীবনী দেখো–

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى

আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সুলাইম এবং কতিপয় আনসার মহিলাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। তারা মুজাহিদদের পানি পান করাতেন এবং আহতদের চিকিৎসা করতেন।[৪৯]

আবূ উমাইরের মৃত্যুতে উম্মু সুলাইম যে ধৈর্য অবলম্বন করেন তা মানব জাতির জন্য শিক্ষণীয়। আবূ উমাইর যখন মারা যায় তখন সে কেবল হাঁটতে শিখেছে। ছোট ছোট পা ফেলে যখন সে হাঁটে বাবা-মা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এমন সময় আল্লাহ তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন। ছেলেটি আবূ তালহার খুব আদরের ছিল।

অসুস্থ ছেলেকে ঘরে রেখে আবূ তালহা কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। এরই মধ্যে ছেলের মৃত্যু হয়। মা উম্মু সুলাইম বাড়ির অন্য লোকদের বলে রাখলেন, আবূ তালহা ফিরে এলে কেউ তাঁকে ছেলের মৃত্যুর খবরটি যেন না দেয়। আবূ তালহা ঘরে ফিরে এসে অসুস্থ ছেলের অবস্থা জানতে চাইলেন। উম্মু সুলাইম বললেন, যে অবস্থায় ছিল তার চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে। স্ত্রীর কথায় আবূ তালহা মনে করলেন, ছেলে ভাল আছে।

তিনি যথারীতি পানাহার সেরে বিছানায় গেলেন। স্বামী-স্ত্রী গভীর সান্নিধ্যে আসলেন। এরপর উম্মু সুলাইম স্বামীকে ছেলের মৃত্যুর খবর এভাবে দেন– আচ্ছা আবূ তালহা, যদি কেউ আপনার নিকট কোনো জিনিস গচ্ছিত রাখে এবং পরে তা ফেরত নিতে আসে তখন কি তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানাবেন? আবূ তালহা বললেন, কক্ষণই না। উম্মু সুলাইম বললেন, তাহলে

৪৯ মুসলিম: ৪৭৮৫, আবূ দাউদ: ২৫৩৩, মিশকাত: ৩৯৪০।

বলছি, ছেলের ব্যাপারে আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আবূ তালহা জানতে চাইলেন, সে এখন কোথায়? উম্মু সুলাইম বললেন, এই যে গোপন কুঠরীতে। আবূ তালহা সেখানে ঢুকে মুখের কাপড় উঠিয়ে ইন্না-লিল্লাহ পাঠ করলেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে, আবূ তালহা ফিরে আসার আগেই উম্মু সুলাইম মৃত ছেলেকে দাফন করে দেন।

এরপর আবূ তালহা রসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ছেলের মৃত্যু এবং উম্মু সুলাইমের ধৈর্যের কথা তাঁকে জানালেন। রসূলুল্লাহ ﷺ সবকিছু শুনে মন্তব্য করলেন, আল্লাহ আজকের রাতটি তোমাদের জন্য বরকতময় করেছেন। যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার শপথ! আল্লাহ তার রিহমে (গর্ভে) একটি 'যিকর' নিক্ষেপ করেছেন। এ কারণে সে তার ছেলের মৃত্যুতে এত কঠিন ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে।[৫০]

এ রাতে তাঁদের মিলনে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তিনিই আব্দুল্লাহ ইবনে তালহা। আল্লাহ তাঁকে অনেক সন্তান-সন্ততি দান করেন।[৫১]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন এই দম্পতির জন্য এই বলে দুয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ এ দু'জনের এ রাতটির মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দিন।

অতঃপর উম্মু সুলাইম সন্তান প্রসব করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এ খবর পেয়ে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন, তোমার মায়ের কাছে যেয়ে বলো, সন্তানের নাড়ি কাটার পর আমার কাছে না পাঠিয়ে তার মুখে যেন কিছুই না দেয়। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার মা ছেলেকে আমার হাতে তুলে দেন এবং আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে এনে রাখি। তারপর তিনি আনাসকে তিনটি আযওয়া খেজুর আনতে বলেন। আনাস তা নিয়ে এলে তিনি সেগুলোর আঁটি ফেলে দিয়ে নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ভাল করে চিবান। পরে শিশুটির মুখ ফাঁক করে কিছু তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। শিশুটি মুখ নেড়ে চুষতে থাকে। তা দেখে রসূলুল্লাহ ﷺ মন্তব্য করেন, আমার আনসাররা খেজুর পছন্দ করে। তারপর

---

৫০ হায়াতুস সাহাবা: ২/৫৯০, মুসলিম: ৫৭৩৭, আল-ইসাবা: ৪/৪৬১, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা: ৬/১৪৩।

৫১ আল-ইসাবা: ৪/৪৬১, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা: ৩/১১৫।

শিশুটিকে আনাসের হাতে দিয়ে বলেন, তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও। রসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটির নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। তিনি এ বলে শিশুটির জন্য দুয়াও করেন, যেন আল্লাহ তাকে নেককার মুত্তাকী বানান। আনসারদের এক ব্যক্তি বলেন, আমি আব্দুল্লাহর নয় সন্তানকে দেখেছি, তারা সবাই কুরআনের এক একজন বড় আলেম।[৫২]

উহুদ যুদ্ধে উম্মে উমারাহ নুসাইবা বিনতে কাব নামের এক অসাধারণ মহিলাও অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আহত সৈনিকদের পানি সরবরাহ এবং তাদের অন্যান্য প্রকার সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন।

এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন যে, মুসলিমরা পরাজিত হয়েছেন এবং কুরাইশ সৈন্য রসূলুল্লাহ ﷺ কে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। এ সংবাদ শ্রবণ মাত্র উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা কাঁধের মশক ও হাতের জলপাত্র ছুঁড়ে ফেলেন। ঐ সময় মুষ্টিমেয় সাহাবী প্রাণপণ করে রসূলুল্লাহ ﷺ এর দেহ রক্ষা করছিলেন। উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা সিংহীর ন্যায় বীর বিক্রমে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য সহকারে তীর বর্ষণ করে কুরাইশদেরকে ধ্বংস করতে লাগলেন। এক সময় তিনি ইবনে কামিয়ার সামনে পড়ে গেলেন। ইবনে কামিয়া তার কাঁধের উপর এত জোরে তরবারির আঘাত করল যে, এর ফলে তার কাঁধ গভীরভাবে যখম হয়ে যায়। তিনিও তার তরবারি দ্বারা ইবনে কামিয়াকে কয়েকবার আঘাত করেন। কিন্তু নরাধম দুটি লৌহবর্ম পরিহিত ছিল বলে বেঁচে যায়। শত্রুদের বর্শা ও তরবারির আঘাতে তার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বীরাঙ্গনা উম্মে উমারা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের কর্তব্য পালন করে যেতে থাকেন।

উহুদ যুদ্ধের বর্ণনাকালে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ঐ বিপদের সময় আমি ডানে বামে যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেদিকেই দেখি, উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছে।

---

৫২ হায়াতুস সাহাবা: ২/৫৯০-৫৯১, তারীখে ইবন আসাকির: ৬/৬।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের জাতীয় পতাকা মুসয়াব ইবনে উমাইর এর হাতে অর্পিত হয়েছিল। এ পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য মুসয়াব কে প্রথম থেকেই যুদ্ধ করতে হচ্ছিল এবং তীর ও তরবারির আঘাতে তার আপাদমস্তক একেবারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। আলোচ্য বিপদের সময় দুর্ধর্ষ ইবনে কামিয়া অগ্রসর হয়ে তাঁর ডান বাহুর উপর তরবারির আঘাত হানে। ফলে বাহুটি কেটে যায়। সাথে সাথে মুসয়াব বাম হাতে পতাকা ধারণ করেন। কিন্তু অবিলম্বে ইবনে কামিয়ার তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে তাঁর বাম বাহুটিও দেহচ্যুত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের একটি তীর এসে তার জ্ঞান, ভক্তি ও বীরত্বপূর্ণ বক্ষটি ভেদ করে চলে যায় এবং তিনি চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে শহীদের অমর জীবন লাভ করেন।

নবী এর আকৃতির সাথে মুসয়াব এর আকৃতির সাদৃশ্য ছিল। সুতরাং মুসয়াব কে শহীদ করে ইবনে কামিয়া মুশরিকদের দিকে ফিরে যায় এবং চিৎকার করে করে ঘোষণা করে, মুহাম্মাদ কে হত্যা করা হয়েছে।[৫৩]

উহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ তাঁর চাচা হামযা এর অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁর ফুফু সাফিয়া আগমন করেন এবং তিনিও তাঁর ভাই হামযাহ কে দেখার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাফিয়ার ছেলে যুবাইর কে বলেন, তিনি যেন তাঁর মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁর ভাইকে দেখতে না দেন।

এ কথা শুনে সাফিয়া বলেন, কেন? আমি জানতে পেরেছি যে, আমার ভাই এর নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ভাই আল্লাহর পথে রয়েছে। সুতরাং তার উপর যা কিছু করা হয়েছে তাতে আমি পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট। আমি পুণ্য মনে করে ইনশাআল্লাহ ধৈর্য ধারণ করব।

এরপর তিনি হামযা এর নিকট আসেন, তাঁকে দেখেন, তাঁর জন্যে ইন্নালিল্লাহ পড়েন এবং দুয়া করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তারপর রসূলুল্লাহ এর নির্দেশ অনুযায়ী হামযা কে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এর সাথে দাফন করা হয়। তিনি হামযা এর ভাগিনা এবং দুধভাইও ছিলেন।

---

৫৩ ইবনে হিশাম: ২/৭১-৮৩, যাদুল মাআদ: ২/৯৭।

ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ হামযা ইবনে আবদিল মুত্তালিব এর জন্যে যেভাবে কেঁদেছেন তার চেয়ে বেশি কাঁদতে আমরা তাঁকে কক্ষণও দেখিনি। তিনি তাঁকে কিবলামুখী করে রাখেন। এরপর তাঁর জানাযায় দাঁড়িয়ে তিনি এমনভাবে ক্রন্দন করেন যে, শব্দ উঁচু হয়ে যায়।[৫৪]

অনুরূপভাবে উহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ বনু দীনার গোত্রের এক মহিলার পাশ দিয়ে গমন করেন যার স্বামী, পিতা এবং সন্তান তিনজন শাহাদাতের পিয়ালা পান করেছিলেন। তাঁকে এদের শাহাদাতের সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলে উঠেন, 'রসূলুল্লাহ এর খবর কী?' সাহাবীগণ উত্তর দেন, হে উম্মে ফুলান! তিনি ভাল আছেন। মহিলাটি বললেন, 'তাঁকে একটু আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি তার দেহ মুবারক একটু দেখতে চাই।' সাহাবীগণ ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ কে দেখিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়া মাত্রই তিনি বলে উঠলেন, كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ অর্থাৎ 'আপনাকে পেলে সব বিপদই নগণ্য।[৫৫]

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব 'ফারে' নামক দূর্গে অবস্থান করছিলেন। মহিলা এবং শিশুদের সঙ্গে হাসসান ও সেখানে ছিলেন। সাফিয়্যা বলেন, আমাদের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে এক জন ইহুদি গমন করল এবং দূর্গের চারদিকে ঘোরাফেরা করতে থাকল। এটি হচ্ছে সেই সময়ের ঘটনা যখন বনু কুরাইযা রসূলুল্লাহ এর সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তির শর্তাবলি থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছিল। আর আমাদের এবং তাদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যে, তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। রসূলুল্লাহ মুসলিমদের নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের নিকট আসতে পারতেন না। এ জন্য আমি বললাম, হে হাসসান! আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন– এ ইহুদি আমাদের দূর্গের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে। আল্লাহর কসম! আমি আশঙ্কা করছি যে এ অন্যান্য ইহুদিদেরকে আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করে দেবে। এদিকে রসূলুল্লাহ ও সাহাবায়ে কেরাম শত্রুর মোকাবেলায় এতই ব্যস্ত রয়েছেন যে, তাঁরা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারবেন না। সুতরাং আপনি গিয়ে তাকে হত্যা করে আসুন।

৫৪ এটা ইবনে শাযানের বর্ণনা। শায়খ আবদুল্লাহর মুখতাসারুস সীরাহ ২৫৫ পৃ. দ্রঃ।
৫৫ ইবনে হিশাম, ২/৯৯।

উত্তরে হাসসান (ﷺ) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি জানেন যে, আমি এ কাজের লোক নই। সাফিয়্যা বলেন, এরপর আমি নিজেই কোমর বাঁধলাম। তারপর স্তম্ভের একটি কাঠ নিলাম এবং দূর্গ হতে বের হয়ে ঐ ইহুদির কাছে গেলাম। এরপর কাঠ দ্বারা আঘাত করে করে তাকে হত্যা করে ফেললাম। দূর্গে ফিরে এসে হাসসানকে বললাম– যাও! এখন তার অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব পত্রগুলো নিয়ে আসো। সে পুরুষ মানুষ বলে আমি তার অস্ত্র খুলিনি। এ কথা শুনে হাসসান বলল, তার অস্ত্র এবং আসবাবপত্রের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।[৫৬]

বোন আমার! নিচের আয়াতটির দিকেও লক্ষ্য করো। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো তোমার জান-মাল, স্বামী-সন্তান আসলে বিক্রি হয়ে গেছে।

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান আর মাল কিনে নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য (বিনিময়ে) আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। (দুশমনদের) হত্যা করে এবং (নিজেরা) নিহত হয়। এ ওয়াদা তাঁর উপর অবশ্যই পালনীয়– যা আছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আল্লাহর চেয়ে আর কে বেশি নিজ ওয়াদা পালনকারী? কাজেই তোমরা যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করেছ তার জন্য আনন্দিত হও, আর এটাই হলো মহান সফলতা। [সূরা তাওবা, ৯: ১১১]

৫৬ ইবনে হিশাম ২/২২৮।

শ্রদ্ধেয় ভগ্নিপতি! এবার আপনাকে বলছি

শ্রদ্ধেয় ভগ্নিপতি! প্রথম থেকে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করেছি বিশেষ করে আমার প্রিয় বোনের সাথে যেসব আলোচনা হয়েছে তা যদি আপনি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকেন তবে আপনার সাথে নতুন করে কোন বিষয় আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না। কারণ, প্রতিটি বিষয় অনুধাবন করলে আপনার বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, স্ত্রী সংসারের প্রতি আপনার কর্তব্য কতটুকু। কারণ আপনি একজন সচেতন মুসলিম, এতটুকু সুধারণা আপনার ব্যাপারে আমার আছে।

যাহোক, আমরা দেখি যে কোন কাজ করার পূর্বে মানুষ সে বিষয়ে প্রথমে ভালমত জ্ঞান অর্জন করে। একজন কৃষকও যদি কোন খামার বা প্রজেক্ট করার ইচ্ছা পোষণ করে তবে কোন বিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ করে বা বিভিন্ন বই-পুস্তক, সেমিনার ইত্যাদি থেকে জ্ঞান অর্জন করার পর কাজে হাত দেয়। কিন্তু আপনি সংসার জীবনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয়ার পূর্বে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ইসলামি কিছু বই-পুস্তক অধ্যয়ন ও আলেমদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেছেন কিনা জানি না। অন্ততঃপক্ষে মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের পরিবার ও পারিবারিক জীবন, আব্দুল হামিদ ফাইযীর আদর্শ পরিবার ও দাম্পত্য জীবন, ড. মোজাম্মেল হকের শিরক কী ও কেন?, ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপ্‌সের তাওহীদের মূলনীতিসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই পড়া আপনার জন্য জরুরি ছিল। আপনি ইসলামি জ্ঞান চর্চা শুরু করবেন এই দাবি শুরুতেই রইল আপনার কাছে।

আমি পারিবারিক বিষয়ে বিস্তারিত কোনো রচনা বাজারে এত গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের সারিতে নতুন করে ঠেলে দেয়ার দুঃসাহস দেখানোর ইচ্ছা করিনি। আমি স্রেফ একান্ত কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছি আমার প্রিয় বোনটির সামনে। আমার বোন যেভাবে তাকিয়ে আছে– ভয় লাগছে। ও ভাবছে, ভাই আমাকে এতকিছু বলল; আর আমার স্বামীকে কিছুই বলবে না? দোষ কি আমার একার নাকি? প্রিয় বোন! একটু শান্ত হও। কথা যেহেতু শুরুই করেছি, দু'কলম না লিখে আর উঠছি না।

আপনাকে বলছি–১

প্রিয় ভগ্নিপতি! একজন মুসলিম হিসেবে বিয়ের সূচনা থেকে নিয়ে সংসার জীবনের শেষ পর্যন্ত তথা কবরের যাত্রী হওয়া পর্যন্ত ইসলামি শরীয়তের প্রতিটি বিষয় অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা আপনার প্রথম কর্তব্য। সংসার জীবনের কোন স্তরে যদি আল্লাহর একটি বিধানও বাদ পড়ে তবে শয়তানের প্রভাব থেকে যাওয়ার ফলে সংসারে নেমে আসতে পারে মহাবিপদ। তাহলে যতগুলো দুয়া-কালাম আর নিয়ম-নীতি জানা জরুরি জানেন তো? বাসর রাতে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে পড়ার দুয়া ও স্ত্রী সহবাসের দুয়া জানা আছে তো? সহবাসে যদি দুয়া না পড়েন তাহলে যে সন্তান হবে তার উপর কিন্তু শয়তানের প্রভাব থেকে যাবে।

আপনাকে বলছি–২

যৌতুক গ্রহণের মতো যুলুম ও ছোট লোকের ঘৃণ্য কাজের চিন্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অতীতে কখনো মাথায় আসেনি তো? দেখুন তো আল্লাহ ﷻ কী বলেন–

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করো না এবং জানা সত্ত্বেও অসৎ উপায়ে লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট নিয়ে যেও না। [সূরা বাকারা, ২: ১৮৮]

ঐ কাপুরুষ যেন আমার চোখের সামনে কখনো না আসে যে শ্বশুর বাড়ির খাট আর লেপ-তোষকের উপর নতুন বৌ নিয়ে বাসর কাটিয়েছে। ছি! একটা তোষক আর বালিশ কেনার টাকা যার নেই সে কেন বিয়ে করতে গেল? তবে সমাজে যে কোন সুপুরুষ নেই তা কিন্তু নয়।

আল্লাহর এক বান্দা খালেদ সাইফুল্লাহ তার শ্বশুর বাড়ির লেপ-তোষক বাইরে নিক্ষেপ করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। যদিও বিষয়টি একটু বেশিই হয়ে গেছে। থাক সে কথা। এক শ্রেণির আলেম ও সুবিধাবাদী পুরুষ বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন, এ্যাঁ, এত্ত বড় কথা? উপহার দিলে কি নেয়া যায় না? রসূল তার মেয়ে ফাতিমার বিয়েতে কি কিছু দেননি?

প্রিয় দোস্ত বুযুর্গ! একটু শান্ত হোন। আমি খুব ভাল করেই জানি উপহার দেয়াও সুন্নত, নেওয়াও সুন্নত। আর শ্বশুর বাড়ি থেকেও উপহার গ্রহণ করার বিধান আছে। কিন্তু ভাই! সমাজের নির্মম চিত্র খুব কাছ থেকে দেখেছি বলেই এমন মন্তব্য করলাম।

দুঃখ পাবার কিছু নেই। শ্বশুর মশাই যদি সম্পদশালী হয় আর আনন্দচিত্তে কিছু দেয় তবে কাঁধে করে খুশি মনে বাসায় নিয়ে আসবেন। আমি বাধা দেওয়ার কে? কিন্তু সমাজে প্রচলিত যুলুমের মাধ্যমে যৌতুক গ্রহণ না করার অনুরোধ থাকল। তাহলে গোটা পুরুষ জাতি অপমানিত হবে। আর যারা না চাওয়ার ভান করে তৃতীয় পক্ষের কাউকে দিয়ে নানা কথা বলে যৌতুক আদায় করেন তারা আরো নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য শ্রেণির লোক। আহ! যৌতুকের দায়ে কত বাবা-মা তাদের সন্তানের বোঝা কাঁধে করে নিভৃতে রাত কাটাচ্ছেন তা যদি সমাজপতি নামক এসব যালেমরা খবর নিত!

◘ আপনাকে বলছি–৩

একজন নারীর সবকিছু আপনার জন্য বৈধ বা হালাল হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে মহর। যা পরিশোধ করা আপনার উপর ফরয। মহরানা পরিশোধ না করে বৌয়ের হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার চিন্তা কোনো পুরুষ করতে পারে না। আর আপনি তো একজন ঈমানদার আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সুপুরুষ। স্ত্রীর মহর পরিশোধ করবেন। সংসার জীবন পবিত্র ও সুখময় না হওয়ার অন্যতম একটি কারণ স্ত্রীকে তার প্রাপ্য মহর পরিশোধ না করা। নানান অজুহাতে বঞ্চিত করা হয় মহর থেকে। অপমানিত করা হয় *নতুন মেহমান*টিকে। আচ্ছা আপনি তাকে মহরানার সম্পূর্ণ সম্পদ বা টাকা তার হাতে তুলে দিন। তারপর সে এটা বাপ-ভাইকে দিবে, না নিজে খরচ করবে, নাকি আপনাকে দিবে– এটা তার ব্যাপার। দেখুন আমাদের রব কী বলছেন–

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

নারীদেরকে তাদের মহর আনন্দ চিত্তে দিয়ে দাও। এরপর তারা যদি খুশি মনে তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু ছেড়ে দেয়, তবে তা তৃপ্তির সাথে ভোগ করো। [সূরা নিসা, ৪: ৪]

সমাজে প্রচলিত পদ্ধতিতে স্বামীর সামর্থের বাইরে মহর ধার্য করা হয় আর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক ঈমানদার স্বামী তা পরিশোধ করতে পারে না। এমন যুলুমের জবাব তাকেই দিতে হবে যে সাধ্যের বাইরে মহর ধার্য করতে বাধ্য করেছে। তবে বর যেন বলে, আমি এত মহরানা দিতে পারব না। প্রিয় শ্বশুর বাড়ির লোকেরা, সতর্ক থাকবেন। আপনার কারণে যদি মহর পরিশোধ করতে না পেরে আপনার মেয়ের জামাই পাপী হয়, তবে এর দায়ভার কিন্তু আপনাকেও বহন করতে হবে। কথাটি বলতেও কষ্ট হচ্ছে। অনেক মা-বাবা চিন্তা করে– যদি বিয়ে ভেঙে যায় তবে থানা- কেস বা বিচার-মজলিসে তো আদায় করা যাবে। ছি! বিয়ের আগেই যদি এমন মন্দ নিয়ত থাকে তবে বিয়েতে বরকত হবে কিভাবে?

▣ আপনাকে বলছি–৪

অধিকাংশ বিয়েতেই 'চলন/বরযাত্রী' নামে বিশাল দল নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে অন্যায়ভাবে খাওয়ার অগ্রিম দর-কষাকষি করা হয়। হায়রে সমাজ! বাবা-মা তাদের মেয়েকে এত বছর লালন-পালন করে অন্যের ঘরে তুলে দিচ্ছে। তাদের মনে কত বেদনা। দু'চোখে অশ্রুধারা। এমন পরিস্থিতিতে তাদের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার জোরপূর্বক আবদার কি শোভা পায়?

ইসলাম কত উদার ও মানবতাবাদী দীনের নাম। ইসলাম বলে, তুমি পেয়েছ, কিছু হারাওনি। সুতরাং তোমাকে বিয়ের পরের দিন ওলীমা করতে হবে। তাহলে, ইসলামের বিধান হচ্ছে বিয়ের পর ছেলের বাড়ি বৌভাত (ওলীমা) হবে; যা ওয়াজিব। কিন্তু নব্য জাহেলি এই সমাজ উল্টো মেয়ের বাড়িতে ভূড়িভোজের আয়োজন করে থাকে। তাও আবার সরাসরি দর কষাকষির মাধ্যমে। আল্লাহর রসূল কী বলেছেন লক্ষ্য করুন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) আবদুর রহমান ইবনে আওফের গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তিনি বললেন, আমি খেজুর আঁটির সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ (মহরানা) দিয়ে একজন মহিলাকে বিয়ে

করেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমার বিয়েতে বরকত দান করুন। একটি ছাগল দ্বারা হলেও তুমি ওলীমা করো।[৫৭]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أُقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করলেন। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কী পরিমাণ মহর দিয়েছ? তিনি উত্তর দিলেন, খেজুরের আঁটির পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি।

হুমাইদ বলেন, আমি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, যখন নবী ﷺ এর সাহাবীগণ মদীনায় আসলেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের গৃহে অবস্থান করতেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাদ ইবনে রাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর গৃহে অবস্থান করতেন। সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আমার বিষয়-সম্পত্তি দু'ভাগ করে আমরা উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নেব এবং আমি আমার দু' স্ত্রীর মধ্যে একজন তোমাকে দেব।

আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ তোমার সম্পত্তি ও স্ত্রীতে বরকত দান করুন। তারপর আবদুর রহমান বাজারে গেলেন এবং ব্যবসা করতে লাগলেন এবং লাভ হিসেবে কিছু পনির ও ঘি পেলেন। এরপর তিনি বিয়ে করলেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলীমা করো।[৫৮]

---

৫৭ বুখারী: ৫১৫৫, মুসলিম: ৩৫৫৬, মিশকাত: ৩২১০।
৫৮ বুখারী: ৫১৬৭।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

আনাস ইবনে মালেক বলেন, রসূলুল্লাহ যয়নব এর বিয়েতে যত বড় ওলীমা করেছিলেন তত বড় ওলীমা তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর বিয়েতে করেননি। তিনি যয়নব এর ওলীমা করেছিলেন বকরি দ্বারা।[৫৯]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا

আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ যখন যয়নব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করলেন, তখন ওলীমা করলেন এবং মানুষকে পেটপূর্ণ করে তৃপ্তি সহকারে রুটি-গোশত খাওয়ালেন।[৬০]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ

আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ সাফিয়্যা কে মুক্ত করে বিয়ে করলেন। তাঁর মহর নির্ধারণ করলেন তার মুক্তিপণ। তিনি তাঁর বিয়ের ওলীমা করেছিলেন হায়স[৬১] নামক খাদ্য দিয়ে।[৬২]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ

আনাস বলেন, খায়বার থেকে ফিরে আসার সময় নবী খায়বার ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থলে তিন দিন অবস্থান করলেন এবং সেখানে সাফিয়্যা কে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি ওলীমার ব্যবস্থা করলেন। আর আমি মুসলিমদেরকে তাঁর ওলীমার জন্য দাওয়াত করলাম। এ ওলীমায় রুটি-গোশত কিছুই হল না। এই ওলীমার জন্য রসূলুল্লাহ চামড়ার দস্তরখানা বিছানোর আদেশ করলেন। এরপর দস্তরখানার উপর খেজুর, পনির ও ঘি ঢেলে দেয়া হলো।[৬৩]

---

৫৯ বুখারী: ৫১৬৮, মুসলিম: ৩৫৭৭, মিশকাত: ৩২১১।
৬০ বুখারী: ৪৭৯৪, মুসলিম: ৩৫৭২, মিশকাত: ৩২১২।
৬১ খেজুর, পনির ও ঘি দ্বারা তৈরি এক ধরনের খাবারকে 'হায়স' বলা হয়।
৬২ বুখারী: ৫১৬৯, আহমাদ: ১২৯৩৩, মিশকাত: ৩২১৩।
৬৩ বুখারী: ৫১৫৯, আহমাদ: ১৩৭৮৬।

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

সাফিয়্যা বিনতে শায়বা (রা.) বলেন, নবী ﷺ তাঁর এক স্ত্রীর ওলীমা করেছিলেন মাত্র দুই মুদ যব দ্বারা।[৬৪]

যাকে ওলীমার দাওয়াত দেয়া হবে তার জন্য দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা জরুরি। দাওয়াত গ্রহণ না করলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লাহ ﷺ এর নাফরমানি করা হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকে বিয়ের ওলীমায় দাওয়াত দেয়া হয় তখন সে যেন তাতে যোগদান করে।[৬৫]

جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকে কোন খাদ্যের দাওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে। এরপর ইচ্ছা হলে খাবে আর ইচ্ছা না হলে না খাবে।[৬৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ... وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ...যে ব্যক্তি দাওয়াত পরিহার করল সে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানি করল।[৬৭]

হে যুবক! তোমার কি লজ্জা করে না? কিভাবে বিয়ের আগে ভরা মজলিসে তোমার অভিভাবক বলে, "না... বিয়াই সাব! ২০০ জন বরযাত্রী কিভাবে হয়? আমার আত্মীয়-স্বজন অনেক। তাছাড়া ছেলের বন্ধু বান্ধবই দু'শর বেশি হয়ে যাবে। কমপক্ষে ৩০০-৩৫০ জন বরযাত্রী ছাড়া আমরা বিয়েতে রাজি নই। শত ধিক! এমন সমাজ ব্যবস্থাকে।

---

৬৪ বুখারী: ৫১৭২, মিশকাত: ৩২১৫।
৬৫ বুখারী: ৫১৭৩, মুসলিম: ৩৫৮২।
৬৬ মুসলিম: ৩৫৯১, আবূ দাউদ: ৩৭৪২।
৬৭ বুখারী: ৫১৫৭, মিশকাত: ৩২১৮।

তবে মেয়ের বাবা যদি যথেষ্ট সম্পদশালী হয়ে থাকে এবং সম্পূর্ণ আনন্দচিত্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছেলে-পক্ষের লোকজন দাওয়াত দেয় তা ভিন্ন কথা। কিন্তু বিয়েতে মেয়ের বাড়িতে বরযাত্রী এভাবে দলবেঁধে খেতে যাবে এমন প্রমাণ না আছে কুরআন-হাদীসে, আর না সুস্থ বিবেক সায় দেয়।

◙ আপনাকে বলছি-৫

শ্রদ্ধেয় ভগ্নিপতি! আমার আদরের বোনটিকে তার জন্ম থেকে বেড়ে উঠার চিরচেনা পরিবেশ, মা-বাবা, ভাই-বোন আর নাড়ির গভীর টান- সবকিছু রেখে আপনার হাতে তুলে দিলাম। তাকে বোঝার চেষ্টা করবেন। আন্তরিকতা আর সহানুভূতির সাথে ভালবাসার বন্ধনে এমনভাবে আগলে রাখবেন, যাতে সে একটুও কষ্ট না পায়। এমন চিন্তা যেন মাথায় না আসে যে, গাবতলির হাট থেকে কিছু একটা কিনে নিয়ে এলাম। মনে রাখবেন, একজন স্ত্রী থেকেই জন্ম নিবে একটি প্রজন্ম। আপনার পরবর্তী ভবিষ্যৎ। সুতরাং স্ত্রীকে মূল্যায়ন করতে আপনার সর্বোচ্চ সতর্কতা কামনা করছি।

◙ আপনাকে বলছি-৬

বিয়ের এক সপ্তাহ পর আপনি নাকি বিদেশ চলে যাচ্ছেন? আমি আজও বুঝলাম না, তাদের জীবনের কি-ই বা অর্থ আছে, যারা নতুন বৌ রেখে বিদেশে পাড়ি জমায়! টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদই কি সব? স্বামী-স্ত্রী, জীবন-সংসার এসব কি তাদের কাছে মূল্যহীন? বছরের পর বছর একটি যুবতী বয়সের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী রেখে আপনিই বা কিভাবে থাকবেন আর স্ত্রীই বা তার সতীত্ব কতদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে? আর এমন ভয়াবহ আযাবে রাত্রি কাটানোর জন্যই কি আমার বোনটি আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলাম? অর্থই যদি সব হতো তবে রাজা বাদশারা কি মেয়ে, বোন বিয়ে দিত? তাদের টাকা পয়সার অভাব আছে? আমার বোনটি যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটায় তবে এর দায়ভার কি আপনার বহন করতে হবে না?

ইসলামে এমন কোনো ইতিহাস পেয়েছেন যে, কেবলমাত্র টাকা পয়সা কামাইয়ের জন্য স্ত্রী-সন্তান রেখে কেউ বছরের পর বছর বিদেশ করেছে? নিজের চোখে কত বোনকে জীবন-যৌবন শেষ করে তোষের আগুনে পুড়ে পুড়ে রাত কাটাতে দেখেছি। স্বামী বিদেশে গাধার মতো পরিশ্রম করেও কিছু করতে পারেনি, এমন ইতিহাস অনেক আছে।

প্রিয় ভগ্নিপতি! যদি এতই প্রয়োজন হয় তবে বিয়ের পর নয়, আগেই বিদেশ করে আসুন। দু'মুঠো ডাল-ভাত খেয়ে হলেও স্ত্রী সন্তান নিয়ে সংসার জীবনের জান্নাতি নিয়ামত ভোগ করুন। হাজার কোটি টাকা দিয়েও কি পাওয়া সম্ভব সেই সুখ, যা আল্লাহ রেখেছেন স্ত্রীর কাছে? সন্তানের চেহারা আর বাবা ডাক কি টাকা দিয়ে কেনা যায়?

ভাই! দেশেই একটা কিছু করুন। আমার দেশের মাটি অনেক উর্বর। অনেক কিছুই করা সম্ভব। আপনি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে স্ত্রী-সন্তান আর আপনার জীবন-যৌবনের উপর নিশ্চিত যুলুম করা হবে।

এ প্রসঙ্গে খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর একটি ফরমান স্মরণীয়। একদা তিনি এক বিরহিণী নারীকে এই কবিতা পাঠ করতে শুনলেন–

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ

وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا حَبِيبٌ أُلَاعِبُهُ

বীভৎস এ রজনী হয়েছে আরো প্রলম্বিত

নাহি আজ প্রেমাস্পদ মোর আকাঙ্ক্ষিত।

فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ إِنِّي أُرَاقِبُهُ

تَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

আল্লাহর ভয় যদি না থাকতো এ অন্তরে

পালঙ্ক মোর কলঙ্কিত হতো প্রণয়ের ভারে।

এরপর তিনি তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন,

كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟

মেয়েলোক স্বামী ছাড়া সর্বোচ্চ কতদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারে?

হাফসা বললেন, (سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) চার মাস অথবা ছ'মাস।

তখন উমর (রাঃ) বললেন,

لَا أَحْبِسُ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا

সৈন্যদের মধ্যে কাউকে আমি এ সময়ের অধিক যুদ্ধে আটকে রাখব না।

তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে সব সেনাপতিকে লিখে পাঠালেন। উপরোক্ত সময়ের অধিক কোনো বিবাহিত মুজাহিদই যেন তার স্ত্রী-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে।[৬৮]

আপনাকে বলছি–৭

কথায় কথায় স্ত্রীকে তার বংশ আর বাপ-ভাই তুলে কথা বলবেন না বা গালি দেবেন না। নারী জাতি এটা কখনই সহ্য করতে পারে না। যদি বাপের বাড়ির কাউকে মন্দ বলা হয় বা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হয় তাহলে স্ত্রী অনেক বেশি আঘাত পায়। তাছাড়া, স্ত্রীর বাবা গরিব হলে, বাপের বাড়ি থেকে কিছু না আনতে পারলে বা বাপের বাড়িতে ভাল ভাল না খাওয়াতে পারলে যারা স্ত্রীকে খোঁটা দেয় তারা আসলে মানুষ নয়। মানুষ নামে অন্য কিছু....!

আপনাকে বলছি–৮

স্ত্রীকে একান্তভাবে কাছে টেনে আদর করুন। মহান আল্লাহ তার যে সকল হক আপনার উপর রেখেছেন তা আদায় করুন। তাকে যথার্থভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিন। তার চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করুন। তাছাড়া সামর্থ থাকলে ভাল জামা, ভাল খাবার তার জন্য সব সময় ব্যবস্থা করুন। আপনি যথাসাধ্য তার ভরণপোষণ ও জৈবিক চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখুন। আল্লাহর বাণীর দিকে খেয়াল করুন–

﴿لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اٰتَاهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا﴾

সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে। আর যার জীবিকা সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাথেকে। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর আরাম দিবেন। [সূরা আত-তালাক, ৬৫: ৭] দেখুন, রসূলুল্লাহ ﷺ কী বলেন–

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া আল-কুশাইরী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের স্ত্রীদের উপর আমাদের কী কর্তব্য রয়েছে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে। তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে, তাকেও পরিধান করাবে। তার মুখে মারবে না, কটুকথা বলবে না। আর তাকে তোমার বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থাকার সুযোগ দিবে না।[৬৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের গুনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, পরিবারের ব্যয়ভার বহন না করে তাদের নষ্ট করে।[৭০]

আপনাকে বলছি–৯

স্ত্রী কোনো পরপুরুষের সাথে হেসে হেসে কথা বলাতে আপনার মাথায় যদি আসমান ভেঙে পড়ে, তাহলে আপনি যখন কোনো বেগানা নারীর সাথে কথা বলেন, তখন বুঝি আপনার স্ত্রীর মাথায় গোলাপ ফুল পড়ে? স্ত্রীও যে এসব বিষয়ে মারাত্মক আঘাত পায় তা ভুলে কিন্তু যাবেন না।

আপনাকে বলছি– ১০

স্ত্রীকে অল্পতেই সন্দেহ করবেন না। তার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। তাকে বুঝিয়ে দিন তার ভুল কী ছিল আর কিভাবে চললে আপনি খুশি হন। অযথা ভুল বুঝে স্ত্রীর চোখের পানি ফেলবেন না। এ বিষয়ে ইতিপূর্বেও যথেষ্ট করা হয়েছে।

আপনাকে বলছি–১১

আমি আমার বন্ধুদের প্রায়ই বলে থাকি– যে তার স্ত্রীকেই সুখী করতে পারেনি তার মতো কাপুরুষের সাথে আমার কোন কথা নেই। আল্লাহর রসূল ﷺ ও সাহাবাগণ একাধিক স্ত্রী চালাতে পারলেন, আর আপনি একজন চালাতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন? ...আপনার ভালবাসা পেয়ে স্ত্রী যাতে বলতে বাধ্য হয় এমন স্বামী পেয়ে আমার নারীজনম সার্থক হয়েছে।

---

৬৯ আবূ দাউদ: ২১৪৪, মুস্তাদরাকে হাকেম: ২৭৬৪, মিশকাত: ৩২৫৯।

৭০ নাসায়ী, বুলুগুম মারাম হা: ১১৪৩

◙ আপনাকে বলছি–১২

যারা কেবল তিরস্কার করতেই জানে কখনো প্রশংসা করতে জানে না আপনি যেন আবার তাদের দলভুক্ত না হন। স্ত্রীর চেহারা, পোষাক, রান্নাবান্না আর কাজ কর্মের ব্যাপারে যথাসময়ে প্রশংসাও করবেন। তাতে স্ত্রী উৎসাহ পাবে। আরো ভাল করার চেষ্টা করবে। তার জন্যে খুশি হয়ে জীবনে কখনো একটি উপহার এনেছেন? আপনার তো বুদ্ধিই নেই। কবে যে বুঝবেন কী করলে স্ত্রীরা খুশি হয়!

◙ আপনাকে বলছি–১৩

আমার লেখা দু'টি কবিতা বইয়ের শুরুতে উল্লেখ আছে হয়ত পড়েছেন। যদি বুঝে থাকেন তবে ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়ার কিছু উপায় সেখানে খুঁজে পাওয়ার কথা। যদিও সব কথা বলা ঠিক নয় তবু ছোট্ট একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দেই– দেখবেন ভালবাসা কিভাবে বাড়ে। বাড়ি থেকে কোথাও রওনা হওয়ার সময় আর সফর থেকে বাড়ি আসা মাত্রই সুযোগ পেলে স্ত্রীকে একান্তভাবে একটু আদর করতে ভুলবেন না কিন্তু!

হায়রে কোন সমাজের মানুষের সাথে কী সব আলোচনা করছি! আমাদের যে সমাজ! হাকিমপুরী জর্দা আর মুকুট বিড়ি খেয়ে মুচি মেথরের মত নোংরা শরীর আর ভয়াবহ দুর্গন্ধ মুখ নিয়ে যারা বাসায় ফিরে তারা আর স্ত্রীকে একান্তভাবে কী আদর করবে? আল্লাহ মাফ করুন। এ জাতিকে একটু পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা দান করুন। স্ত্রীকে আদর সোহাগ দেয়ার মত দেহ ও মন দান করুন। আমীন!

◙ আপনাকে বলছি–১৪

ইসলামের পর্দা নামক বিধানটি আমলে না নিয়ে বন্ধুকে বাড়ি এনে বৌয়ের সাথে খোলাখুলি পরিচয় করিয়ে দিয়ে যারা পরকীয়া আর বেপর্দার সুযোগ দিয়ে দাইয়ুসের কাতারে দাঁড়িয়েছে আপনাকে আমি তাদের মতো মনে করি না। এ ব্যাপারে আপনি শতভাগ সতর্ক থাকবেন। বন্ধু থাকবে বন্ধুর স্থানে। শিয়ালের কাছে মুরগির দায়িত্ব দেয়ার মতো ভুল যদি আপনার জীবনেও হয় তবে স্ত্রীর এমন দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় থাকুন– যা আপনার মাথা খারাপ করে দেবে। আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন। তাছাড়া মার্কেট ও আত্মীয় বাড়িতে বেপর্দার সাথে স্ত্রীকে ঘুরিয়ে সমাজের নোংরা মাছিগুলোকে যদি স্ত্রীর গায়ে বসার সুযোগ করে দেন তবে তো আর আমার কিছু করার নেই।

আল্লাহকে বিশেষভাবে ভয় করুন। আপনার কারণে যদি স্ত্রী ইসলাম পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে এর দায়ভার আপনাকেই বহন করতে হবে। ঈমান রক্ষা করা যদি আমার বোনের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে সে যেন চলে আসে বাপের বাড়ি, এ পরামর্শও থাকল। যে স্বামী মানুষ হয়েও পশুর চেয়ে নীচু, আমার বোন তার সাথে সংসার করুক– আমি তা চাই না। কারণ লক্ষ্য করলে দেখবেন– একটা কবুতরও কখনো মেনে নেয় না তার স্ত্রীর দিকে কেউ নজর দিক। আর আপনি এত নীচু? স্ত্রীকে কুরবানির গরুর মতো সাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে যুব সমাজের জিহ্বায় পানি আসার সুযোগ করে দেন? হায় সুবহানাল্লাহ! রাগের মাথায় এসব কী বলছি। আমার ভগ্নিপতি কি এমন? ছি! তাকে তো আমি অনেক মহৎ ও দীনদার ব্যক্তি মনে করি।

আপনাকে বলছি–১৫

আমার এক প্রিয় বোন সাবিনা রায়হানা। একদিন একটি বিশেষ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপু! তুমি এই শুভক্ষণে দুলাভাইয়ের কাছে কী চাও? বোন বলল, আপনার দুলাভাই যেন দাড়িটা রেখে দেয়, আমি খুব খুশি হব। আল্লাহু আকবার! এমন পূণ্যবতী স্ত্রী পেয়েও যে স্বামী দাড়ি রাখতে ও ইসলাম মেনে চলতে পারে না, তাদের চেয়ে হতভাগা আর কেউ আছে কি?

আমরা তো সমাজে এটাই দেখি, বৌয়ের কথায় মানুষ রসূলুল্লাহ ﷺ এর আদেশ অমান্য করে ও আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করে[৭১] দাড়ি কামানোর মতো ঘৃণ্য পাপটিও করতে বিন্দুমাত্র ভাবে না। তারা ভুলে যায়, দাড়ি হচ্ছে নারী-পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য দানকারী অন্যতম নিদর্শন যা কামানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা গোঁফ অধিক ছোট করবে এবং দাড়ি ছেড়ে দিবে (বড় রাখবে)।[৭২]

---

৭১ দাড়ি হলো নারী-পুরুষের একটি সৃষ্টিগত মৌলিক পার্থক্য। মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টিবৈচিত্র। পুরুষের সৌন্দর্যবর্ধক। দাড়ি কামানো বা সেভ করার মানে হলো আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের স্পর্ধা দেখানো! এটাকে 'নারীর বেশ ধারণ'ও বলা চলে। হাদীসে এসেছে– রাসূল ﷺ নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষকে লানত করেছেন [বুখারী: ৫৮৮৫]। অবাক করা ব্যাপার হলো– এই কয়েক শতাব্দি ছাড়া ইতিহাসে এমন কোনো পুরুষ জাতি-সভ্যতা পাওয়া যায় না, যারা সম্পূর্ণ ক্লিন সেভ করে এভাবে নারীর বেশ ধারণ করতো! –ইবনু যাকির

৭২. বুখারী: ৫৮৯৩, মিশকাত: ৪৪২১।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি গোঁফ কেটে ফেলা ও দাড়ি লম্বা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৩]

আপনাকে বলছি–১৬

শ্রদ্ধেয় ভগ্নিপতি! আমার বোনটি যদি সংসারের বিশেষ কোনো ঘটনা বা জীবন যুদ্ধের কোনক্ষেত্রে কখনো আঘাত পেয়ে মন খারাপ করে নির্জনে নিভৃতে চোখের পানি ফেলতে থাকে আপনি তখন পৃথিবীর সমস্ত ভালবাসা আর মায়া-মমতা নিয়ে একান্তভাবে কাছে টেনে নিবেন। দেখবেন– সে ভুলে যাবে সব দুঃখ। সংসারের সব কষ্ট স্ত্রীরা ভুলে যায় যদি স্বামীর ভালবাসা পায়। আর সুযোগ বুঝে পর্দা রক্ষা করে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে একটু ঘুরে আসুন দূরে কোথাও। আপনি স্ত্রী নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন বহুদূর। প্রেমিকা নয়, স্ত্রীকেই বলুন– চলো যাই বহুদূর...!

আপনাকে বলছি–১৭

অধিকাংশ স্ত্রী নষ্ট হয় স্বামীর কারণেই। কারণ স্বামীরা অতি আবেগ আর ভালবাসা দেখাতে গিয়ে স্ত্রীর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। এভাবে স্ত্রী হয়ে উঠে আরো বেপরোয়া। আপনি কখনো স্ত্রীকে এভাবে মাথায় তুলবেন না। শাসন ও আদর এ দুটি বিষয় একত্র করেই তাকে নিয়ে সংসার জীবন অতিবাহিত করবেন। আশা করি পথ হারাবেন না। স্ত্রীর কথায় কখনো মা-বাবা, ভাই-বোনদের সাথে মন্দ আচরণ করবেন না। একজন মিথ্যাবাদী ও হতভাগা মানুষ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট– যা শোনা তা যাচাই না করেই সিদ্ধান্ত নেয়া।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে বেড়ায়।[৭৪]

আপনাকে বলছি–১৮

স্ত্রীরা তখন খুব বেশি আঘাত পায় যখন কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাড়ির সবার সামনে তাকে ছোট করা হয়। অনেক পুরুষ এবং বাড়ির লোকদের মন

---

৭৩ মুসলিম: ৬২৩, তিরমিযী: ২৭৬৩।

৭৪ মুসলিম: ৭, মিশকাত: ১৫৬।

এতটাই ছোট যে, তরকারিতে যদি লবণ একটু কম হয় বা ঝাল একটু বেশি হয় তবে আর যায় কোথায়! সবার সামনেই অনেক বাজে ব্যবহার করে। আমি এ দৃশ্যটি খুব কাছ থেকে জীবনে বহুবার দেখেছি। এটা ঠিক নয়। কারো সামনে স্ত্রীকে তিরস্কার করলে তার মানবিকতায় প্রচন্ড আঘাত লাগে। স্বামী সংসার থেকে তার মন উঠে যায়।

প্রিয় ভগ্নিপতি! দেখুন– আল্লাহর নবী কিন্তু কখনো খাবারের দোষত্রুটি প্রকাশ করতেন না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) কখনই খাবারের দোষ ধরতেন না। খাবার পছন্দ হলে খেতেন আর পছন্দ না হলে খেতেন না।[৭৫]

▣ আপনাকে বলছি–১৯

প্রিয় ভগ্নিপতি! নীচের হাদীসটি আমাকে অবাক করে দিয়েছে। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ

ঈমানের দিক থেকে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি– যার চরিত্র সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।[৭৬]

একজন পূণ্যবতী স্ত্রীর মর্যাদা কতটুকু হলে রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিকট উত্তম স্বামীর পরিচয় পাওয়ার ইঙ্গিত করেছেন। স্ত্রী যদি বলে, আমার স্বামী উত্তম, তবেই সে উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এই হাদীসটি মনে রাখতে পারলেই যথেষ্ট। শ্রদ্ধেয় ভগ্নিপতি! এবার ভাবুন তো– আপনি আপনার স্ত্রীর নিকট উত্তম কি না?

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের চরিত্র এমন সুন্দর ও পবিত্র করে দাও, যাতে সবচেয়ে কাছের মানুষ স্ত্রী থেকে নিয়ে সমাজের সকলের নিকট (ইসলামের দৃষ্টিতে) উত্তম হতে পারি।

---

৭৫ বুখারী: ৫৪০৯, মুসলিম: ৫৫০১, আবূ দাউদ: ৩৭৬৫।
৭৬ তিরমিযী: ১১৬২, সিলসিলা সহীহা: ২৮৪।

আপনাকে বলছি–২০

আমার এক বোনকে জিজ্ঞেস করা হলো– স্বামী সংসার নিয়ে সে কেমন আছে। বোনটি মুখে কোনো উত্তর না দিলেও তার দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া তপ্ত অশ্রুই জানান দিচ্ছিল বোনটি আমার কত সুখে আছে!

আমার এ বোনটিকে কেবল অর্থ-সম্পদের মোহেই তার মতের বিপক্ষে আনফিট একটা লোকের কাছে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। হে আমার ভগ্নিপতি! আপনার যুলুমের কারণে যদি আমার বোনের চোখে অশ্রু ঝরে তবে ভাই হয়ে আমার কাছে কেমন লাগবে তা যদি বুঝাতে পারতাম! স্ত্রীকে একটু সুখ দেয়া কি এতই কঠিন?

আপনাকে বলছি–২১

শ্রদ্ধেয় ভগ্নিপতি! মানুষের জীবনটা সিনেমার ছবির মতো নয় যে, পরীর মত সুন্দরী একটা বৌ হবে অথবা সে আপনার সব কথাই মেনে চলবে। হ্যাঁ, এমন হতে পারে। কিন্তু খুব কম মানুষের বেলায়ই তা জুটে। রসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু বলেছেন, মেয়েদের বাঁকা হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে; সুতরাং স্বভাবটা একটু বাঁকা হবেই। অতএব স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু আঘাত বা ভুলত্রুটি প্রকাশ পেতেই পারে। আগেই প্রস্তুত থাকবেন। শাসন ও আদরের সাথেই তা মুকাবেলা করবেন। মনে রাখবেন, ভাল স্ত্রী নিয়ে সংসার করাতে বীরত্বের কিছুই নেই। কিন্তু স্ত্রীর মন্দ আচরণগুলো ধৈর্যের সাথে মুকাবেলা করে তাকে নিয়ে সংসার করাতেই বীরত্বের পরিচয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاه فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُه كَسَرْتَه وَإِنْ تَرَكْتَه لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। আর পাঁজরের উপরের হাড়ই তো সবচেয়ে বাঁকা! যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙে যাবে। আর যদি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। অতএব তোমাদেরকে ওসীয়ত করা হলো নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য।[৭৭]

---

৭৭ বুখারী: ৫১৮৫।

আপনাকে বলছি–২২

প্রিয় ভগ্নিপতি! আলোচনা দীর্ঘায়িত করে আপনার সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। পবিত্র কুরআন সুন্নাহ থেকে বিশেষ কিছু বাণী তুলে ধরছি যা আপনাকে খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিবে, স্ত্রীর প্রতি আপনার দায়িত্ব কর্তব্য কতটুকু? আমি যা আলোচনা করেছি তা স্মরণ রেখে নীচের অংশটুকু পড়ে ঠান্ডা মাথায় কিছুক্ষণ চিন্তা করলে বুঝতে খুব বেশি কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, আমার বোনটির প্রতি আপনার করণীয় বা বর্জনীয় কাজগুলো কী। আসুন আমরা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যাই– আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন :

﴿لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اٰتَاهَا﴾

সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে। আর যার রিযক সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাথেকে। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর আরাম দিবেন। [সূরা আত-তালাক, ৬৫: ৭]

﴿وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾

জনকের উপর দায়িত্ব হল ভালভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা। কাউকেও সাধ্যের অতিরিক্ত হুকুম দেয়া হয় না। [সূরা বাকারা, ২: ২৩৩]

﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

হয় যথাযথ নিয়মে স্ত্রীকে রাখবে, নয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাকে ছেড়ে দেবে। [সূরা বাকারা, ২: ২২৯]

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

স্বামীদের যেমন অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর, স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে স্বামীদের উপর। [সূরা বাকারা, ২: ২২৮]

﴿وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا﴾

যদি তাদের মধ্যে অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পাও, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের সাথে শয্যা বন্ধ করো। তাদেরকে (সঙ্গতভাবে) প্রহার করো।

এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের উপর নির্যাতনের বাহানা খোঁজ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ। [সূরা নিসা, ৪: ৩৪]

নবী করীম ﷺ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–

إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

নিশ্চয়ই তোমার উপরও তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে।[৭৮]

কেবল স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর এমন নয়, স্বামীরও অধিকার আছে স্ত্রীর উপর। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী [রহ.] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

وَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حَقٌّ عَلَى الْآخَرِ

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের উপর।[৭৯] আরেকটি হাদীসে এসেছে–

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

স্ত্রীকে খাবার দেবে যখন যেমন তুমি নিজে খাবে এবং তার পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দেবে, যেমন মানের পোশাক তুমি নিজে গ্রহণ করবে।[৮০]

একদা হিন্দা رضي الله عنها প্রশ্ন করলেন–

يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

হে আল্লাহর রসূল! (আমার স্বামী) আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয় না। তবে আমি তাকে না জানিয়েই গ্রহণ করে থাকি। এটা কি জায়েয? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানাদির প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পারো।[৮১]

---

৭৮ বুখারী: ১৯৭৪, আহমাদ: ৬৮৬৭।

৭৯ উমদাতুল কারী, ২৯/৪৬০।

৮০ আবূ দাউদ: ২১৪২, মিশকাত: ৩২৫৯।

৮১ বুখারী: ৫৩৬৪, মুসলিম: ৪৫৭৪।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

স্ত্রীদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।[৮২]

يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

মেয়েলোক সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। তুমি যদি জীবন ভর কোনো স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ করো, আর কোনো এক সময় যদি সে তার মর্জির বিপরীত কোনো ব্যবহার তোমার মাঝে দেখতে পায় তাহলে তখনি বলে উঠে- আমি তোমার কাছে কোনদিন সামান্য কল্যাণও দেখতে পাইনি (জীবনে কখনও সুখ পাইনি)।[৮৩]

فاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ

স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহর কালেমার সাহায্যে তাদের ভোগ করাকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছ। আর তাদের উপর তোমাদের জন্যে এ অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সে কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তির দ্বারা তোমাদের দু'জনের মিলন-শয্যাকে মলিন ও কলঙ্কিত করবে না।[৮৪]

إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে তোমাদের স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্যেও রয়েছে তোমাদের উপর অধিকার। তোমাদের

৮২ তিরমিযী: ১১৬৩, ইবনে মাজাহ: ১৮৫১।

৮৩ বুখারী: ২৯, মুসলিম: ২১৪৭, মিশকাত: ১৪৮২।

৮৪ আবূ দাউদ: ১৯০৭, ইবনে মাজাহ: ১০২৫।

স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে স্থান দেবে না যাকে তোমরা পছন্দ করো না। তোমাদের ঘরে এমন লোককেও প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ করো না। আর সাবধান থেকো! তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে যে, তোমরা খাওয়া-পরার ব্যাপারে তাদের প্রতি ইহসান করবে।[৮৫]

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

তোমরা নারীদেরকে সদুপদেশ দাও। কেননা, নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে উপরের অংশ। যদি সেটা সোজা করতে যাও তবে ভেঙ্গে যাবে, আর যদি ছেড়ে দাও তো বাঁকাই থাকবে। অতএব তোমরা নারীদেরকে সর্বদা সদুপদেশ প্রদান কর।[৮৬]

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। কেননা, সে হয়তো তার কোনো বিষয় অপছন্দ করে, কিন্তু অন্য কোনো বিষয় অবশ্যই পছন্দ করবে।[৮৭]

وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ

মুখমন্ডলে প্রহার করবে না এবং গাল-মন্দ করবে না।[৮৮]

---

৮৫ ইবনে মাজাহঃ ১৮৫১, নাসাঈ কুবরাঃ ৯১৬৯।
৮৬ বুখারীঃ ৩৩৩১।
৮৭ মুসলিমঃ ১৪৬৯।
৮৮ আবূ দাউদঃ ২১৪২।

শ্রদ্ধেয় শ্বশুর-শাশুড়িদের বলছি

আমার বোনের শ্বশুর-শাশুড়িসহ যারা বাবা-মায়ের স্থানে আছেন আপনাদের সকলের প্রতি পরম শ্রদ্ধার সাথে কিছু বিষয় তুলে ধরছি। আমার একান্ত অনুরোধ, বিষয়গুলো একটু গুরুত্বসহকারে পড়ুন আর দেখুন সংসার জীবনে বাবা মায়ের ভুলগুলো কোথায়? মাফ করবেন, বাবা-মা ভুল করতে পারে এমন কথা বলার দুঃসাহস আমার নেই।[৮৯] আমি কেবল সমাজের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আপনাদের জীবনে এমন ভুল না থাকলেও সমাজের কোন বাবা-মা-ই যে এমন ভুল করে না বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। যাক, আগে পড়েই দেখুন না, যদি ভুল কিছু লিখে আপনাদের কষ্ট দিয়ে থাকি তবে সন্তান হিসেবে ক্ষমা করে দিবেন।

➪ চিত্র -১

পবিত্র কুরআন হাদীসে পিতা-মাতার মর্যাদার ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেয়ার পরও অনেক সন্তান তাদের নাফরমানি করে। কেন? এর পিছনে কি কোনই কারণ নেই? শ্রদ্ধেয় মা-বাবা! আপনাদের সন্তানকে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শে গড়ে তোলার মতো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি ভর্তি করে দিতে পেরেছিলেন? দুনিয়াবি শিক্ষা দেয়ার জন্য লাখ টাকা খরচ করলেও ইসলাম শিক্ষার জন্য দশ টাকা খরচ করতে চান না। সংসার জীবনের প্রথম রাতে স্বামী-স্ত্রীর দুয়া থেকে নিয়ে সন্তানের আকীকা আর কুরআন শিক্ষা দেয়াসহ তাদের প্রকৃত যেসব হক ছিল তা কি আপনারা আদায় করতে পেরেছিলেন? পারেননি।

জন্ম দিতে পারলেই প্রকৃতপক্ষে মা-বাবা হওয়া যায় না। পৃথিবীর অনেক প্রাণীই সন্তান জন্ম দেয়। তাহলে আপনাদের জন্যই কেবল আলাদা মর্যাদা কেন রাখা হয়েছে? এজন্যই যে, আপনারা জন্ম দেয়ার পর তাদের প্রতিটি হক আদায় করবেন।

---

৮৯ মা-বাবাও তো মানুষ। বিচার-ফায়সালা, জান্নাত-জাহান্নাম তো তাদের জন্যও আছে। আমাদের কাছে যদিও তারা মা-বাবা; কিন্তু আল্লাহর কাছে তো তারা স্রেফ বান্দা।

⇨ চিত্র - ২

যে সমস্ত পিতা-মাতা ছেলে-সন্তানের বিয়েতে দীনদারিতাকে প্রাধান্য না দিয়ে অর্থ-সম্পদ আর চেহারা-সুরতকে প্রাধান্য দেন তারা কিভাবে ছেলে আর ছেলের বৌ দিয়ে সুখের আশা করেন? আপনারা কী দেখে ছেলের বৌ ঘরে এনেছেন– তা আগে চিন্তা করুন। তারপর কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে বিচার নিয়ে যান। অর্থের লোভে বেদীন, বেপর্দা নারীকে ঘরে আনার অপরাধ কিন্তু আল্লাহ ভুলে যাননি। এত বড় অপরাধ করে আবার উল্টো আল্লাহর দরবারে বিচার দিচ্ছেন? তিনি কি আপনাদের বিচার গ্রহণ করবেন? দেখুন আল্লাহর নবী কী বলেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়– তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারি। সুতরাং তুমি দীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৯০]

⇨ চিত্র - ৩

এমনও অনেক পিতামাতা আছেন যারা অন্যায়ভাবে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেন। অর্থাৎ তাদের বৈধ অধিকার ও মতামতের কোনো মূল্য না দিয়ে জোর করে বিয়ে দেন। আপনারা বাবা-মা হয়েছেন বলেই যে ইসলাম ও সন্তানের ন্যায্য পছন্দ অপছন্দ তোয়াক্কা না করে গরু-ছাগলের মত গলায় ছুরি চালিয়ে দিবেন এটা কিন্তু আল্লাহর বিধান নয়। জোর করে যদি কোনো পিতা-মাতা মেয়ে বিয়ে দেয় তবে শরীয়তসম্মত হবে কিনা আগে একটু জেনে নেয়ার অনুরোধ রইল।

কিন্তু সমাজে প্রচলিত অবৈধ প্রেম সংক্রান্ত ঘটনার বিষয়টি ভিন্ন। তবুও ব্যাপারটি স্পর্শকাতর। তাছাড়া প্রেম-ভালবাসা নামক এসব যিনার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা-মাতাই দায়ী। তারা যথার্থ পরিবেশে সন্তানদের বড় করেন না। এমনকি অনেক মা-বাবা জেনেও প্রথমে কোনো পদক্ষেপ নেন না, এমন হাজারটা প্রমাণ সমাজে দেখানো যাবে।[৯১]

---

৯০. বুখারী: ৫০৯০, মুসলিম: ৩৭০৮।

৯১. এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়– স্বয়ং মা-বাবাই এসব ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। বলে থাকেন– তোর ভাই-ই তো, অমুক আন্টির ছেলে, তমুক আঙ্কেলের মেয়ে... যা ঘুরে আয়! এরপর যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটায় তখন কপাল চাপড়ে বলে, তোমাকে বিশ্বাস (!) করেছিলাম, আর সেই বিশ্বাসের এমন মূল্য দিলে...? সুতরাং সাধু সাবধান! –ইবনু যাকির

যাহোক বিয়ের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার যে অধিকার দান করেছেন তা যেন পিতা-মাতা স্মরণ রাখেন। আর সন্তানও যেন মা-বাবাকে ছোট না করে। কিন্তু যেসব পিতামাতা ছেলে-মেয়ের পছন্দকে নাকচ করে দেন এজন্য যে, তার পছন্দের পাত্র-পাত্রীটি গরিব। অথচ সন্তান যাকে পছন্দ করেছে সে পরিপূর্ণ ঈমানদার আল্লাহভীরু একটি মেয়ে বা ছেলে। এসব পিতামাতার অবস্থা কী হবে তা বিচারের দায়িত্ব তাদের কাছেই রাখলাম। জীবনে বহু পিতা-মাতাকেই দেখেছি অন্যায়ভাবে জোর করে ছেলে-মেয়েকে তাদের পছন্দের বিপক্ষে বিয়ে দিতে। শ্রদ্ধেয় মা-বাবা! বিয়ে কোনো পুতুল খেলা নয়। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে এর দায়ভার কে বহন করবে?

⇨ চিত্র-৪

সন্তানদের বিয়ের বয়স হয়ে যাওয়ার পরও যারা পড়ালেখা বা চাকরির দোহাই দিয়ে বিয়ে দিতে দেরি করছেন তারা পরে বুঝবেন যথাসময়ে বিয়ে না দিয়ে কি ভুলই না করেছেন জীবনে। আমার মনে বার বার প্রশ্ন জাগে, পিতা-মাতা কি করে ভুলে যান যৌবনের মারাত্মক অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের কথা। আর দীনদার ছেলে পেয়েও যারা মেয়েকে কেবল এ ভয়ে বিয়ে দেন না যে, ছেলে গরিব, কী খাওয়াবে? রাখবে কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা কি তাকদীরে বিশ্বাস করেন না?

আল্লাহর পথে কাজ করে বলে আপনি মনে করছেন– ছেলের কোনো বিপদ ঘটে যেতে পারে, ভাবেন যদি মেয়ে বিধবা হয়ে যায়? এসবই কুফরি চিন্তা। আচ্ছা, দশতলা বাড়ির মালিক ডাক্তার জামাই অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়ি চাপা পড়ে মরতে পারে না? হাজারও কোটিপতির মতো আমার আপনার জামাইও যে আল্লাহর হুকুমে পথের ভিখারী হতে পারে, তা কি বিশ্বাস করেন না? যেসব পিতা-মাতা তাকদীর মানে না তারা কি আসলে ঈমানদার? শ্রদ্ধেয় মা-বাবা! অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা এসবই ক্ষণিকের। দয়া করে বিয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দীনদারিকেই প্রাধান্য দিন। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই পাবেন, ইন শা আল্লাহ।

➩ চিত্র - ৫

মা-বাবার কারণে যে অনেক সন্তান দীন ইসলাম মেনে চলতে পারে না তা হয়ত আপনারা কেউ বিশ্বাসই করবেন না। কিন্তু আমি নিজ চোখে বহু মা-বাবাকে দেখেছি যারা সন্তানের ইসলাম মেনে চলা পছন্দ করেন না। ছেলের বৌ বোরকা পড়ে চলবে, আত্মীয়ের সামনে যাবে না, এটা হয় নাকি? আবার মেয়ের জামাই দাড়ি রাখবে, পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলবে, সমাজ ও দেশের প্রচলনের সাথে মিশে চলবে না এটা হলো? যারা এসব কুফরি চিন্তা মাথায় রাখেন তাদেরকে আমি মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি মনে করলেও ইসলাম বিরোধী এসব আচরণের কারণে মন থেকে শ্রদ্ধা করতে পারি না।

➩ চিত্র-৬

জীবনে হাজারও বার ভেবেও যে উত্তরটি আজও পাইনি তা হচ্ছে– প্রত্যেক বাবা-মা আর ভাই-বোন তাদের মেয়ে ও বোনকে ভালই বলে, কারো কাছে নিজের মেয়ে/বোন রাক্ষুসী, হিংস্র বা ভয়ঙ্কর কোনো নারী নয়। কিন্তু এই মেয়ে বা বোনটিই যখন অন্যের বাড়ির বধু সেজে যায় তখন সে ভয়ঙ্কর রাক্ষুসী এক নারীর মূর্তি ধারণ করে কেন? আমার বোনকে আপনি, আর আপনার বোনকেই তো আমি বিয়ে করেছি। মঙ্গলগ্রহের কোন প্রজাতির সাথে তো আমাদের বিয়ে-শাদি হচ্ছে না। তাহলে আমাদের বাড়িতে বড় হওয়া শান্তশিষ্ট কোমলমতি এ মেয়েটি আপনার বাড়ির বৌ হয়ে যাওয়ার পর যে এত খারাপ হয়ে গেল এর পিছনে কি আপনাদের কারো কোনো দোষ নেই? সব দোষই কি আমার বোনটির?

➩ চিত্র-৭

নিজের মেয়ে যদি হাজারও ভুল করে তবুও কিন্তু কেউ অন্যের কাছে বলে বেড়ায় না। কারণ বদনাম হবে। অনুরূপ নিজের বাবা-মা যদি হাজার অন্যায় আচরণও করে তবু মেয়ে অপরের কাছে তা প্রকাশ করে না কারণ তারা ছোট হবেন। কিন্তু ছেলের বৌ যদি ঘর ঝাড়ু দিতে গিয়েও একটু ভুল করে তাহলেও শাশুড়ি ভয়ংকর হিংস্র রূপ ধারণ করে বৌকে এমন গালমন্দ করে আর দশবাড়ি জানিয়ে সব মাথায় তুলে নেয়, যেন বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আবার শ্বশুর-শাশুড়ির কোন ভুল বা অন্যায়ও ছেলের বৌ হজম করতে রাজি হয় না। মানুষের কাছে জানিয়ে দেয়।

তার মানে শ্বশুর-শাশুড়ি পারেনি ছেলের বৌকে মেয়ের মত আপন করে নিতে; আর বৌও পারেনি তাদেরকে নিজের মা-বাবার মত শ্রদ্ধার চোখে দেখতে। আর এভাবেই অশান্তির সূচনা হচ্ছে। যদি শ্বশুর-শাশুড়ি বৌকে মেয়ের মত মনে করে আদর দিয়ে বুকে জড়িয়ে নিয়ে সবকিছু শিখাতো, তার ভুলগুলো মেয়ে হিসেবে ক্ষমা করতে পারতো বিশেষ করে অন্য বাড়ির লোকদেরকে বলে না বেড়াতো, আর বৌও যদি তাদেরকে মা-বাবা বলেই জানত তবে হয়ত এমনটা হত না। সংসারে ঝগড়া লাগলেও মীমাংসা হয়ে যেত। অন্তত এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করত না। আমার আগের প্রশ্নের উত্তর কিছুটা হলেও এ চিত্রে ফুটে উঠেছে। হে আমার বোনের শ্রদ্ধেয় শাশুড়ি! আমার বোনটি সব ছেড়ে আপনার বাড়িতে চলে গেছে, আপনি তাকে মেয়ে মনে করতে না পারেন আর সেও যদি আপনাকে মা মনে করতে না পারে তাহলে সে আপনার বাড়িতে থাকবে কি করে? কিভাবেই বা গড়ে উঠবে সুখের সংসার?

⇨ চিত্র-৮

তিরস্কার করলে বা কারো সামনে অপমান করলে মানুষ বিগড়ে যায়। ছেলের বৌ ভুল করতেই পারে। তাকে যদি একান্ত আপন করে সব হাতে-কলমে শিখিয়ে নেয়া যায় তবে আশা করা যায় সে মানবে। কিন্তু বাড়ির সবার কাছে বৌকে তিরস্কার-অপমান আর বিচারের মুখোমুখি করলে বা বৌয়ের ভুল ধরার জন্য পেছন পেছন লেগে থাকলে কি বৌ ভাল হবে? আর আমার বোনটিও যদি শ্বশুর-শাশুড়ির মুখে মুখে তর্ক করে বা তাদের পিছনে লেগে থাকে তাহলেও তো মহাবিপদ....।

⇨ চিত্র-৯

একটি করুণ বাস্তবতার কথা বলি। আপনারা যেন আবার কষ্ট না পান, আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সমাজে এমন চিত্র বহু দেখেছি বলেই তুলে না ধরে পারলাম না। ছেলের বৌ যদি একটু বেশি খায় বা বিশেষ কোনো খাবারের প্রতি একটু দুর্বল থাকে তাহলে বাড়ির লোকেরা এটা খুব খারাপ চোখে দেখে। অনেক সময় খোঁটা দিয়ে কর্কশ ভাষা ও তিরস্কারের সুরে বলেই উঠে– জিহ্বা এত লম্বা কেন? বাপের বাড়িতে কিছু চোখে দেখনি? কোনদিন মনে হয় এসব খাওনি, হ্যাঁ? ইত্যাদি সব ভাষা ব্যবহার করে। এমনও বহুবার শুনেছি, শ্বশুর-শাশুড়ি বলছে, "তোর জিহ্বা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলব...।"

হায়রে সমাজ! নিজের মেয়ে মাছের মাথা পছন্দ করলে কত খুশি হয়ে যায়। তার পাতে মাথাটা তুলে দেয়। বাজারে যাওয়ার সময় স্বামীকে বলে দেয় তাবাসসুম তো রুই মাছের মাথা খুব পছন্দ করে, রুই মাছ আনতে ভুলবেন না যেন...!

অথচ ছেলের বৌ যদি মাথা খেতে চায় তবে কত বদনাম হয়। কেন, বৌয়ের কি মাছের মাথা পছন্দ থাকতে পারে না? সে কি কারো আদরের মেয়ে ছিল না? কোনো খাবার বেশি পছন্দ করা কি তার অপরাধ? সমাজ যেন এটা মেনেই নিতে পারে না। যেসব শাশুড়ি তাদের বৌয়ের উপর এমন বেইনসাফি আচরণ করে তারা কি করে ভুলে যায় যে, তাদের আদরের একমাত্র মেয়েটিও তো অন্য কারো বাড়ির বৌ। আসলে আমরা যদি প্রত্যেকেই ন্যায় বিচার করতে পারতাম তবে আমরাও ন্যায় বিচার পেতাম!

⇨ চিত্র-১০

যৌতুক দেয়া-নেয়া এমন একটি ক্যান্সার যা সংসার নামক সুন্দর এ ভুবনকে তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ছেলের যদি কোনো লোভ নাও থাকে বাবা-মা যৌতুকের লোভ সামলাতে পারেন না। আর যৌতুকের কারণে বিয়ে করিয়ে সন্তানের জীবনকে ঠেলে দেয় বৌ আর শ্বশুর বাড়ির যাঁতাকলে।

⇨ চিত্র-১১

সমাজের আরেকটা নির্লজ্জ চিত্র– কী খেলাম, কী পেলাম আর কী দিলাম এ নিয়ে দর কষাকষি। ছেলের বৌ বাপের বাড়ি থেকে কী আনলো বা কী খাওয়াল অথবা মেয়ের জামাই খালি হাতে আসলো কেন, শ্বশুর-শাশুড়িকে লুঙ্গি-শাড়ি দিলো না কেন? এসব বিষয়ে ঝগড়া করার মতো নীচু মনের পরিচয় দেয়ার মানুষও কিন্তু সমাজে কম নয়।

⇨ চিত্র-১২

একদিন মাকে বললাম, মা! কখনো বেশি আশা করবে না। শুধু পেতে হবে এমন চিন্তা মাথায় আনবে না। ছেলের বৌ আমার অনেক সেবাযত্ন করবে এসব স্বপ্ন দেখার দরকার নেই। যদি ছেলে সন্তান তোমার জন্য কিছু করতে পারে তবে তো তাদেরই কল্যাণ। জানো মা, তারা কখনো সুখী হতে পারে না, যারা বেশি আশা করে। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সব অবস্থায় খুশি থাকবে। আর সন্তান লালন-পালন করেছ– এতে নেকি পাবে; এমন আশা রাখবে।

তুমি যদি একটু লক্ষ্য করে দেখো– একটি মুরগি দীর্ঘ ২৮-৩০ দিন ডিমগুলো তাপ দেয়। নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে যখন বাচ্চা ফুটায়, নিজে না খেয়ে বাচ্চাদের খাইয়ে, জীবনবাজি রেখে চিলের হাত থেকে রক্ষা করে বড় করে। এবার মুরগিওয়ালা তা বিক্রি করে দেয় অথবা জবাই করে খেয়ে ফেলে অথবা একদিন বাচ্চাগুলো এমনিতেই মাকে ছেড়ে চলে যায়। বিনিময়ে মা মুরগিটি কিছুই পায় না।

সারাটি জীবন এমন নিঃস্বার্থভাবে যদি একটি মুরগি তার সন্তানদের লালন-পালন করতে পারে তবে তুমি কি নিঃস্বার্থভাবে তা পার না? নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার এত বড় দৃষ্টান্ত একটি মুরগির কাছ থেকেও তো শেখা যায়। তাছাড়া বৃক্ষরাজি থেকে শুরু করে সব সৃষ্টির মাঝেই রয়েছে নিঃস্বার্থতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমার ভয় হচ্ছে, বইটি যদি কোনদিন আমার শ্রদ্ধেয় খালাম্মা পড়েন, তবে হয়ত আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। বলতে পারেন– কী...? এত্ত বড় কথা? ছোট মুখে এত বড় কথা মানায়? হোঁ! তাইলে কি মা'র কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে না? মাকে মুরগির সাথে তুলনা করা যায়? প্রাণপ্রিয় খালাজান! আপনি যা ইচ্ছে বলুন। আমার গর্ভধারিণী মা খুব ভাল করেই জানেন, একজন নেক সন্তান তার মা-বাবাকে কতটুকু সম্মান করে। তবে আমার কথাগুলো সেদিন খুব মন দিয়ে শুনে মা কেবল এতটুকুই বলেছিলেন, বাবা! তুমি এমন একটি বাস্তব এবং সত্য কথা বলেছ যা কখনো কারো মুখে শুনিনি।

➪ চিত্র-১৩

আল্লাহ মাফ করুন। এমনও কিছু মা দেখেছি, যারা ছেলের বৌ গরিব ঘরের মেয়ে বলে কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে থাকেন। আর এর চেয়েও বহু ধাপ এগিয়ে আছেন ঐসব মায়েরা যারা নিজের গর্ভে জন্ম নেয়া মেয়েটিকেও মারাত্মক আপত্তিকর ভাষায় আঘাত দিতে ছাড়েন না; যদি তার বিয়ে না হয় অথবা বিয়ে হতে বিলম্ব হয়। কথায় কথায় নিজের সন্তানকেও অভিশাপ দেয়। ...তুই মরিস না ক্যান? কত মানুষকে আল্লাহ নিয়ে নিচ্ছে তোকে কেন চোখে দেখে না? আর কত দিন মাথার উপর বোঝা হয়ে থাকবি? মরতে পারিস না?... ইত্যাদি যতসব মারাত্মক বাজে কথা। হে মানব জাতি! মা-বাবা হাজার কোটি ভুল করলেও তাদের বিচারের দায়িত্ব সন্তানের উপর দেয়া হয়নি। কিন্তু তাই বলে কি এসব ভাষা সন্তানকে বলা যায়? সন্তান কি এতে একটুও কষ্ট পায় না?

হে আল্লাহ! আমাদের মা-বাবাকে পূর্ণ দীনি বুঝ দান করো। তারা যেন আমাদের প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেন, সেই তাওফীক দান করো। আর আমাদেরকেও বানাও তাদের চক্ষু শীতলকারী। আমীন!

⇨ চিত্র-১৪

অনেক স্ত্রী আছে যারা সামান্য কিছু ঘটলেই বাপের বাড়িতে স্বামী সংসারের বিরুদ্ধে বিচার দেয়। মা-ও তখন মেয়েকে প্রশ্রয় দেয়। আর এভাবে মেয়েটি হয়ে উঠে আরো বেপরোয়া। মা-বাবার আস্কারা পেয়ে আরো বেশি খারাপ আচরণ করে। কেমন বৌ, যে স্বামীর বিরুদ্ধে বিচার দেয়? আর মা-বাবাই বা কেমন যে, যাচাই বাছাই না করে শোনামাত্রই মেয়ের জামাইকে শাসন করে ও মেয়েকে মন্দ আচরণের সুযোগ আরো বাড়িয়ে দেয়? কেন একবারও মেয়েকে প্রশ্ন করে না যে, তোমাকে বকেছে কেন? জামাই এ কথা কেন বলেছে? তুমি কী করেছো? এমনিতেই কি জামাই এমন করেছে? তাছাড়া সে তোমার স্বামী, তোমাকে শাসন করার অধিকার তার আছে...।

আমি বলছি না যে, মেয়েকে অত্যাচারের মুখে ঠেলে দিন। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে, আপনার আস্কারা পেয়ে মেয়েটি আরো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি আপনি ধমক দিতেন বা আশ্রয়-প্রশ্রয় না দিতেন, যদি বুঝিয়ে বলতেন, মা! সংসার জীবনে একটু এরকম হতেই পারে। হাজার হলেও তো তিনি তোমার স্বামী। উনারা তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি। সুতরাং স্বামীর বাড়ি ফিরে যাও। কেবলমাত্র মায়ের বাড়াবাড়ির কারণে অনেক মেয়েকে স্বামী-সংসার ছাড়তে দেখেছি। মেয়ে স্বামীর ঘর-সংসার করতে চায়, কিন্তু মা অথবা বাবা ব্যক্তিগত জিদ বা অহঙ্কারের কারণে ঘর সংসার করতে দেন না অর্থাৎ মেয়েকে ছাড়াছাড়ি করিয়ে নিয়ে আসেন।

অবশ্য আমার বাপজানরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট ধৈর্যশীল। এক্ষেত্রে মায়েরাই অন্যায়ভাবে মাতব্বরিটা একটু বেশি করেন। তবে মেয়ের প্রতি বাপের চেয়ে মায়ের টান একটু বেশি থাকার ফলেই অনেক সময় এমন হয়।

আরেকটা কথা– তাবিয-কবচ, কুফরি কালাম, ফকিরের ঝাড়-ফুঁক, সুতা পড়া, ত্যানা পড়া ইত্যাদি শিরক কাজের ব্যাপারে ভূমিকা রাখে শাশুড়িই বেশি। মেয়ে বা নাতি-নাতনীর সামান্য কিছু হলেই দৌড়ে চলে যান কবিরাজ আর তাবিয-কবচের কুফরি সব আখড়ায়। হে আল্লাহ! তুমি হেদায়েত দাও।

➪ চিত্র-১৫

অধিকাংশ বাবা-মা'র অভিযোগ হচ্ছে– আমার ছেলে বিয়ের পর পাল্টে গেছে। আগের মতো এখন আর খোঁজ-খবর নেয় না। আগের মতো খরচও দেয় না ইত্যাদি। সম্মানিত বাবা-মা! আপনাদের অভিযোগ আমি অস্বীকার করছি না, কারণ অনেক হতভাগা সন্তানই এমনটি করে থাকে বৌয়ের কুবুদ্ধিতে। কিন্তু আমার অনুরোধ– অভিযোগ আর অভিশাপ দেয়ার আগে ছেলের দিকটাও একটু বিবেচনা করুন–

তার সময় ও অর্থ আগের মতই আছে। কিন্তু স্ত্রী-সন্তানসহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন যোগ হয়ে তার দিকে বিশাল একটি পরিবার তাকিয়ে আছে। বিয়ের আগে আপনার ছেলে বেতন পেতো ধরুন ৭,০০০ টাকা। বিয়ের পরের দিনই তো আর ১৪,০০০ টাকা হয়ে যায়নি। আর আগের ২৪ ঘণ্টা সময়ও বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮ ঘণ্টা হয়ে যায়নি। কিন্তু স্ত্রী আর শ্বশুর বাড়ির লোক তো বিয়ের পর দিন থেকেই তার সাথে যুক্ত হয়েছে। আগে ছিল বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে একটি পরিবার। আর এখন স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি, শালা-শালীসহ আরেকটি পূর্ণ পরিবারও তার সাথে সম্পৃক্ত। নিজের পরিবারকে না দিয়েও বুঝানো যায়, কিন্তু স্ত্রী আর শ্বশুর বাড়ি সামলানো তো একটু বেশিই কঠিন।

প্রিয় বাবা-মা! আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি বুঝাতে চাচ্ছি, পরিস্থিতির কারণেও সন্তানকে একটু পাল্টাতে হতে পারে। সুতরাং আগেই বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেলের নামে বিচার আর অভিশাপ দেয়া উচিত হবে না। ছেলের জন্য দুয়া করুন। তাকে উপদেশ দিন। আল্লাহ আমাদের রহম করুন।

➪ চিত্র-১৬

পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি যুলুম করে এমন অভিযোগ তাদের শানে শোভা পায় না, তা আমারও অজানা নয়। কিন্তু নিরুপায় না হলে এমন অভিযোগ বার বার তুলে ধরতাম না। অনেক পিতা-মাতা আছেন, যারা সব সন্তানকে সমান করে অর্থ সম্পদ ভাগ করে দেন না। আবার অনেকে তো এক সন্তানকে সব লিখে দিয়ে অন্যদেরকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেন। তাছাড়া ছেলেদের নামে জমি লিখে দিয়ে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করার ঘটনা কোন্ সমাজে নেই? আবার ছোট ছেলে বা যে ছেলের সাথে মা-বাবা খায় তাকে বেশি এমনকি সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেয়ার ঘটনাও আমরা দেখি। জীবিত অবস্থায় জায়গা-জমি লিখে দিয়ে যাওয়া কি শরীয়তসম্মত?

হয়ত অনেক বলে ফেলেছি। হ্যাঁ, আলোচনা লম্বা হয়ে যাবার ভয়ে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল-আদিল্লা পেশ না করে কেবল মাত্র সমাজের বাস্তব চিত্রগুলো এতক্ষণ যাবত তুলে ধরছিলাম। পিতা-মাতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছি এমন অভিযোগের ভয় যদি আমাকে তাড়িত না করত তবে আরো অগণিত চিত্র এখানে তুলে ধরতে পারতাম।

➪ চিত্র-১৪

ছেলের বৌকে ভাল খাবার না দেয়া, নষ্ট ভাত আর তরকারি খেতে বাধ্য করা, বাড়ির সবার খাওয়া শেষ হলে বৌকে খেতে দেয়া, বৌকে তার পছন্দের খাবার একটু বেশি খেতে দেয়া তো দূরের কথা তার চাওয়া- পাওয়াকে চরমভাবে অস্বীকার ও অবমূল্যায়ন করা, আর ছেলের বৌকে তার বাপের বাড়ি যেতে না দেয়া, বৌয়ের বাপের বাড়ির লোক নিতে এসে আঘাত পেয়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়া, বিয়ের পর নতুন অবস্থায় সচারাচর স্বামী-স্ত্রী একটু বেশিই ঘুমোতে চায় কিন্তু শাশুড়ির কর্কশ ও অমানবিক আচরণে শান্তিতে একটু ঘুমাতে না পারা, রান্না-বান্না আর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে শত তিরস্কার ও অবহেলার স্বীকার হওয়া... এসব চিত্র আমরা সমাজে যখন দেখতে পাই তখন কতটুকু ব্যথা লাগে তা যদি বাবা-মাকে বুঝাতে পারতাম! ছেলের বৌয়ের সাথে এমন অমানবিক আচরণের সময় তারা কি একবারও ভাবেন না, আমার মেয়েকেও তো কারো ঘরে পাঠাতে হবে, যদি শ্বশুর বাড়িতে নিজের মেয়ে এমন নির্যাতনের স্বীকার হয়? হে আল্লাহ! তুমি মানুষকে মানবতা ও আল্লাহভীতি দান করো। আমীন!

তাছাড়া মায়েরা একথা কি করে ভুলে যায় যে, তারাও একদিন নববধু ছিল। বিয়ের পর নতুন অবস্থায় বৌয়েরা কী সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তা তারা ভুলে যান কিভাবে তা আমার আজও মাথায় আসে না। আসলে মানুষ অতীত ভুলে যায়, বর্তমানকে ধরে রাখা যায় না ফলে বর্তমান বলতে কিছু নেই আর ভবিষ্যত মানুষ জানে না। যার কারনেই মানুষ এত দুর্বল।

আলোচনা লম্বা হলে পিতা-মাতা ধৈর্যহারা হয়ে যেতে পারেন; আমি তাঁদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছি এমন অভিযোগ হয়ত সুশীল সমাজ করতে পারেন– এ ভয়ে মনের হাজারো কথা চাপা রেখে এখানেই থেমে গেলাম। তাদের নিয়ে আর কিছু লিখলাম না। আমার কথায় কোনো ভুল হলে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এ অধ্যায়টুকু পড়ে যেন সন্তান ও ছেলের বৌ আবার ভুল না

বুঝেন। একটা কথা মনে রাখবেন– আমি যাদের নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলাম তারা কি দূরের কেউ? তারা কি আমাদের শত্রু? (আসতাগফিরুল্লাহ) তারা তো আমাদেরই পিতা-মাতা। যাদের থেকে আমাদের জন্ম।

পরিশেষে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিছু বাণী তুলে ধরছি। দয়া করে শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা যেন বিষয়গুলো একটু লক্ষ্য করেন আর তাদের দায়িত্বসমূহ উদ্ঘাটন করে তা পালন করেন। পবিত্র কুরআনের বাণী–

﴿رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾

হে আমার রব! আমাকে সলাত প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আর আমার সন্তানদেরকেও। হে আমাদের রব! তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর। [সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৪০]

﴿وَوَصّٰى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

আর এ বিষয়ে ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় পুত্রগণকে অন্তিম উপদেশ দান করে গেছেন– হে পুত্রগণ! আল্লাহ এ দীনকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সূরা বাকারা, ২: ১৩২]

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾

আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সলাতের নির্দেশ দাও আর তাতে অবিচল থাকো। তোমার কাছে আমি রিযক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দিয়ে থাকি। উত্তম পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট। [সূরা ত-হা, ২০: ১৩২]

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

স্মরণ করো! যখন লুকমান (আলাইহিস সালাম) স্বীয় ছেলেকে উপদেশ প্রদান কালে বললেন, হে আমার ছেলে! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহাপাপ। [সূরা লুকমান, ৩১: ১৩]

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ– وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ

اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ- وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

হে আমার ছেলে! সলাত কায়েম করো, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে সবর করো। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। আর তুমি অহঙ্কারী বেশে মানুষকে অবহেলা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। আর তুমি তোমার চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু রাখো। নিঃসন্দেহে স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সবচেয়ে অপছন্দনীয়। [সূরা লুকমান, ৩১: ১৭-১৯]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করো ঐ অগ্নি হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন। তারা তা-ই করেন, যা তাদের আদেশ করা হয়। [সূরা তাহরীম, ৬৬: ৬] হাদীস থেকে–

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

প্রত্যেকটি সদ্যজাত সন্তান তার আকীকার নিকট বন্দি। সুতরাং তার জন্মের সপ্তম দিনে পশু জবাই করা (আকীকা) হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথার চুল মুন্ডন করা হবে।[৯২]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

আমর ইবনে শুয়াইব পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে

৯২ আহমাদ: ২০০৮৩, দারিমী: ২০২১, আবূ দাউদ: ২৮৩৯।

তাদেরকে সলাতের নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ হয়ে যায় তখন সলাতের জন্য (প্রয়োজনে) প্রহার করো এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দাও।[৯৩]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ وَأَدَّبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيْهِ

আবূ সাঈদ খুদরী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যার কোনো সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, সে যেন তার উত্তম নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদর্শ শিক্ষা দেয়। আর সন্তান যখন প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয় তখন যেন বিয়ে দেয়। প্রাপ্ত বয়স হওয়ার পরেও যদি তাকে বিয়ে না দেয় এবং সে যদি (যৌবনের তাড়নায়) কোনো পাপ কাজ করে বসে তবে এর গুনাহ হবে বাপের।[৯৪]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوْبٌ مَنْ بَلَغَتْ إِبْنَتُهُ إِثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَالِكَ عَلَيْهِ

উমর ইবনে খাত্তাব ও আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তাওরাত কিতাবে লেখা আছে– যার মেয়ে বার বছর বয়সে উপনীত হয়েছে আর তাকে তার পিতা বিয়ে দেয়নি ফলে মেয়ে যদি অপরাধ করে বসে তবে এর গুনাহ হবে বাপের।[৯৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি শিশু ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খৃস্টান ও অগ্নিপূজক বানায়। চতুষ্পদ প্রাণীর মতো, তুমি কি তাদের নাক-কান কাটা দেখতে পাও?[৯৬]

---

৯৩ আবূ দাউদ: ৪৯৫, মিশকাত: ৫৭২।

৯৪ শুয়াবুল ঈমান: ৮৬৬৬, মিশকাত: ৩১৩৮।

৯৫ শুয়াবুল ঈমান: ৮৬৭০, মিশকাত: ৩১৩৯।

৯৬ বুখারী: ১৩৮৫, মুসলিম: ৬৯২৬, আবূ দাউদ: ৪৭১৬।

বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বলছি

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক আকীদা পোষণ করা ও ইসলামের বিধি বিধান যথাযথভাবে মেনে চলা মানব জীবনে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। হিদায়াত বহু মূল্যবান জিনিস যা সবার ভাগ্যে জুটে না। আর তাইতো আমরা দেখি, একটি পরিবারে সকল সদস্য এক রকম আকীদা বা আমলদার হয় না। কেউ দীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলে, কেউ মানে আংশিকভাবে, আবার কেউ সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী মনোভাব নিয়ে চলে। ইসলামের কথা শুনলে তার গায়ে যেন আগুন লেগে যায়। আর এভাবেই পরিবারের মধ্যে অনেক সময় বিরোধ বা অশান্তি দেখা দেয়। অনেক পরিবারে দেখা যায় স্বামী স্ত্রী দু'জনই পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলতে চায় কিন্তু অন্যান্য সদস্যদের জন্য তা সম্ভব হয়ে উঠে না। বিশেষভাবে সমস্যা হয় পর্দার ব্যাপারটি নিয়ে। এ বিষয়টি কেউ মেনেই নিতে চায় না। দেবর/ভাসুরদের সাথে দেখা না দিলে সমালোচনার ঝড় উঠে যায়। আর একজন সাবালেগ ছেলে যে তার চাচী/মামীদের সাথে দেখা করতে পারবে না ইসলামের এ বিধান তো কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। বাড়ির সকল সদস্য ইসলামি মাইন্ডের না হলে যে কত জটিল সমস্যায় পড়তে হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না।

দেবর/ভাসুররা যখন ভাই-বৌ দেখার জন্য বা তাদের সাথে আড্ডা দেয়ার নেশায় ওঁৎ পেতে থাকে তখন আল্লাহর দীনদার বান্দা-বান্দিরা খুব বিপদে পড়ে যায়। আমি বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের অনুরোধ করছি– আল্লাহকে ভয় করুন। সুন্দর মন নিয়ে ইসলাম চর্চা করুন। আর আমার বোন ও ভগ্নিপতিকে ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো পর্দার বিধানটিও মানার সুযোগ করে দিন। পর্দা সংক্রান্ত বিষয়ে 'তোমাকে বলছি–২১' শিরোনামে যে আলোচনা গত হয়েছে তা আবারও পড়ুন। তাহলে বুঝতে পারবেন আমার বোনটি কেন আপনার সামনে আসতে চায় না। আর দেখুন আল্লাহর রসূল ﷺ কী বলেছেন–

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাকো। এক আনসার জিজ্ঞেস

করল, হে আল্লাহর রসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য।[৯৭]

একদিকে দেবরকে দ্বিতীয় বর অপরদিকে ভাসুরকে বাবা বা আপন বড় ভাইয়ের আসনে বসানো কি চরম হাস্যকর ও ইসলাম বিরোধী নয়? ভাইয়ের বৌকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া বা পরকীয়া প্রেমের ঘটনা কি আমাদের সমাজে নেই?

ফ্রি মাইন্ড বলতে আসলে ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নেই। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ যা নিষেধ করেছেন তা মানতেই হবে। কে খুশি বা বেজার হলো তা আমাদের দেখার বিষয় নয়। তবে মনে রাখতে হবে ইসলাম যারা বুঝে তারা অবশ্যই সকলের হক আদায় করতে জানে। দেবর/ভাসুরদের সামনে না যেয়েও তাদেরকে সম্মান বা মেহমানদারি করা যায়। আসুন, আমরা মনটা সুন্দর করি।

এদিকে যেসব ননদ বা ননাশ কথায় কথায় ভাই বৌকে দোষ ধরতে, তার নামে মিথ্যা নালিশ দিতে, বাপের বাড়ি থেকে কিছু না আনার খোঁটা দিতে মাজায় ওড়না বেঁধে নেমেছেন আমি তাদের সাবধান করছি। আপনারাও তো

---

৯৭ বুখারী: ৫২৩২, মুসলিম: ৫৮০৩, আহমাদ: ১৭৩৪৮, তিরমিযী: ১১৭১।
বি:দ্র: لْحَمْوُ শব্দের অর্থের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী বলেছেন– حَمْوٌ মানে স্বামীর ভাই– স্বামীর ছোট হোক বা বড়। ইমাম লাইস বলেছেন, 'হামো' হচ্ছে স্বামীর ভাই এবং তার মতো স্বামীর অপরাপর নিকটবর্তী লোকেরা। যেমন চাচাত, মামাত, ফুফাত ভাই ইত্যাদি। বরং এর সঠিক অর্থে বুঝা যায়– স্বামীর ভাই, স্বামীর ভাই পো, স্বামীর চাচা, চাচাত ভাই, ভাগ্নে এবং এদেরই মত অন্যসব পুরুষ যাদের সাথে এ মেয়েলোকের বিয়ে হতে পারে– যদি না সে বিবাহিতা হয়। কিন্তু নবী ﷺ এদের মৃত্যু বা মৃত্যুদূত বললেন কেন? এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে–
সাধারণ প্রচলিত নিয়ম ও লোকেদের অভ্যাসই হচ্ছে যে, এসব নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। এদের পারস্পরিক মেলামেশায় কোন দোষ মনে করা হয় না। ফলে ভাই বৌ-এর সাথে একাকীত্বে মিলিত হয়। এভাবে একাকীত্বে মিলিত হওয়াকে তোমরা ভয় করো যেমনভাবে তোমরা মৃত্যুকে ভয় কর। আল্লামা কাযী ইয়ায বলেছেন– স্বামীর এসব নিকটাত্মীয়ের সাথে স্ত্রীর (কিংবা স্ত্রীর এসব নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে স্বামীর) গোপন মেলামেশা নৈতিক ধ্বংস টেনে আনে। ইমাম কুরতুবী বলেছেন– এ ধরনের লোকেদের সাথে গোপন মিলন নীতি ও দীনের মৃত্যু ঘটায় কিংবা স্বামীর আত্মসম্মানবোধ তীব্র হওয়ার পরিণামে তাকে তালাক দেয় বলে তার দাম্পত্য জীবনের মৃত্যু ঘটে। কিংবা এদের কারোর সাথে যদি যিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার দন্ড দেয়া হয়, ফলে তার জৈবিক মৃত্যুও ঘটে। আল্লামা তাবারী বলেছেন, যেকোন অপছন্দনীয় ব্যাপারকে আরবরা 'মৃত্যু' বলে আখ্যায়িত করত।

একদিন শ্বশুর বাড়ি যাবেন। নারী হয়ে যদি একজন নারীর ব্যথাই না বুঝেন তবে আপনাদের পরিণামও ভাল হবে না, বলে রাখলাম কিন্তু।

ও...আরেকটা কথা! মহিলাদের জামা-কাপড়ও যে পর্দার আড়ালে শুকাতে হয়– যাতে পরপুরুষ না দেখে, আর সলাত-সিয়াম ও অন্যান্য বিধান মৃত্যুর সাথে সাথে মাফ হয়ে গেলেও পর্দা নামক বিধানটি যে মৃত্যুর পরও বিদ্যমান থাকে এসব বিষয় আমার বোনের বাড়ির মানুষেরা জানে কিনা কি জানি।

দরজা খোলা আছে

সংসার জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য যে দীর্ঘ আলোচনা এতক্ষণ করা হলো তা যদি কাজে না আসে তবে শেষ চেষ্টা হিসেবে কয়েকবার সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধানটি আমল করে দেখতে পারেন। দেখুন আল্লাহ কী সুন্দর সমাধান দিচ্ছেন–

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

যদি তোমরা তাদের মধ্যে অনৈক্যের আশংকা কর, তবে স্বামীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন এবং স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন সালিস নিযুক্ত করো। যদি উভয়ে মীমাংসা করিয়ে দেয়ার ইচ্ছে করে, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু জানেন, সকল কিছুর খবর রাখেন। [সূরা নিসা, ৪: ৩৫]

যদি তারপরও কাজ না হয় অথবা স্বামী-স্ত্রীর কেউ বেদীন হয়ে পশুর পর্যায়ে চলে যায়– যাকে নিয়ে সংসার করা কোনভাবেই আর সম্ভব নয়, তবে তালাক ও খোলা তালাকের দরজা খোলা আছে। ঘরে আগুন লাগলে দরজা বন্ধ করে পুড়ে মরতে হবে এমন অমানবিক বিধান ইসলামে নেই।

ভেবে-চিন্তে যদি মনে করেন আর সম্ভব নয়, তবে তালাক বা খোলা তালাকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। মহান আল্লাহ হয়ত উত্তম কোনো সাথী আপনার জন্য বরাদ্দ রেখেছেন।

"আপনি" করে বলছি বলে বোনটি আমার খুব চিন্তায় পড়ে গেছে হয়ত। ভাবছে, ভাই তো আমার কথা কিছুই বলল না। হে বোন! আমি দু'জনকেই বলেছি আর তাইতো তালাক এবং খোলা তালাকের কথা উল্লেখ করেছি। 'তালাক' দেয়ার অধিকার কেবল স্বামীর। আর তোমার জন্যে বের হওয়ার যে দরজা তার নাম 'খোলা তালাক' বুঝলে? এত কিছু বলতে গেলে তো আরেকটি বই হয়ে যাবে। যদিও ইচ্ছা ছিল জীবন-সংসার নিয়ে একটি এমফিল অথবা পিএইচডি থিসিস লিখি।

আচ্ছা শোনো, তালাকের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য সূরা তালাকের তাফসীর দেখো। তাছাড়া বাজারে অনেক বইও আছে। যদি না বুঝ তবে বিজ্ঞ কোনো সত্যবাদী আলেমের কাছে পরামর্শ নাও। আমাকে কখনো এসব জিজ্ঞাসা করো না। আমি অনেক বেশি আঘাত পাই। কারণ তালাক হওয়ার আশা নিয়ে এত আদরের বোনটি কারো হাতে তুলে দেইনি। তাছাড়া সংসারে ঝগড়াঝাটি বিরহ বিচ্ছেদ আমি সইতে পারি না বলেই দীর্ঘ সময় বিরক্ত করে এত কিছু বললাম। প্রিয় বোন ও ভগ্নিপতি! তাদের প্রতি সালাম, যারা ভালবাসতে জানে, আঘাত দিতে নয়। কারণ আমি ভালবাসাকেই ভালবাসি।

সন্তানের আকীকা ও ইসলামি নাম রাখা

সন্তান জন্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে তার কানে আযান দেয়া জরুরি। ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামত এ হাদীস রিজালশাস্ত্রবিগণ দুর্বল বলেছেন। কেবল আযানের হাদীসকেই আমরা এখনো সহীহ বলে জানি। নারী-পুরুষ যে কেউ শিশুর কানে আযান দিতে পারবে। আগে আমরা দেখতাম বাচ্চা হলে বাহিরে উচ্চ আওয়াজে আযান দেয়া হত। এটা ঠিক নয়। আযানের পরের কাজ হচ্ছে তাহনীক (تحنيق) করানো। তাহনীক বলা হয়– পরহেযগার কোনো আলেমকে দিয়ে খেজুর চিবিয়ে তার মুখের মিষ্টি লালা আঙুলের মাধ্যমে বাচ্চার মুখে দিয়ে বাচ্চার জন্য দুয়া করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাহনীক করতে এ দুয়া পড়েছেন–

اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ

হে আল্লাহ! তুমি তাকে দীনের গভীর বুঝ দান করো এবং ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও।[৯৮]

তবে শিরক বিদয়াত করে বা হারাম মিশ্রিত উপার্জন করে এমন আলেমের চেয়ে সাধারণ আল্লাহওয়ালা লোকের কাছে তাহনীক করানো উত্তম। এমন কোনো লোক পাওয়া না গেলে পরহেযগার কোন মহিলার কাছে নিয়ে যাবে, তবুও তাহনীক করাবে।

এরপর সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে হবে। বকরি, দুম্বা, ভেড়া এসব পশু দিয়েই আকীকা করতে হয়। গরু দিয়ে আকীকা হয় না। আবার অনেকে মনে করেন ছেলে হলে খাসি আর মেয়ে হলে ছাগল লাগে, এটা ঠিক নয়। ছেলে হোক মেয়ে হোক নর বা মাদী যেকোন প্রাণীই আকীকা করা যায়। তবে ছেলে হলে দুটি আর মেয়ে হলে একটি লাগে। কিন্তু আল্লাহর দয়া হচ্ছে, যদি কেউ অপারগ হয় তবে ছেলের পক্ষ থেকেও একটি চলবে। তবুও আকীকা যেন বাদ না পড়ে।

কিছু ভাই কুরবানির গরুর সাথে আকীকা কিভাবে যুক্ত করছেন তা আমরা জানি না। একই পশুতে কুরবানি ও আকীকা হবে না। কুরবানি ও আকীকার বিধান বা হুকুম এক নয়। আবার গরু দিয়ে তো এমনিতেই আকীকা হয় না। তাহলে ৭ম দিনে আকীকা করবেন, মাথার চুল ফেলে দিবেন ও সুন্দর নাম রাখবেন।

---

৯৮ আহমাদ: ২৩৯৭, মুস্তাদরাকে হাকেম: ৬২৮০।

এই তিনটি কাজ ৭ম দিনেই করতে হয়। অনেকে তিন দিন বা পাঁচ দিনেই আকীকা দিয়ে দেয়, এটা উচিৎ না। দুয়া করি, মহান রব যেন প্রতিটা মুসলিম পিতা-মাতাকেই সন্তান জন্মেও ৭ম দিনেই আকীকা করার তাওফীক দান করেন। তবে বিশেষ কারণবশত যাদের আকীকা দেওয়া হয়নি তারা পরবর্তীতে হলেও আকীকা আদায় করে নিবেন।

যদি অনেকের মত অজুহাত দেখিয়ে বলেন, হাতে টাকা-পয়সা নেই। তাহলে তো আর কিছু বলার থাকে না। তবে আপনার স্ত্রীর নরমাল ডেলিভারি না হয়ে যদি সিজার লাগত বা অন্য কোন সমস্যা হত তবে কিন্তু আপনি টাকা ঠিকই খরচ করতেন। অথবা সিজারে যে টাকা খরচ হল যদি আরো অনেক বেশি লাগত তবুও তো আপনি খরচ করতে রাজি হতেন কিন্তু সামান্য ক'টাকা খরচ করে আকীকা করতে আপনি কেন এত বাহানা খুঁজেন জানি না। নাকি আকীকা দিলে টাকা উঠানোর অনুষ্ঠান করা যায় না বলে বানোয়াট ও অনৈসলামিক খৎনা বা মুসলমানি অনুষ্ঠান[৯৯] করে টাকা উত্তোলনের অপেক্ষায় থাকেন?

আসলে অনেক মানুষ এখনও জানেই না যে, আকীকা কতটা জরুরি। আকীকা সংক্রান্ত হাদীসগুলো ভাল করে চিন্তা করলে খুব সহজেই বুঝা যায় আকীকা দেয়াটা কত জরুরি।

প্রিয় ভাই! আপনি যদি সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে টাকা জমাতেন, তাহলে কি আকীকা দিতে পারতেন না? সন্তান তো আর হঠাৎ করেই ভূমিষ্ট হয়ে যায়নি। সে তো দীর্ঘ ১০ মাস আগে থেকেই আগমনের সংবাদ দিয়েছে। কিন্তু আপনি আকীকার ব্যাপারে কেন প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি? তাহলে হয়ত আপনি আকীকার গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি বা ইসলামি বিধানের ব্যাপারে আপনার অবহেলা রয়েছে। আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, একজন রিক্সা চালকও ইচ্ছা করলে আকীকা করতে পারে। আর আপনি তো যথেষ্ট ধনী মানুষ। আসলে আপনি আকীকার হাদীসগুলো পড়েনইনি।

যাহোক আপনার বিশ্বাস করা উচিত, সপ্তম দিনে আকীকা দিতে হবে। বাচ্চার একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের মতো আকীকার ব্যবস্থাও আপনাকেই করতে হবে। এটা আপনি সহজভাবে মেনে নিন। সামান্য কিছু টাকার জন্য কৃপণতা করে আপনি আকীকা করলেন না, কিন্তু প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হাজার বিপদ আপনার সন্তানের হতে পারে এ আকীকা না দেয়ার কারণে।

৯৯ সুন্নতে খৎনাকে আমরা 'মুসলমানি' বলে থাকি, যা চরম ভুল।

আরেকটা কথা– সমাজে এখনও এমন কথা শোনা যায়, বাচ্চার বাবা-মা নাকি আকীকার গোশত খেতে পারে না? এটা কিন্তু চরম মিথ্যা। আকীকার গোশত বাচ্চার বাবা-মাসহ বাড়ির সবাই খাবে। পারলে প্রতিবেশি ও আত্মীয়কেও দিবে। আবার ডাক্তারের কথা শুনে ৭ দিনের দিন অনেকে বাচ্চার চুল ফেলতে চায় না, এটাও ভুল। রসূলুল্লাহ ﷺ চুল ফেলতে বলেছেন, সুতরাং চুল ফেলার মধ্যেই কল্যাণ। যারা ধনী মানুষ তারা অনেক টাকা দিয়ে আকীকার পশু কিনবেন। কৃপণতা করবেন না আর যারা গরিব তারা তাদের সাধ্য অনুপাতে কিনবেন। আকীকার পশুর দাঁত হলে উত্তম, তবে না হলেও চলবে। কিন্তু ইচ্ছা করে দাঁত ছাড়া দিবেন না। আসুন, আমরা ভাল করে আকীকা ও নামের ব্যাপারে যে হাদীসগুলো এসেছে তা দেখি আর গভীরভাবে চিন্তা করি–

عَنْ سَمُرَةَ بن جندب أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে হয়। মাথার চুল ফেলতে হয় এবং নাম রাখতে হয়।[১০০]

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى

সালমান ইবনে আমের আয-যব্বী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি সন্তানের সাথে আকীকা রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো।[১০১]

عَنْ سَلْمَانَ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْه دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى

সালমান ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, সন্তানের সঙ্গে আকীকা সম্পর্কিত। তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত (আকীকার জন্তু জবাই) করো এবং তার অশুচি (চুল, নখ ইত্যাদি) দূর করে দাও।[১০২]

---

১০০ আবূ দাউদ: ২৮৪০।

১০১ আহমাদ: ১৬২২৯, আবূ দাউদ: ২৮৪১, দারিমী: ২০১৯।

১০২ বুখারী: ৫৪৭১, আবূ দাউদ: ২৮৩৯, ইবনে মাজাহ: ৩১৬৪।

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ فَأَخْبَرَتْهُمْ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

ইউসুফ ইবনে মাহাক হতে বর্ণিত। তারা কয়েকজন একত্রিত হয়ে আবদুর রহমানের মেয়ে হাফসার নিকট গেলেন। তারা তাকে আকীকার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে জানান যে, তাকে আয়েশা জানিয়েছেন, ছেলে সন্তানের পক্ষে একই বয়সের দুটি বকরি এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষে একটি বকরি আকীকা দেয়ার জন্যে তাদেরকে রসূলুল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।[১০৩]

أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا

উম্মু কুরয হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ এর নিকট তিনি আকীকার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। রসূলুল্লাহ বললেন, ছেলে সন্তানের পক্ষে দুটি বকরি এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষে একটি বকরি (আকীকা দিতে হবে)। আকীকার পশু নর বা মাদী যাই হোক না কেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই।[১০৪]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

সামুরা ইবনে জুনদুব হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে হয়, মাথার চুল ফেলতে হয় এবং নাম রাখতে হয়।[১০৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ হাসান-হুসাইনের পক্ষ হতে একটি করে দুম্বা আকীকা করেছেন।[১০৬]

---

১০৩ তিরমিযী: ১৫১৩।

১০৪ তিরমিযী: ১৫৫০, নাসাঈ: ৪২২৮।

১০৫ আবূ দাউদ: ২৮৪৮।

১০৬ আবূ দাউদ: ২৮৪৩, মিশকাত: ৪১৪৫।

ছেলে-মেয়েদের কিছু ইসলামি নাম

➡ ছেলেদের নাম

ক্র.	নাম	আরবি	অর্থ
১.	আব্দুল্লাহ	عبد الله	আল্লাহর বান্দা
২.	আব্দুর রহমান	عبد الرحمن	পরম করুণাময়ের বান্দা
৩.	মুহাম্মাদ	محمد	প্রশংসিত
৪.	আহমাদ	أحمد	অধিক প্রশংসিত
৫.	আইমান	أيمان	ভাগ্যবান, ডান
৬.	আইসার	أيسر	অধিক স্বচ্ছল, সহজতর
৭.	মুসাফির	مسافر	সফরকারী, পথিক
৮.	নাসরুল্লাহ	نصر الله	আল্লাহর সাহায্য
৯.	ওলী উল্লাহ	ولي الله	আল্লাহর বন্ধু
১০.	সাজিদুর রহমান	ساجدالرحمن	আল্লাহকে সিজদাকারী
১১.	আবির	عابر	পথিক, মুসাফির
১২.	আব্দুল্লাহ সামী	عبد الله السامي	আল্লাহর উচ্চমনা বান্দা
১৩.	আব্দুল্লাহ আন-নাজী	عبد الله الناجي	আল্লাহর নাজাতপ্রাপ্ত বান্দা
১৪.	আব্দুল্লাহ আন-নাদি	عبد الله الندي	আল্লাহর দানশীল বান্দা
১৫.	আব্দুল্লাহ আন-নাবীহ	عبد الله النبيه	আল্লাহর বিচক্ষণ বান্দা
১৬.	আব্দুল্লাহ আয-যাকি	عبد الله الذكي	আল্লাহর মেধাবী বান্দা
১৭.	আব্দুল্লাহ আস-সাজিদ	عبد الله الساجد	আল্লাহর সিজদাকারী বান্দা
১৮.	আওসান	اوسان	জ্ঞান, বীরত্ব, সাহস
১৯.	আফরোয	افروز	উজ্জ্বলকারী, দৃপ্তিকারী

ক্র.	নাম	আরবি	অর্থ
২০.	আয্যাম	عزام	দৃঢ় সংকল্প, বাঘ
২১.	আয্যান	عزان	অত্যন্ত সহিষ্ণু, সাহাবির নাম
২২.	আযরাফ	اظرف	বুদ্ধিমান, অধিকতর মার্জিত
২৩.	আরকান	اركن	অধিকতর নির্ভরশীল
২৪.	আরহাম	ارحم	অধিকতর দয়ালু
২৫.	আকিফ	عاكف	ইতিকাফকারী, বসবাসকারী
২৬.	আকিব	عاقب	পরবর্তী
২৭.	আকীক	عقيق	মূল্যবান পাথর
২৮.	আবিক	عبق	সুরভিত, সুবাস ছড়ায় এমন
২৯.	আদিল	عادل	ন্যায়পরায়ণ
৩০.	আনাস	انس	ঘনিষ্ট বন্ধু, সাহাবির নাম
৩১.	আত্কা	اتقى	অধিকতর আল্লাহভীরু
৩২.	ইকবাল	اقبال	সৌভাগ্য, সমৃদ্ধ, উন্নতি
৩৩.	ইখতিয়ার	اختيار	পছন্দ, নির্বাচন, বাছাই
৩৪.	ইসফা	اصفاء	আন্তরিকতা, মনোনয়ন
৩৫.	ইতকান	اتقان	বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা, যথার্থতা
৩৬.	ইনজাদ	انجاد	সাহায্যকরণ, উদ্ধারকরণ
৩৭.	ইনজাব	انجاب	বংশমর্যাদা, আভিজাত্য, মহত্ত্ব
৩৮.	ইবরা	ابراء	আরোগ্যকরণ, মুক্তকরণ
৩৯.	ইমাদ	عماد	খুঁটি, স্তম্ভ, ঠেকনা
৪০.	ইরকান	اركان	নির্ভরতা, ভরসা, আস্থা

ক্র.	নাম	আরবি	অর্থ
৪১.	ইরফাদ	ارفاد	সাহায্য, সহায়তা,
৪২.	ইরফান	عرفان	জ্ঞান, পরিচয়, অবগতি
৪৩.	উবাইদা	عبيدة	প্রিয় বান্দা, ছোট্ট দাস, সাহাবির নাম
৪৪.	উবাইদুল্লাহ	عبيد الله	আল্লাহর প্রিয় বান্দা
৪৫.	উনাইস	انيس	অকৃত্রিম বন্ধু
৪৬.	কায়স	كيس	বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা
৪৭.	কানীন	كنين	গুপ্ত, গুপ্ত, আচ্ছাদিত
৪৮.	কাবিস	قابس	শিক্ষিত, জ্ঞানপ্রাপ্ত
৪৯.	কাযিম	كاظم	ক্রোধ সংবরণকারী
৫০.	কাশিফ	كاشف	প্রকাশকারী, উদ্ভাবনকারী
৫১.	কাসিত	قاسط	ন্যায় আচরণকারী, ন্যায় বিচারক
৫২.	কাসিব	كاسب	উপার্জনকারী, বিজয়ী
৫৩.	কিয়াম	قيام	সঠিক, খাঁটি, বিশুদ্ধ
৫৪.	খাত্তাব	خطاب	বড় বক্তা, বাগ্মী
৫৫.	খাদীন	خدين	বন্ধু, সুহৃদ, সঙ্গী, সহচর
৫৬.	খাব্বাব	خباب	কুশলী, নিপুণ, দক্ষ, সাহাবির নাম
৫৭.	খুবাইব	خبيب	ক্ষুদে কুশলী, সাহাবির নাম
৫৮.	গুফরান	غفران	ক্ষমা, মাফ, মার্জনা
৫৯.	যাকওয়ান	ذكوان	বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, মেধাবী

ক্র.	নাম	আরবি	অর্থ
৬০.	জামি	جامع	একত্রকারী, সংগ্রহকারী
৬১.	জিয়া	ضياء	আলো, উজ্জ্বলতা, চমক
৬২.	তমি	طامع	প্রবল আগ্রহী, আকাঙ্ক্ষী
৬৩.	তাকী	تقي	আল্লাহভীরু, সৎ
৬৪.	তাইফ	طائف	তাওয়াফকারী, প্রদক্ষিণকারী
৬৫.	তাকরীম	تكريم	সম্মানপ্রদান, মর্যাদাদান
৬৬.	তানভীর	تنوير	উজ্জ্বলকরণ, আলোকিতকরণ
৬৭.	তাবশীর	تبشير	সুসংবাদ, শুভ লক্ষণ
৬৮.	তাহসীন	تحسين	উন্নয়ন, উন্নতি, অলঙ্করণ
৬৯.	তাশবী	تشبيع	তৃপ্তকরণ, পরিতৃপ্তি, পূরণ
৭০.	তোশা	توشة	পাথেয়, মূল্যবান জিনিসপত্র
৭১.	নকিব	نقيب	নেতা, জিম্মাদার, দায়িত্বশীল
৭২.	নাদীফ	نضيف	স্বচ্ছ, খাঁটি, পরিচ্ছন্ন
৭৩.	নিদাল	نضال	সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা
৭৪.	নাজী	ناجي	নাজাতপ্রাপ্ত, নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত
৭৫.	নাফী	نافع	উপকারকারী, কল্যাণকর
৭৬.	নূতী	نوتي	নাবিক, কর্ণধার, মাঝি
৭৭.	নিবরাস	نبراس	প্রদীপ
৭৮.	নুমায়ের	نمير	ছোট বাঘ, স্বচ্ছ, নির্মল
৭৯.	নাবহান	نبهان	বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সচেতন
৮০.	ফাদী	فادي	উৎসর্গকারী

ক্র.	নাম	আরবি	অর্থ
৮১.	নাবিল	نبيل	মহৎ, বুদ্ধিমান
৮২.	নাদিম	نادم	লজ্জিত, অনুতপ্ত
৮৩.	অনিক	انيق	সুন্দর, মনোরম
৮৪.	মাহমুদুল হাসান	محمود الحسن	সুন্দরের প্রশংসিত
৮৫.	মাহদী	مهدي	হিদায়াতপ্রাপ্ত
৮৬.	মাহফূজ	محفوظ	সুরক্ষিত, নিরাপদ
৮৭.	মাহির	ماهر	কৌশলকারী
৮৮.	মূসা	موسى	নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত
৮৯.	মুশবি	مشبع	তৃপ্তিদায়ক, পরিতৃপ্তকারী
৯০.	মুশীর	مشير	নির্দেশক, পরামর্শদাতা
৯১.	মাহীদ হাসান	مهيد حسن	উত্তম সাধনাকারী
৯২.	রাইয়ান	ريان	পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত
৯৩.	রাফি	رافع	উত্তোলনকারী, উঁচুকারী
৯৪.	মান্না	مناع	প্রতিরোধকারী, বাধাদানকারী
৯৫.	বান্না	بناء	নির্মাণকারী, নির্মাণমিস্ত্রি
৯৬.	বাহী	باهي	উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান
৯৭.	রায়হান	ريحان	সুগন্ধি ফুল, জান্নাতি একটি ফুলের নাম
৯৮.	মারজান	مرجان	প্রবাল, মুক্তাদানা
৯৯.	মাশীত	ماشط	কেশবিন্যাসক, নরসুন্দর
১০০	মাশীদ	مشيد	সুদৃঢ়, সুউচ্চ

ক্র.	নাম	আরবি	অর্থ
১০১	মুশবি	مشبع	তৃপ্তিদায়ক, পরিতৃপ্তকারী
১০২	মুহিব	محب	প্রেমিক, বন্ধু
১০৩	রাইয়ান	ريان	পরিতৃপ্ত, পরিপূর্ণ, কোমল
১০৪	রাফি	رافع	উত্তোলনকারী
১০৫	রাহিল	راحل	ভ্রমণকারী
১০৬	রাহীব	رحيب	প্রশস্ত, বিস্তৃত
১০৭	শাহির	شهير	বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ
১০৮	সাইফ	سيف	তরবারি, অসি
১০৯	লাবীব	لبيب	বুদ্ধিমান, জ্ঞানী
১১০	সাদী	سعدي	সৌভাগ্যবান, সুখী
১১১	সামী	سامع	শ্রোতা, শ্রবণকারী
১১২	সিরহান	سرحان	নেকড়ে, সিংহ
১১৩	শাফী	شافع	সুপারিশকারী
১১৪	শামিল	شامل	অন্তর্ভূক্তকারী, ব্যাপক
১১৫	সাদীম	صديم	সুবিখ্যাত
১১৬	শারাফি	شرفي	সম্মানিত, গৌরবময়
১১৭	হাবীবুর রহমান	حبيب الرحمن	পরম দয়ালু আল্লাহর বান্দা
১১৮	হামীম	حميم	অন্তরঙ্গ বন্ধু
১১৯	হামীস	حميس	উৎসাহী, সাহসী
১২০	হাসীব	حسيب	হিসাবকারী
১২১	সাদ	سعد	সুখ, সৌভাগ্য

ক্র.	নাম	আরবি	অর্থ
১২২	তাহসিন	تحسن	উন্নয়ন, উন্নতি, সুন্দর
১২৩	উসামা	أسامة	সিংহ, সাহাবীর নাম
১২৪	আদীব	أديب	সাহিত্যিক, ভদ্র
১২৫	হাদিব	حدب	মায়াময়, সহানুভূতিশীল
১২৬	তাসনীম	تسنيم	জান্নাতি ঝর্ণা
১২৭.	তাহমীদ	تحميد	অধিক প্রশংসা, উচ্চ প্রশংসা
১২৮	নাইফ	نايف	উন্নত
১২৯	মুজাহিদুল ইসলাম	مجاهد الإسلام	ইসলামের সৈনিক
১৩০	মাহদী হাসান	مهدي حسن	সুন্দর হিদায়াতপ্রাপ্ত
১৩১	মাহমূদ	محمود	প্রশংসিত, প্রশংসনীয়
১৩২	মুবাশশির	مبشر	সুসংবাদ দানকারী
১৩৩	উমর	عمر	একজন সাহাবির নাম
১৩৪	আহসান	أحسن	অধিক সুন্দর
১৩৫	আবিদ হাসান	عابد حسن	ইবাদাতকারী
১৩৬	জুনাইদ	جنيد	সৈনিক
১৩৭	তানভীর	تنوير	উজ্জ্বলতা লাভ করা
১৩৮	নাসীম	نسيم	শীতল হাওয়া
১৩৯	নাহীর	نحير	উৎসর্গকারী
১৪০	সালমান	سلمان	নিরাপদ, নিখুঁত, সাহাবির নাম
১৪১	সাহরান	سهران	সজাগ, জাগ্রত, সতর্ক

➡ মেয়েদের নাম

ক্রম.	নাম	আরবি	অর্থ
১.	হুমাইরা	حميرة	লাল সুন্দরী
২.	তাহিরা	طاهرة	পবিত্রা, সতী
৩.	সাজিদা	ساجدة	সিজদাকারিণী
৪.	ফাতিমা	فاطمة	সদ্য দুধ ছাড়ানো শিশুর মা
৫.	আতিকা	عاتقة	মুক্তিপ্রাপ্তা, স্বাধীন
৬.	আতিফা	عاطفة	সহানুভূতিসম্পন্না, কোমলহৃদয়া
৭.	আতিয়া	عطية	প্রদত্ত বস্তু, দান, উপহার
৮.	আদিলা	عادلة	ন্যায়পরায়ণা, সত্যপরায়ণা
৯.	আফিয়া	عافية	সুস্থতা, ক্ষমাকারিণী
১০.	আবিকা	عبقة	সুরভিত, সুবাস ছড়ায় এমন
১১.	আবিরা	عابرة	পথিক, মুসাফির
১২.	আনিসা	أنيسة	কুমারী, বালিকা
১৩.	নাবিলা	نبيلة	বুদ্ধিমতী
১৪.	তামান্না	تمنى	আকাঙ্ক্ষা
১৫.	ইবরা	ابراء	আরোগ্য, মুক্তি, ক্ষমা
১৬.	ইশবা	اشباع	তৃপ্তি, পরিতৃপ্তি, পূরণ
১৭.	ইশরাত	عشرات	সঙ্গ, সম্পর্ক, বন্ধুত্ব
১৮.	ইসনা	اسناء	আলোকিতকরণ, ঔজ্জ্বল্য
১৯.	উমানা	أمنة	বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য

ক্রম.	নাম	আরবি	অর্থ
২০.	উসাইমা	أسيمة	ছোট নাম
২১.	কাতিফা	قاطفة	সংগ্রহকারিণী, চয়নকারিণী
২২.	কানিয়া	قانعة	পরিতৃপ্ত, অল্পে তুষ্ট
২৩.	কাফিয়া	كافية	যথেষ্ট, পরিপূর্ণ, যোগ্য
২৪.	গালিবা	غالبة	বিজয়িনী, সফল
২৫.	সবুরা	صبورة	ধৈর্যশীলা, সহনশীলা
২৬.	সাকিবা	ثاقبة	অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না, উজ্জ্বল
২৭.	সাফিয়া	صافية	পরিচ্ছন্না, নির্মলা, খাঁটি
২৮.	যাকিয়া	ذكية	মেধাবী, বুদ্ধিমতী
২৯.	তহুরা	طهورة	অধিক পবিত্র
৩০.	তাইবা	تائبة	তাওবাকারিণী, অনুশোচনাকারিণী
৩১.	তাওসিয়া	توسعة	প্রশস্ততা, ব্যাপকতা
৩২.	তাকিয়া	تقية	আল্লাহভীরু, ধার্মিক
৩৩.	তাহনিয়া	تهنئة	অভিনন্দন, মুবারকবাদ
৩৪.	তাহিয়া	تهية	অভিবাদন, সম্মান, শ্রদ্ধা
৩৫.	তাহিরা	طاهرة	পবিত্র, নির্মলা, পরিচ্ছন্ন
৩৬.	তুহফা	تحفة	উপহার, শিল্পকর্ম
৩৭.	নাতিকা	ناطقة	স্পষ্টভাষিণী, বাকশক্তিসম্পন্না
৩৮.	নাদিয়া	ندية	কোমল, উদার, দানশীলা
৩৯.	নাদিরা	نضرة	সতেজ, সজীব, সুন্দরী

ক্রম.	নাম	আরবি	অর্থ
৪০.	নাফিযা	نافذة	কার্যকর, সফল, প্রভাবশালী
৪১.	নাফুরা	نافورة	ঝর্ণা, প্রসবণ
৪২.	নাবিহা	نبهة	বুদ্ধিমতী, সচেতন
৪৩.	নাহিদা	ناهدة	উন্নতবক্ষা, সুন্দরী
৪৪.	নুসরা	نصرة	সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা
৪৫.	নুবহা	نبهى	অধিক বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ
৪৬.	নুসাইবা	نسيبة	উচ্চ বংশীয়া, সাহাবির নাম
৪৭.	নুহা	نهى	বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা
৪৮.	নিহলা	نحلة	উপহার, দান
৪৯.	রাইশা	ريشاء	পোশাকসমৃদ্ধা, ধনবতী
৫০.	রাজিয়া	راضية	সন্তুষ্টি, সুখী
৫১.	রাফিদা	رافدة	সাহায্যকারিণী,
৫২.	রাফিয়া	رفيعة	উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন
৫৩.	রিমা	ريمة	শ্বেত হরিণী
৫৪.	রুহবা	رحبى	অধিকতর প্রশস্ত
৫৫.	রোকেয়া	رقية	আকর্ষণীয়া, মায়াবিনী
৫৬.	লাবিকা	لبقة	বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণা
৫৭.	শাফিনা	شفنة	বুদ্ধিমতী, সুদর্শনা
৫৮.	শাফিয়া	شافية	নিরাময়কারিণী, তৃপ্তিদায়িনী
৫৯.	শারমিলা	شرميلا	লজ্জাবতী
৬০.	তাহমিনা	تحمينة	মূল্যবান

ক্রম.	নাম	আরবি	অর্থ
৬১.	মাহমূদা	محمودة	প্রশংসিতা
৬২.	মুফিদা	مفيدة	উপকারিণী
৬৩.	আইদা	عائدة	রোগীর সেবিকা, মুনাফা
৬৪.	ফাহিমা	فهيمة	বুদ্ধিমতী
৬৫.	তাসনীম	تسنيم	জান্নাতি ঝর্ণা
৬৬.	ফাহমীদা	فهميدة	বুদ্ধিমতী
৬৭.	ফারিহা	فريحة	সুখী
৬৮.	হাবীবা	حبيبة	প্রিয়া
৬৯.	হামিদা	حميدة	প্রশংসাকারিণী
৭০.	জামীলা	جميلة	সুন্দরী
৭১.	লাবীবা	لبيبة	জ্ঞানী
৭২.	মাইমুনা	ميمونة	ভাগ্যবতী/ডানপন্থী
৭৩.	শাকিলা	شكيلة	রূপবতী
৭৪.	শাকিরা	شاكرة	কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণী
৭৫.	আফীফা	عفيفة	সাধ্বী
৭৬.	আকিফা	عاكفة	ইতিকাফকারিণী, বসবাসকারিণী
৭৭.	নাদিরা	نادرة	বিরল
৭৮.	মাহিদা	مهيدة	তাপসী
৭৯.	রাফিয়া	رفيعة	উঁচু
৮০.	সাদিয়া	سعدية	সৌভাগ্যবতী
৮১.	সানজিদা	سنجيدة	বিবেচক

ক্রম.	নাম	আরবি	অর্থ
৮২.	আমিনা	أمينة	বিশ্বাসী
৮৩.	আনিকা	عنيقة	সুন্দরী
৮৪.	নাফিসা	نافسة	পবিত্রা
৮৫.	নুসরাত	نصرت	সাহায্য
৮৬.	রায়হানা	ريحانة	সুগন্ধি ফুল
৮৭.	মারিয়া	مارية	গৌরবর্ণা নারী
৮৮.	মালিহা	مليحة	লাবণ্যময়ী, সুন্দরী
৮৯.	আদিবা	أديبة	সাহিত্যিক
৯০.	তাবাস্‌সুম	تبسم	মুচকি হাসি
৯১.	নাজমা	نجمة	তারকা, দৃপ্তি
৯২.	মাহিরা	ماهرة	কৌশলী
৯৩.	মাজিদা	ماجدة	গৌরবময়ী
৯৪.	রুহমা	رحمى	অতী মায়াবী
৯৫.	রাজিয়া	راضية	পছন্দনীয়
৯৬.	রাফিদা	رافدة	সাহায্যকারিণী
৯৭.	আবিদা	عابدة	ইবাদাতকারিণী
৯৮.	রাশিদা	راشدة	পথনির্দেশিকা
৯৯.	তাবিয়া	تابعة	অনুগত নারী
১০০.	নাশিতা	ناشطة	আনন্দিত, উদ্যমী
১০১.	নাঈমা	نعيمة	নিয়ামত, সুখ
১০২.	মুসফিরা	مسفرة	উজ্জ্বল

ক্রম.	নাম	আরবি	অর্থ
১০৩.	মরিয়ম	مريم	সেবিকা, ঈসা [আ.] এর মায়ের নাম
১০৪.	মারজানা	مرجانة	মুক্তাদানা
১০৫.	মাঈশা	معيشة	জীবিকা, জীবনযাত্রা
১০৬.	মারজিয়া	مرضية	পছন্দনীয়, সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত
১০৭.	মারিয়া	مارية	শুভ্র, উজ্জ্বল, নবীপত্নির নাম
১০৮.	মারিহা	مرحة	উৎফুল্ল, প্রফুল্ল, প্রাণবন্ত
১০৯.	মালিহা	مليحة	লাবণ্যময়ী, সুন্দরী
১১০.	মাশফিয়া	مشفية	আরোগ্যপ্রাপ্তা, রোগমুক্ত
১১১.	মাহিরা	ماهرة	সুদক্ষ, অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ
১১২.	মুনীরা	منيرة	আলোকিতা, দৃপ্তিপ্রাপ্তা
১১৩.	সাকীনা	سكينة	প্রশান্তি, আত্মপ্রত্যয়
১১৪.	সায়িমা	صائمة	সিয়াম পালনকারিণী
১১৫.	রুহী	روحي	আত্মা সম্পর্কিত
১১৬.	যারীফা	ظريفة	বুদ্ধিমতী, মেধাবী
১১৭.	যাহিদা	زاهدة	তাপসী, সংযমশীলা
১১৮.	যুফরা	ظفرى	অধিক সফল, কৃতকার্য
১১৯.	যুলফা	زلفى	নৈকট্য, মর্যাদা, বাগান
১২০.	মানসূরা	منصورة	সাহায্যপ্রাপ্তা
১২১.	সুমাইয়া	سمية	উন্নত, সম্মানিতা

বাচ্চাদের চিকিৎসা

অনেক সময় দেখা যায়, বাচ্চারা খুব কান্নাকাটি করে। রাতে হঠাৎ করে চিৎকার দিয়ে উঠে। আবার অনেক সময় বুকের দুধ পান করতে চায় না। পেটব্যথায় কাঁদে ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা আমরা শিশুদের মাঝে দেখতে পাই এবং এ নিয়ে খুব পেরেশান থাকি। অজ্ঞ লোকেরা তাবিয-কবচ, তাগা-সূতা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। তারা বিশ্বাস করতে চায় না যে, এসব ব্যবহার করা শিরক। আবার অনেকে পানি পড়া, ঝাড়-ফূঁক ইত্যাদি নানাবিধ চিকিৎসা গ্রহণ করে বাচ্চাকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

বৈধ-অবৈধ যেকোন উপায়েই হোক বাচ্চা সুস্থ করার নানা পথ মানুষ অবলম্বন করলেও হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করে না। ছোট বাচ্চা সন্ধ্যার সময় বাইরে থাকলে, বাচ্চার মা বিসমিল্লাহ না বলে দুধ পান করালে ও বেপর্দায় চললে যে বাচ্চার প্রতি দুষ্ট জিনদের আছর পড়ে। আর এর ফলে যে বাচ্চার ম্যাত্মক ক্ষতি হয় তা হয়ত অনেকে জানেই না।

সন্ধ্যার সময় বাচ্চাদের ঘরে তুলে দরজা জানালা বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করে দিন। কোনো দরকারে দরজা-জানালা খুলতে হলে আবার বিসমিল্লাহ বলেই খুলুন। তাছাড়া ঘরে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করুন বা শুনুন। ছবি, মূর্তি, কুকুর এসব নাপাকি দূর করুন। বাচ্চা সুস্থ্য থাকবে ইন শা আল্লাহ।

রাতে ও ফজরের পর সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁ দিন। আল্লাহ মাফ করবেন। সন্ধ্যাকালে যে খারাপ জিন-শয়তান যমিনে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাচ্চাদের ক্ষতি করে তা আপনি নীচের হাদীসখানা পড়লে বুঝতে পারবেন–

عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ أَوْ قَالَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوْهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا

জাবির (ﷺ) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, সূর্যাস্তের পরপরই যখন রাত শুরু হয় অথবা বলেছেন, যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ ঢেকে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমার বাসনপত্র ঢেকে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। সামান্য কিছু হলেও তার উপর দিয়ে রাখো দাও।[১০৭]

১০৭ বুখারীঃ ৩২৮০, মুসলিমঃ ২০১২। বিঃ দ্রঃ আল্লাহর নাম স্মরণ করা মানে বিসমিল্লাহ বলা।

একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু দুয়া

একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু দুয়া

মহান আল্লাহর যিকর করা অর্থাৎ তাঁকে স্মরণ করা ও ডাকা কত জরুরি তা নিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু দলীল পেশ করি, তারপর দুয়া নিয়ে কিছু কথা বলে দৈনন্দিন জীবনের জরুরি দুয়াগুলো তুলে ধরব ইন শা আল্লাহ। পবিত্র কুরআন থেকে কিছু আয়াত পেশ করছি, ভাল করে পড়ুন। একটু ভাবুন, বুঝার চেষ্টা করুন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

যেমন (তোমরা আমার একটি অনুগ্রহ লাভ করেছ যে) আমি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতগুলো তোমাদেরকে পড়ে শোনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় এমন সব বিষয়, যা তোমরা জানতে না। [সূরা বাকারা, ২: ১৫২]

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

যারা আল্লাহকে দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় স্মরণ করে এবং আসমান ও যমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে। (বলে) হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সুতরাং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করো। [সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৯১]

﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾

তোমার রবকে মনে মনে বিনয়ের সঙ্গে ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ করো আর উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না। [সূরা আরাফ, ৭: ২০৫]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। [সূরা আহযাব, ৩৩: ৪১-৪২]

এবার হাদীসের দিকে লক্ষ্য করুন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে লোক দৈনিক একশত বার পাঠ করবে "লা- ইলা-হা ইল্লালাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর" (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সমস্ত জিনিসের উপর শক্তিশালী) সে দশটি দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব অর্জন করবে। আর তার জন্য একশটি সওয়াব লেখা হবে এবং তার একশটি গুনাহ মুছে দেয়া হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সে শয়তানের (আসর ও ওয়াসওয়াসা) থেকে মুক্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন আর কেউ তার চাইতে উত্তম আমলসহ উপস্থিত হবে না, একমাত্র সেই লোক ব্যতীত যে তার চাইতে অধিক আমল করেছে।

আর যে লোক প্রতিদিন একশত বার বলবে, "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয় (সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে)।[১০৮]

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

যে লোক "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর" দশবার পাঠ করে, সে যেন ইসমাঈল (আঃ) এর বংশের চারটি সন্তানকে গোলামি থেকে মুক্ত করলো।[১০৯]

---

১০৮ বুখারী: ৩২৯৩, মুসলিম: ৭০১৮।
১০৯ বুখারী: ৬৪০৪, মুসলিম: ৭০২০।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ فَقَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট যে কথাটি সর্বাধিক প্রিয় সেটি কি আমি তোমাকে বলবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, অবশ্যই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কথাটি হচ্ছে– *সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি*।[১১০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সলাতের পর যে ব্যক্তি তেত্রিশবার *সুবহানাল্লাহ*, তেত্রিশবার *আল হামদুলিল্লাহ*, তেত্রিশবার *আল্লাহু আকবার* পাঠ করে এবং একশত পূর্ণ করার জন্য একবার "*লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর*" পাঠ করে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমান হয়।[১১১]

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার রবের যিকর করে আর যে ব্যক্তি তার রবের যিকর (স্মরণ) করে না এমন দু'ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে জীবিত ও মৃতের মতো।[১১২]

চমৎকার আরও একটি হাদীস পেশ করছি। যিকর বা দুয়ার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এ হাদীসগুলোই যথেষ্ট মনে করছি। আপনি এবার নিজেই চিন্তা করুন আল্লাহর যিকির করবেন, নাকি গাফেলদের মতো সকাল-সন্ধ্যা ঘুমাবেন আর আড্ডা দিবেন?

---

১১০ মুসলিম: ৭১০২, সহীহাহ: ১৪৯৮।

১১১ মুসলিম: ১৩৮০, আহমাদ: ৮৮৩৪।

১১২ বুখারী: ৬৪০৭, মুসলিম: ১৮৫৯।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَا خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ঘোষণা করেন– আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[১১৩]

প্রিয় মুসলিম ভাই-বোনেরা! একটি কথা মনে রাখবেন– দুয়া-কালাম হচ্ছে জিন ও ইনসান নামক দু'টি জাতির যাবতীয় ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। মানুষ যেমন চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী ইত্যাদি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় অনুরূপ জিন-শয়তান দ্বারাও তারচেয়ে মারাত্মক হামলা বা বিপদের সম্মুখিন হতে পারে। কোনো ফাসিক বা মুশরিক যদি কারো ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ করে তবে সে গুরুতর কুফরি কাজ করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার মাধ্যমে জিন-শয়তানকে খুশি করে। তারপর সে জিন শয়তান তাকে বলে, তোমার কুফরির কারণে আমি খুব খুশি হয়েছি এবার বলো কী করে দিতে হবে? তখন ঐ মুশরিক বা ফাসিক কবিরাজ ব্যক্তিটি বলে অমুকের এই এই ক্ষতি সাধন করতে হবে। তখন সেই জিন শয়তান তার দলবলকে ডাকাত বা কিলার গ্রুপের মত কোনো ব্যক্তির পিছনে লাগিয়ে দেয় তার ক্ষতি করার জন্য। জিন-শয়তান তার পিছু নেই ও সুযোগ খুঁজতে থাকে– কখন তাকে ধরা যায় বা তার ক্ষতি করা যায়। যার পিছনে জিন শয়তান পাঠানো হয়েছে সে যদি কখনো দুয়া ছাড়া থাকে যেমন টয়লেটে

১১৩ বুখারী: ৭৪০৫, মুসলিম: ৬৯৮১, তিরমিযী: ৩৬০৩, ইবনে মাজাহ: ৩৮২২, আহমাদ: ৭৪২২।

প্রবেশ করতে দুয়া পড়ল না বা ঘুমানোর আগের যিকিরগুলো পাঠ করল না এরূপ যেখানের যে দুয়া তা যদি কখনো ছেড়ে দেয় ঠিক তখনই জিন-শয়তান তার ক্ষতি করার সুযোগ পেয়ে যায়। সুতরাং দুয়া-কালাম, যিকির-আযকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আপনার সর্তকতা কামনা করছি। তাছাড়া একজন মুমিন হিসেবে মহান রবকে ডাকার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করে দুনিয়া ও আখেরাতে আপনি সফলকাম হন এটাই আমাদের কামনা। আমরা আপনাকে হাজারো দুয়া থেকে জরুরি কিছু দুয়া মুখস্থ ও আমল করার জন্য অনুরোধ করে তা পেশ করছি। আপনি দুয়াগুলো মুখস্থ রাখুন আর আমল করে দেখুন– ফল পাবেন নিশ্চিত। তবে দুয়া কবুলের অন্যতম শর্ত হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর প্রতি দরূদ পড়া। আর ঈমান-আকীদা সহীহ এবং রুজি হালাল হওয়া। তাছাড়া দুয়া করে তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আসুন আমরা রবকে ডাকি, তাঁর কাছেই চাই।[১১৪]

১। নব-দম্পতির জন্য দুয়া

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

উচ্চারণ: বা-রাকাল্লা-হু লাকা অবা-রাকা আলায়কা অজামাআ বাইনাকুমা ফী খাইর।

অর্থ: আল্লাহ তোমার জন্য (এই বিয়েতে) বরকতপূর্ণ করুন। তোমার উপর বরকত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত রাখুন।[১১৫]

২। বাসর ঘরে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে স্বামী যে দুয়াটি পড়বে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা জাবালতাহা আলাইহি, অআউযু বিকা মিন শার্‌রিহা অশার্‌রি মা জাবালতাহা আলাইহি।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং যে প্রকৃতির উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট এর অকল্যাণ এবং যে প্রকৃতির উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ তার অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১১৬]

---

১১৪ আরবি এমন একটি ভাষা যার বাংলা উচ্চারণ যথার্থভাবে লেখা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং দুয়াসমূহ মূল আরবি দেখেই মুখস্থ করুন। প্রয়োজনে কোনো বিজ্ঞলোকের সহযোগিতা নিন অথবা আমাদের নিকট ফোন করুন। –লেখক

১১৫ তিরমিযী: ১০৯১, আবূ দাউদ: ২১৩২, ইবনে মাজাহ: ৭০৮।

১১৬ আবূ দাউদ: ২১৬২, ইবনে মাজাহ: ২২৫২, মিশকাত: ২৪৪৬।

৩। স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পূর্বে যে দুয়াটি পড়বে–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্ব-না অজান্নিবিশ শায়ত্ব-না মা রাযাকতানা।

অর্থ: আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

এই সহবাসে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তানকে শয়তান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।[১১৭]

৪। নেক স্ত্রী ও সন্তান লাভের দুয়া

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

উচ্চারণ: রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়া-জিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুররাতা আ'য়ুনিউ ওয়াজআল্‌লানা লিলমুত্তাকীনা ইমামা।

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করো যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও। [সূরা ফুরকান, ২৫: ৭৪]

৫। যে দুয়া পড়লে আল্লাহ নেক সন্তান দান করেন

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

উচ্চারণ: রব্বী হাবলী মিনাস স-লিহীন।

অর্থ: হে আমার রব! তুমি আমাকে সৎকর্মশীল নেক সন্তান দান করো। [সূরা সফফাত, ৩৭: ১০০]

৬। ঋণ মুক্ত হয়ে হালাল রুজি বৃদ্ধি পাবে যে দুয়া পড়লে

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়া-ক।

---

১১৭ বুখারী: ১৪১, মুসলিম: ৩৬০৬, আবূ দাউদ: ২১৬৩।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুজি দিয়ে হারাম রুজি থেকে আমার জন্য যথেষ্ট করো এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করো।[১১৮]

৭। দুশ্চিন্তাসহ অনেক সমস্যা হতে মুক্ত হবেন যে দুয়া পড়লে

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি অল হুযনি অল আজ্যি অল কাসালি অল বুখ্লি অল জুব্নি ওয়া যালাইদ্ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১১৯]

৮। যে দুয়া পড়লে আল্লাহ আপনাকে শিরক হতে বাঁচাবেন

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَم

ক) *উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ'লামু।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[১২০]

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

খ) *উচ্চারণ: আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইআ।*

অর্থ: আল্লাহ আল্লাহ আমার রব। আমি তাঁর সাথে কিছুকে শরীক করি না।[১২১]

৯। বার্ধক্যজনিত কষ্টের হাত থেকে বাঁচার দুয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

১১৮ তিরমিযী: ৩৫৬৩, আহমাদ: ১৩১৯, মিশকাত: ২৪৪৯।
১১৯ বুখারী: ২৮৯৩, আবূ দাউদ: ১৫৫৭, তিরমিযী: ৩৪৮৪।
১২০ আদাবুল মুফরাদ: ৭১৬, মাজমাউয যাওয়াইদ: ১৭৬৭০।
১২১ আবূ দাউদ: ১৫২৭, ইবনে মাজাহ: ৩৮৮২।

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়া আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি ওয়া আউযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিদ্দুন্‌ইয়া ওয়া আযাবিল কাব্‌র।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার (বার্ধক্যের) বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[১২২]

১০। সলাতে সিজদায় পাঠ করার গুরুত্বপূর্ণ একটি দুয়া

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ وَدِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী যাম্বী কুল্লাহু ওয়া দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আউওয়ালাহু, ওয়া আখিরাহু ওয়া 'আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহ।[১২৩]

১১। জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে বাঁচার দুয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান না-র।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম হতে বাঁচতে চাই।[১২৪]

১২। ফজরের সলাতে সালাম ফিরানোর পর যে বিশেষ দুয়াটি পড়া জরুরি

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিআঁউ ওয়া রিযকান তাইয়িবাঁউ ওয়া আমালাম মুতাকাব্বালা।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।[১২৫]

---

১২২ বুখারী: ৬৩৭০, মুসলিম: ৭০৫১।
১২৩ মুসলিম: ১১১২, ইবনে হিব্বান: ১৯৩১, ইবনে খুযাইমা: ৬৭২, মিশকাত: ৮৯২।
১২৪ আবূ দাউদ: ৭৯২, ইবনে মাজাহ: ৩৮৪৬, ইবনে হিব্বান: ৮৬৮, ইবনে খুযাইমা: ৭২৫।
১২৫ আহমাদ: ২৬৫২১, ইবনে মাজাহ: ৯২৫, ইবনে হিব্বান: ৮২।

১৩। বাড়ি এসে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে যে দুয়াটি পড়বেন

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি ওয়া লাজনা, ওয়া বিস্‌মিল্লা-হি খারাজনা, ওয়া আলা রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ: আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহ্‌র নামেই আমরা বের হই এবং আমরা আমাদের রব আল্লাহর উপরই ভরসা করি।[১২৬]

১৪। বিপদে পড়ে যে দুয়া পড়লে বিপদ মুক্ত হয়ে তার পরিবর্তে উত্তম কিছু পাবেন

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْراً مِّنْهَا

উচ্চারণ: ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন, আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী অখলুফলী খাইরাম মিনহা।

অর্থ: আমরা তো আল্লাহরই, এবং আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে সওয়াব দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর।[১২৭]

[বিঃ দ্রঃ দুয়াটি পড়তেই থাকুন যতদিন বিপদমুক্ত না হচ্ছেন। তবে বিপদ মুক্ত হলেও পড়বেন]

১৫। সড়কপথে যানবাহনে উঠে যে দুয়া পড়বেন

যানবাহনে উঠতে *বিসমিল্লা-হ*, উঠে বসে *আলহামদু লিল্লা-হ*, এরপর নিম্নের দুয়া পাঠ করবেন–

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَه مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِيْ الأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْمَالِ وَالأَهْلِ.

---

১২৬ আবূ দাউদ: ৫০৯৮, সিলসিলা সহীহা: ২২৫, মিশকাত: ২৪৪৪।

১২৭ মুসলিম: ২১৬৬, মিশকাত: ১৬১৮।

উচ্চারণ: আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্‌রা অত্‌তাকওয়া অমিনাল আমালি মা তারযা। আল্লা-হুম্মা হাউয়িন আলাইনা সাফারানা হা-যা অতয়ি আন্না বু'দাহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাস সা-হিবু ফিস্‌সাফারি অলখলীফাতু ফিল আহ্‌ল। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অ'সা-ইস্‌ সাফারি অকাআ-বাতিল মানযারি অসূইল মুনকালাবি ফিল মা-লি অলআহ্‌ল।

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড় (তিনবার)। পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।[১২৮] হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আমাদের এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য, সংযম এবং সেই আমল প্রার্থনা করছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও। আল্লাহ! তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারে প্রতিনিধিও তুমিই। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট, মর্মান্তিক দৃশ্য এবং মাল-ধন ও পরিবারে মন্দ প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১২৯]

১৬। পানিপথের যানবাহনে (নৌযানে) আরোহণের দুয়া

﴿بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লা-হি মাজরে-হা ওয়া মুরসা-হা ইন্না রব্বী লাগফূরুর রহীম।

অর্থ: এর চলা ও থামা হবে আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা হুদ, ১১: ৪১]

১৭। যে দুয়া পড়লে আপনার মন দীনের উপর অটল থাকবে

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

উচ্চারণ: ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবি সাব্বিত ক্বালবী 'আলা দীনিক।

অর্থ: হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর সুদৃঢ় রাখো।[১৩০]

---

১২৮ সূরা যুখরুফ, ৪৩: ১৩-১৪

১২৯ মুসলিম: ৩৩৩৯, আহমাদ: ৬৩৭৪, ইবনে হিব্বান: ২৬৯৬, ইবনে খুযাইমা: ২৫৪২।

১৩০ তিরমিযী: ২১৪০, আহমাদ: ১২১০৭, মিশকাত: ১০২।

১৮। শয়তান ধোঁকা দিলে ও মনের মধ্যে ঈমানি দুর্বলতা অনুভব করলে যা বলবেন

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ: আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম।

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লার নিকট আশ্রয় কামনা করছি।[১৩১]

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থ: তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত (অপরাভূত) ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।[১৩২]

১৯। কেউ আপনার প্রশংসা করলে আপনি যে দুয়াটি পড়বেন

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْلِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা তুআ-খিযনী বিমা ইয়াকূলুন, ওয়াগফিরলী মা লা ইয়া'লামূন, ওয়াজ 'আলনী মিম্মা ইয়াযুন্নুন।

অর্থ: হে আল্লাহ! যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না, আর আমাকে ক্ষমা করো, যা তারা জানে না। আর আমাকে তাদের ধারণার চেয়ে ভাল করে দাও।[১৩৩]

২০। অন্তরকে গুনাহের কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে দুয়া পড়বেন

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-কি অলআ'মা-লি অলআহওয়া-ই অলআদওয়ায়ি।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম, কুপ্রবৃত্তি ও কঠিন রোগসমূহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[১৩৪]

২১। আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়া যেতে পারে

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা কামা হাস্‌সান্তা খলকী ফাহাস্‌সিন খুলুকী।

---

১৩১ বুখারী: ৬১১৫, মুসলিম: ৬৮১৩, মিশকাত: ২৪১৮।

১৩২ সূরা হাদীদ, ৫৭: ৩; আবূ দাউদ: ৫১১২।

১৩৩ শুয়াবুল ঈমান: ৪৮৭৬, আদাবুল মুফরাদ: ৭৬১।

১৩৪ তিরমিযী: ৩৫৯১, রিয়াযুস সালিহীন: ১৪৮২।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকে যেমন সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর করো।[১৩৫]

২২। মুসলিম ও অমুসলিম যদি একত্রে থাকে বা বিধর্মীকে যদি সালাম দিতে হয় তবে যা বলে সালাম দিবেন

أَلسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

উচ্চারণ: আস্ সালামু 'আলা মানিত্ তাবা' আল হুদা। [সূরা ত্বহা, ২০: ৪৭]

উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রেও مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى যোগ করতে হবে।

২৩। কোনো কাফের সালাম দিলে তার জবাব

وَعَلَيْكُمْ ওয়া 'আলাইকুম।[১৩৬]

২৪। কারো মাধ্যমে যদি আপনার কাছে কেউ সালাম পাঠায় তবে যেভাবে উত্তর দিবেন

عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ

উচ্চারণ: 'আলাইকা ওয়া আলাইহিস্ সালাম।[১৩৭]

২৫। বাজারে প্রবেশ করে যে দুয়াটি আপনার পড়া উচিত

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়ুহয়ী ওয়া য়ুমীতু অহুয়া হাইয়ুল লা য়্যামূত, বিয়াদিহিল খাইর, অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই। তাঁরই নিমিত্তে সারা রাজত্ব ও সকল প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁরই হাতে যাবতীয় মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

---

১৩৫ ইবনে হিব্বান: ৯৫৯, শুয়াবুল ঈমান: ৮৫৪২, মিশকাত: ৫০৯৯।

১৩৬ আহমাদ: ১২৪৬৭, ইবনে মাজাহ: ৩৬৯৭।

১৩৭ আহমাদ: ২৪৮৫৭, অনুরূপ– আবূ দাউদ: ৫২৩৩, মিশকাত: ৪৬৫৫।

বাজার প্রবেশ করে এই দুয়াটি যে পাঠ করবে, আল্লাহ ﷻ তার জন্য ১০ লক্ষ সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। তার ১০ লক্ষ পাপ মোচন করে দেবেন। তাকে ১০ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।[১৩৮]

২৬। ওয়ায-মাহফিল বা কোন ইসলামিক বৈঠক শেষ করে বক্তা ও শ্রোতা সকলেই যে দুয়াটি পড়বেন

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

অর্থ: তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।[১৩৯]

২৭। প্রচন্ড রাগের সময় যা বললে রাগ চলে যাবে

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ: আউযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রাজীম।

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৪০]

২৮। খাবার খেয়ে যা বলবেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আতআমানী হাযা অরাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী অলা কুওওয়াহ।

অর্থ: সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোনো চেষ্টা ও সামর্থ ছাড়াই।[১৪১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مُكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান তাইয়িবাম মুবারাকান ফীহ, গাইরা মুকফিইন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন, ওয়া লা মুসতাগনান আনহু রব্বানা।

অর্থ: প্রশংসা সমস্তই পাক পবিত্র ও বরকতময় আল্লাহর জন্য, হে আমাদের

---

১৩৮ তিরমিযী: ৩৪২৮, ইবনে মাজাহ: ২২৩৫, মিশকাত: ২৪৩১।

১৩৯ আহমাদ: ১৯৮১২, তিরমিযী: ৩৪৩৩, আবূ দাউদ: ৪৮৬১।

১৪০ বুখারী: ৬১১৫, তিরমিযী: ৩৪৫২, আবূ দাউদ: ৪৭৮৩।

১৪১ আহমাদ: ১৫৬৩২, তিরমিযী: ৩৪৫৮, ইবনে মাজাহ: ৩২৮৫।

প্রভু! যে খাদ্য হতে নির্লিপ্ত হতে পারব না, তা কখনও চিরতরে বিদায় দিতে পারব না, আর তা হতে অমুখাপেক্ষীও না।[১৪২]

২৯। খাবার শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ামাত্র যা বলবেন

بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهِ وَاٰخِرِهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ফী আওওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি।

অর্থ: শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি।[১৪৩]

৩০। কোনো মুসলিমের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার পর মেজবানের জন্য যে দুয়া করবেন

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

ক) উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাকতাহুম অগফিরলাহুম অরহামহুম।

অর্থ: হে আল্লাহ! ওদেরকে তুমি যা দান করেছ, তাতে ওদের জন্য বরকত দান করো। ওদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং ওদের প্রতি রহম করো।[১৪৪]

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

খ) উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আতইম মান আতআমানী অসকি মান সাকা-নী।

অর্থ: হে আল্লাহ! তাকে তুমি খাওয়াও, যে আমাকে খাওয়াল এবং তাকে তুমি পান করাও, যে আমাকে পান করাল।[১৪৫]

৩১। দুধ পান করতে এ দুয়া পড়তে হবে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দান করো এবং তা বৃদ্ধি করে দাও।[১৪৬]

---

১৪২ বুখারী: ৫৪৫৮, তিরমিযী: ৩৪৫৬, মিশকাত: ৪১৯৯।

১৪৩ তিরমিযী: ১৮৫৮, ইবনে মাজাহ: ৩২৬৪।

১৪৪ মুসলিম: ৫৪৪৯, আবূ দাউদ: ৩৭৩১।

১৪৫ মুসলিম: ৫৪৮৩, আহমাদ: ২৩৮০৯।

১৪৬ আবূ দাউদ: ৩৭৩০, ইবনে মাজাহ: ৩৩২২, মিশকাত: ৪২৮৬।

৩২। অসুস্থ ব্যক্তি যে দুয়া পড়বে

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ: আযহিবিল বা'সা রাব্বান্না-সি অশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা য়ুগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থ: হে মানুষের রব! কষ্ট দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্যদাতা, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান করো যাতে কোনো পীড়া অবশিষ্ট না থাকে।[১৪৭]

৩৩। যে রোগী দেখতে যাবে সে রোগীর কপালে হাত রেখে সাতবার এই দুয়া পড়বে

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ

ক) উচ্চারণ: আস্ আলুল্লা-হাল আযীমা রাব্বাল আরশীল 'আযীমি আইয়্যাশ্‌ফিইয়াক।

অর্থ: আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আরশে আযীমের মহান প্রভূ আল্লাহর নিকট আশ্রয় পার্থনা করছি। তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করবেন।[১৪৮]

আর চলে আসার সময় রোগীকে শান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে বলবে,

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

খ) উচ্চারণ: লা- বা'সা তহুরুন ইন শা আল্লাহ।

অর্থ: কিছু না, ইন শা আল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।[১৪৯]

৩৪। জানাযার সলাতের দুয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

ক) উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লিহায়্যিনা অমায়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা অসগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না, আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্‌ফাইতাহূ মিন্না

১৪৭ বুখারী: ৫৬৭৫, মুসলিম: ৫৮৩৬, আবূ দাউদ: ৩৮৮৫।

১৪৮ তিরমিযী: ২০৮৩, আবূ দাউদ: ৩২০৮, মিশকাত: ১৫৫২।

১৪৯ বুখারী: ৩৬১৬, আদাবুল মুফরাদ: ৫১৪, ইবনে হিব্বান: ২৯৫৯।

ফাতাওয়াফ্ফাহূ আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহূ অলা তুদিল্লানা বা'দাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো। আর যাকে মরণ দেবে, তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! তার সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং তার পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দিয়ো না।[১৫০]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

খ) উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মাদখালাহু, অগসিলহু বিলমা-ই অস্‌সালজি অলবারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাতায়া কামা য়্যুনাক্কাস সাওবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাস। ওয়া আবদিলহু দারান খাইরাম মিন দারিহী ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আইয্‌হু মিন আযাবিল কাবরি ওয়া আযাবিন্না-র।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও এবং তাকে রহম করো। তাকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও। তার মেহমানি সম্মানজনক করো এবং তার প্রবেশস্থল প্রশস্ত করো। তাকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং তাকে গুনাহ থেকে এমন পরিষ্কার করো, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর তাকে তুমি তার ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, তার সঙ্গী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সঙ্গী দান করো। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে রেহাই দাও।[১৫১]

বিঃ দ্রঃ যিনি জানাযা পড়াবেন তার উচিত দু'টি দুয়া-ই পড়া। অর্থের দিকে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন দ্বিতীয় দুয়াটির অর্থ কত চমৎকার। তবে

---

১৫০ আবূ দাউদ: ৩২০৩, ইবনে মাজাহ: ১৪৯৮।

১৫১ মুসলিম: ২২৭৬, আহমাদ: ২৩৯৭৫, মিশকাত: ১৬৫৫।

প্রথমটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মৃতের জন্য বেশি দুয়া রয়েছে দ্বিতীয়টিতে।

৩৫। কবরে লাশ নামানোর দুয়া

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি অআলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রসূলের মতাদর্শের উপর (কবরে রাখছি)।[১৫২*]

৩৬। কবর যিয়ারত করতে গিয়ে আপনি যে দুয়াটি পড়বেন

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীন, অইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন, আসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আফিয়াহ।

অর্থ: তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! আমরাও আল্লাহ যদি চান- তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।[১৫৩]

৩৭। মোরগ ডাকলে যা পড়া জরুরি

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদলিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা চাচ্ছি।[১৫৪]

৩৮। কুকুরের ডাক শুনলে পড়বেন

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ: আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম।[১৫৫]

---

১৫২ আহমাদ: ৪৯৯০, তিরমিযী: ১০৪৬, আবূ দাউদ: ১৫৫০, ইবনে হিব্বান: ৩১০৯।

* যারা মানবরচিত কোনো কুফরি আদর্শের উপর মারা যায় তাদের জন্য এ দুয়া কি শোভা পায়? –সম্পাদক

১৫৩ মুসলিম: ২৩০২, ইবনে মাজাহ: ১৫৪৭, মিশকাত: ১৭৬৪।

১৫৪ বুখারী: ৩৩০৩, মুসলিম: ৭০৯৬

৩৯। টয়লেটে প্রবেশ করতে যে দুয়া পড়বেন

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি অল খাবাইস।

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী খবিস জিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৫৬]

অধিকাংশ খবিস জিনরা নোংরা স্থানে বাস করে বা আসা যাওয়া করে। বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দুয়া পড়লে আল্লাহর হুকুমে তাদের চোখে পর্দা পড়ে যায়।

৪০। পায়খানা হতে বের হবেন যা বলে

غُفْرَانَكَ (গুফরা-নাক)। অর্থ: হে আল্লাহ আমি তোমার ক্ষমা চাই।[১৫৭]

৪১। কাপড় পরিধানের সময় দুয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণ: আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা অরাযাকানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী অলা কুউওয়াহ।

অর্থ: সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে এই কাপড় পরিয়েছেন এবং আমার নিজস্ব কোন শক্তি ও চেষ্টা ছাড়াই তা আমাকে দান করেছেন।[১৫৮]

৪২। বাড়ি হতে কোথাও রওয়ানা হলে যে দুয়া পড়ে বের হবেন

بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি, তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আর আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার শক্তি কারো নেই।

এই দুয়া পড়ে ঘর থেকে কোথাও বের হলে পাঠকারীর জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হন, তাকে পথ নির্দেশ করা হয়, সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করা হয় এবং শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।[১৫৯]

---

১৫৫ প্রাগুক্ত

১৫৬ বুখারী: ৬৩২২, মুসলিম: ৮৫৭, মিশকাত: ৩৩৭।

১৫৭ তিরমিযী: ৭, আবূ দাউদ: ৩০, ইবনে মাজাহ: ৩০০।

১৫৮ আবূ দাউদ: ৪০২৫, মুস্তাদরাকে হাকেম: ৭৪০৯, মিশকাত: ৪৩৪৩।

১৫৯ আবূ দাউদ: ৫০৯৭, তিরমিযী: ৩৪২৬, মিশকাত: ২৪৪৩।

৪৩। শত্রু বা অত্যাচারী ক্ষমতাশীল লোকের সামনে গেলে বা দেখা হলে যে দুয়া পড়লে শত্রু কোনো ক্ষতি করতে পারবে না (আল্লাহর ইচ্ছায়)

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

ক) উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরিহিম অনাউযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[১৬০]

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

খ) উচ্চারণ: হাসবুনাল্লা-হ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।

অর্থ: আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।[১৬১]

৪৪। ঝড়-তুফানে যা বলবেন

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা ফীহা ওয়া খাইরা মা উরসিলাত বিহ। ওয়া আউযু বিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া শার্‌রি মা উরসিলাত বিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল ও এর মধ্যে যে মঙ্গল এবং যে মঙ্গল সহকারে পাঠানো হয়েছে তার প্রার্থনা করছি এবং এর অনিষ্ট থেকে ও এর মধ্যে যে অনিষ্ট নিহিত রয়েছে এবং যে অনিষ্ট সহকারে এটা পাঠানো হয়েছে তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৬২]

৪৫। যে দান করে বা আপনার উপকার করে তার জন্য যা বলে দুয়া করবেন

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা অমালিক।

অর্থ: আল্লাহ তোমার পরিবার ও ধন-সম্পদে বরকত দিন।[১৬৩]

---

১৬০ আবূ দাউদ: ১৫৩৯, ইবনে হিব্বান: ৪৭৬৫, মুস্তাদরাকে হাকেম: ২৬২৯।

১৬১ বুখারী: ৪৫৬৩।

১৬২ মুসলিম: ২১২২, মিশকাত: ১৫১৩।

১৬৩ বুখারী: ২০৪৯, আহমাদ: ১২৯৭৬, তিরমিযী: ১৯৩৩।

৪৬। যে আপনাকে করযে হাসানা দেয় আপনি তাকে টাকা ফেরত দেয়ার সময় যা বলে তার জন্য দুয়া করবেন

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ

উচ্চারণ: বারাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা অমা-লিক, ইন্নামা জাযা-উস সালাফি আলহাম্‌দু অলআদা।

অর্থ: আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ঋণের প্রতিদান তো প্রশংসা ও আদায়।[১৬৪]

৪৭। উপরে ও নীচে উঠা-নামার দুয়া

উপরে উঠতে اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার) এবং নীচে নামতে سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুব্‌হা-নাল্লা-হ) বলতে হয়।[১৬৫]

৪৮। শরীরের কোথাও ব্যথা অনুভব হলে যে দুয়া পড়তে হয়

ব্যথার স্থানে হাত রেখে তিন বার 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলে নিচের দুয়া সাতবার পড়বেন–

أَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

উচ্চারণ: আউযু বিইয্‌যাতিল্লা-হি অকুদরাতিহী মিন শার্‌রি মা আজিদু অউহা-যির।

অর্থ: আমি আল্লাহর কুদরতের ওসীলায় সেই জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি অনুভব করছি ও ভয় করছি।[১৬৬]

৪৯। পশু জবাই করার দুয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি এবং আল্লাহ সবচেয়ে মহান।[১৬৭]

৫০। কুরআন তিলাওয়াতের সিজদায় যে দুয়া পড়তে হয়

---

১৬৪ আহমাদ: ১৬৪১০, ইবনে মাজাহ: ২৪২৪, নাসাঈ: ৪৬৮৩।
১৬৫ বুখারী: ২৯৯৩-৯৪, মুসনাদে আহমাদ: ১৪৬০৮, বায়হাকী: ১০১৪৬।
১৬৬ মুসলিম: ৫৮৬৭, সহীহ আত-তারগীব: ৩৪৫৩, ইবনে হিব্বান: ২৯৬৭।
১৬৭ আবূ দাউদ: ২৮১২, তিরমিযী: ১৫২১।

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

উচ্চারণ: সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু অশাক্কা সামআহু অবাসারাহু বিহাউলিহী অকুউওয়াতিহ।

অর্থ: আমার মুখমন্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হলো যিনি তা সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় তার চক্ষু ও কর্ণকে উদ্গত করেছেন।[১৬৮]

৫১। ঘুমানোর পূর্বে যেসব দুয়া পড়া জরুরি

(ক) বিছানায় বসে, সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে দু'হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিয়ে যথাসম্ভব সারা দেহে বুলিয়ে নিতে হয়। ৩ বার এমন করতে হয়।[১৬৯]

(খ) শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে আল্লাহর তরফ থেকে এক রক্ষী নিযুক্ত হয়ে যায় এবং শয়তান ঐ পাঠকারীর নিকটবর্তী হতে পারে না।[১৭০]

(গ) পরিশেষে বলবে–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহয়া।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।[১৭১]

(ঘ) বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় শয়ন করলে তা ঝেড়ে শয়ন করতে হয়। শয়ন করে এই দুয়া পড়তে হয়–

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

উচ্চারণ: বিস্‌মিকা রাব্বি অদা'তু যামবী অবিকা আরফাউহু ফাইন আম্‌সাক্‌তা নাফ্‌সী ফারহামহা অইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহী ইবাদাকাস সালিহীন।

অর্থ: হে আমার রব! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ করে নাও, তাহলে

---

১৬৮ আহমাদ: ২৫৮২১, আবূ দাউদ: ১৪১৬, তিরমিযী: ৫৮০, ইবনে হিব্বান: ১৯৭৮।

১৬৯ বুখারী: ৫০১৭, আবূ দাউদ: ৫০৫৮।

১৭০ বুখারী: ৩২৭৫।

১৭১ বুখারী: ৬৩১৪, তিরমিযী: ৩৪১৭, ইবনে হিব্বান: ৫৫৩৯।

তার উপর করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হিফাযত করো, যার দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের করে থাক।[১৭২]

(৬) ডান হাত গালের নিচে রেখে শুয়ে এই দুয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা কিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবা-দাক।

অর্থ: হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে, সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।[১৭৩]

৫২। মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয়

মন্দ স্বপ্ন দেখলে বাম পার্শ্বে তিনবার থুথু ফেলে এই দুয়া পড়তে হয়–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا

উচ্চারণ: আউযুবিলল্লাহি মিন শাররিশ্ শাইত্বনি ওয়া শার্‌রিহা।

অর্থ: আমি শয়তানের খারাবি এবং এই স্বপ্নের খারাবি হতে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

যে ব্যক্তি এই দুয়া পড়বে এ স্বপ্ন তার ক্ষতি করতে পারবে না।[১৭৪]

৫৩। ঘুম থেকে জেগে পড়বেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহয়্যানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ: সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।[১৭৫]

৫৪। লাইলাতুল কদরের বিশেষ দুয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন কারীমুন তুহিব্বুল আ'ফওয়া, ফা'ফু আন্নী।

---

১৭২ বুখারী: ৬৩২০, মুসলিম: ৭০৬৭, আহমাদ: ৭৩৬০।

১৭৩ আবূ দাউদ: ৫০৪৭, তিরমিযী: ৩৩৯৯, ইবনে হিব্বান: ৫৫২২।

১৭৪ মুসলিম: ৬০৪০।

১৭৫ বুখারী: ৬৩১২, মুসলিম: ৭০৬২, আবূ দাউদ: ৫০৫১, ইবনে মাজাহ: ৩৮৮০।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল মহানুভব, ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[১৭৬]

৫৫। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সানা, যা সলাতের শুরুতে পড়বেন

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيْ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আন্তাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আন্ত্। সুবহানাকা অবিহামদিকা আন্তা রাব্বী ওয়া আনা আবদুক। যলামতু নাফসী অ'তারাফতু বিযামবী, ফাগফিরলী যামবী জামীআন ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্ত্। অহদিনী লিআহসানিল আখলাকি লা য়্যাহদী লিআহসানিহা ইল্লা আন্ত্। অসরিফ আন্নী সাইয়িআহা লা য়্যাসরিফু আন্নী সাইয়িআহা ইল্লা আন্ত্। লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইক, অলখায়রু কুল্লুহু ফী য়্যাদাইক। অশ্‌শাররু লায়সা ইলাইক, অলমাহদী মান হাদাইত, আনা বিকা ওয়া ইলাইক। লা মানজা অলা মালজাআ মিনকা ইল্লা ইলাইক, তাবারাকতা অতাআ-লাইত, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ। তুমি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি তোমার প্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি আমার রব, আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করো। যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না। আমি তোমার আনুগত্যে হাজির এবং তোমার আজ্ঞা মানতে প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে এবং মন্দের সম্পর্ক তোমার প্রতি নয়। হিদায়াতপ্রাপ্ত সেই, যাকে তুমি

---

১৭৬ তিরমিযী: ৩৫১৩, ইবনে মাজাহ: ৩৮৫০, আহমাদ: ২৫৩৮৪।

হিদায়াত করেছ। আমি তোমার অনুগ্রহে আছি এবং তোমারই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন। তুমি বরকতময় ও মহিমাময়, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।[১৭৭]

৫৬। দুয়া কুনূত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত্। অআফিনী ফীমান আ-ফাইত্। অতাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইত্। অবারিকলী ফী মা আ'তাইত্। অকিনী শার্‌রামা কাদাইত্। ফাইন্নাকা তাকদী অলা য়্যুকদা আলায়ক্। ইন্নাহু লা য়্যাযিল্লু মাঁউ ওয়ালাইত্। অলা য়্যাইয্‌যু মান আ-দাইত্। তাবারাকতা রাব্বানা অতাআ-লাইত্।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত করে তাদের দলভুক্ত করো, যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত করো, যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ। আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান করে আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ, তাতে বরকত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ, তার মন্দ থেকে রক্ষা করো। কারণ তুমিই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাসো, সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দবাসো, সে সম্মানিত হয় না। তুমি বরকতময় হে আমাদের রব! তুমি সুমহান।[১৭৮]

৫৭। ৩টি দুয়া মাসুরা

সলাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর আগে তাশাহুদ ও দরূদের পর দুয়া মাসুরার সাথে অত্যন্ত জরুরি ৩টি দুয়া উল্লেখ করছি। সময় নিয়ে সুন্দর করে আপনার তা পড়া উচিত। কারণ দুয়াগুলো স্বয়ং আপনার নবী মুহাম্মাদ ﷺ পড়েছেন।

(১) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

---

১৭৭ মুসলিম: ১৮৪৮, ইবনে হিব্বান: ১৭৭১, ইবনে খুযাইমা: ৪৬২।

১৭৮ আবূ দাউদ: ১৪২৭, ইবনে হিব্বান: ৯৪৫, আহমাদ: ১৭১৮।

ক) উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুকা বিকা মিন আযা-বিল কাব্‌রি ওয়া মিন আযাবিন্না-র, ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল।

অর্থ: হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে ও ভন্ড দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৭৯]

(২)اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

খ) উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌ত্‌।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা করো, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমি আদি তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই।[১৮০]

৩) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

গ) আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আসআলুকা ইয়া আল্লা-হু বিআন্নাকাল ওয়া-হিদুল আহাদুস্‌ সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম য়ূউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্‌লাহু কুফুওয়ান আহাদ, আন্‌ তাগফিরলী যুনূবী ইন্নাকা আন্‌তাল গফূরুর রহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি এক, অদ্বিতীয়। সকল কিছুই যার দিকে মুখাপেক্ষী। যিনি জন্ম দেননি, জন্ম নেনওনি। যার সমকক্ষও কেউ নেই, তোমার কাছে আমি কামনা করি তুমি আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[১৮১]

---

১৭৯ বুখারী: ১৩৭৭, মুসলিম: ১৩৫৬, আহমাদ: ১০৭৬৮।

১৮০ মুসলিম: ১৮৪৮, তিরমিযী: ৩৪২৩, আবূ দাউদ: ৭৬০।

১৮১ আবূ দাউদ: ৯৮৭, নাসাঈ: ১৩০১, মুস্তাদরাকে হাকেম: ৯৮৫।

৫৮। নতুন চাঁদ দেখে যে দুয়া পড়বেন

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলয়ুমনি অলঈমা-নি অসসালামাতি অলইসলা-ম, রাব্বী অরাব্বুকাল্লা-হ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত করো বরকত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার রব আল্লাহ।[১৮২]

৫৯। সকাল-সন্ধ্যায় যেসব দুয়া পড়া জরুরি

أَللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيُّمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِيْ السَّموَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ مَنْ ذَالَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ

ক) আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইয়ুল কইউম লা তা'খুযুহূ সিনাতুঁও ওলা নাউম। লাহূ মা-ফিস সামা ওয়া-তি ওমা ফিল আরদ্বি মান যাল্লাযী' ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইয্‌নিহ। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওলা ইয়ুহীতুনা বিশাই ইম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওল আরদ্ব ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুয়াল 'আলিয়্যুল আযীম।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? আগে এবং পিছের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। তাঁর আরশ গোটা আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর এ দু'টির সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান। [সূরা বাকারা, ২: ২৫৫]

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ- اللهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

খ.১) উচ্চারণ: কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুস সমাদ। লাম ইয়ালিদ ওলাম ইউলাদ ওলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

---

১৮২ আহমাদ: ১৩৯৭, তিরমিযী: ৩৪৫১, মুস্তাদরাকে হাকেম: ৭৭৬৭।

অর্থ: বলো, তিনি আল্লাহ। এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। [সূরা ইখলাস, ১১২: ১-৪]

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ– مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ– وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ– وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ– وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

খ.২) উচ্চারণ: কুল আউযু বি রব্বিল ফালাক্ব মিন শাররি মা- খলাক ওমিন শাররি গ-সিকীন ইযা ওকাব ওয়ামিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিলউকাদ ওয়ামিন শাররি হাসিদীন ইযা হাসাদ।

অর্থ: বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের নিকট, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। আর রাতের অনিষ্ট হতে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ– مَلِكِ النَّاسِ– إِلَهِ النَّاسِ– مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ– الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ– مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

খ.৩) উচ্চারণ: কুল আউযুবি রব্বিন না-স মালিকিন্না-স ইলাহিন্না-স মিন শাররিল ওয়াস ওয়া-সিল খন্না-স আল্লাযী ইওয়াসয়িসু ফি সুদূরিন্না-স মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স।

অর্থ: বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের নিকট, মানুষের অধিপতির নিকট, মানুষের প্রকৃত ইলাহের নিকট, যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিনদের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

উক্ত সূরা তিনটি তিনবার করে পড়তে হবে।

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

গ) উচ্চারণ: আসবাহ্‌না ওয়া আসবাহাল মুল্‌কু লিল্লা-হি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লা-হ। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহূ লা শারীকা লাহ, লাহুল মুল্‌কু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। রব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হা-যাল ইয়াওমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহূ, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ শাররি মা ফী হা-যাল ইয়াওমি ওয়া শাররি মা বা'দাহ। রব্বি আউ'যু বিকা মিন 'আযা-বিন্ ফিন্ না-রি ওয়া 'আযা-বিন্ ফিল ক্বব্‌রি।

অর্থ: আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত হয়েছি। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

হে আল্লাহ! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত আছে আমি তোমার নিকট তা প্রার্থনা করছি। আর এই দিনের মাঝে ও পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত আছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। হে রব! জাহান্নামের আযাব হতে এবং কবরের আযাব হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি।[১৮৩]

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা অবিকা আমসাইনা অবিকা নাহ্‌ইয়া অবিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হলো এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

সন্ধ্যা হলে পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা অবিকা আসবাহনা অবিকা নাহ্‌ইয়া অবিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হলো এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।[১৮৪]

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا

---

১৮৩ আবূ দাউদ: ৫০৭৩।

১৮৪ তিরমিযী: ৩৩৯১, আবূ দাউদ: ৫০৭০, ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৮।

اسْتَطَعْتُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী, ওয়া আনা আব্দুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া অ'দিকা মাসতাতা'তু, আউযুবিকা মিন শার্‌রি মা সনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযামবী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি, তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে নিয়ামত রয়েছে, আমি তা স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমা প্রার্থনার এই দুয়াটি যদি কেউ একনিষ্ঠভাবে সন্ধ্যাবেলা পড়ে ঐ রাতে মারা যায় অথবা সকালবেলা পড়ে ঐ দিনে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৮৫]

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম্‌ঈ, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাসারী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী-আউযু বিকা মিনাল কুফ্‌রি ওয়াল ফাক্‌রি ওয়া আউযুবিকা মিন 'আযা-বিল কব্‌রি, লা ইলা-হা ইল্লা-আন্তা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান করো, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান করো, আমার চোখের নিরাপত্তা দান করো। আল্লাহ তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব হতে। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।[১৮৬]

উপরের দুয়াটি সকাল সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে।

---

১৮৫ বুখারী: ৬৩০৬, আবূ দাউদ: ৫০৭২, তিরমিযী: ৩৩৯৩, ইবনে মাজাহ: ৩৮৭২।

১৮৬ আবূ দাউদ: ৫০৯২, আহমাদ: ২০৪৩০।

যে ব্যক্তি নীচের এই দুয়াটি সকালে সাত বার এবং সন্ধ্যায় সাত বার পাঠ করবে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন–

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: হাস্‌বিইয়াল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা- হুয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু ওয়া হুয়া রাব্বুল 'আরশিল 'আযীম।

অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি। তিনি মহান আরশের রব।[১৮৭] তিন বার বলবে,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ: আউযু বিকালিমাতিল্লা-হিত্তা–ম্মা-তি মিন শার্‌রি মা খালাক।

অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৮৮]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَایَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِكَ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দুনয়্যা অলআখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফওয়া অল আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুনয়্যায়্যা ওয়া আহলী অমালী, আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতী ওয়া আমিন রাওআতী, আল্লাহুম্মাহফাযনী মিম বাইনি য়্যাদাইয়্যা অমিন খালফী অ'আঁই য়্যামীনী অআন শিমালী অমিন ফাউকী, অআউযু বিআযামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহকালে ও পরকালে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার দীন ও পার্থিব জীবনে এবং পরিবার ও সম্পদে ক্ষমা ও নিরাপত্তা ভিক্ষা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার লজ্জাকর বিষয়সমূহ গোপন করে নাও এবং আমার ভীতিতে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সম্মুখ ও পশ্চাৎ, ডান ও বাম এবং উপর থেকে রক্ষণাবেক্ষণ কর। আর আমি তোমার মহত্বের অসীলায় আমার নিচে ভূমি ধ্বস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর নবী ﷺ উপরের দুয়াটি পাঠ করতেন।[১৮৯]

---

১৮৭ আবূ দাউদ: ৫০৮৩, তিরমিযী: ৩১০৩।

১৮৮ মুসলিম: ৭০৫৩, তিরমিযী: ৩৪৩৭, আবূ দাউদ: ৩৯০০, ইবনে মাজাহ: ৩৫১৮।

১৮৯ আহমাদ: ৪৭৮৫, আবূ দাউদ: ৫০৭৬, ইবনে হিব্বান: ৯৬১।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাদুর্‌রু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরদি অলা ফিসসামা' অহুওয়াস সামীউল আলীম।

অর্থ: আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের বিপরীতে পৃথিবী ও আকাশের কোনো জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

এই দুয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করলে কোনো জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না।[১৯০]

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَّ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

উচ্চারণ: রাদীতু বিল্লাহি রাব্বাঁউ ওয়া বিল ইসলা-মি দীনাঁউ ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যা।

অর্থ: আল্লাহকে প্রতিপালক বলে মেনে নিতে, ইসলামকে দীন হিসাবে গ্রহণ করতে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নবীরূপে স্বীকার করতে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি।[১৯১]

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَاءَ نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবি হাম্‌দিহি আদাদা খালকিহি, ওয়া রিদা নাফসিহি, ওয়া যিনাতা আরশিহি, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহ।

অর্থ: আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজনের সমান, তাঁর বাক্যাবলীর সমান সংখ্যক।
সকালে উপরের এই তাসবীহটি তিন বার পাঠ করবে।[১৯২]

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ *উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহিল অবিহামদিহ।*

অর্থ: আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করি।
যে ব্যক্তি দৈনিক একশ বার দুয়াটি পড়বে, সমুদ্রের ফেনারাশি পরিমাণ গুনাহও তার থাকলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন।[১৯৩]

---

১৯০ আবূ দাউদ: ৫০৯০, তিরমিযী: ৩৩৮৮, ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৯।

১৯১ ইবনে মাজাহ: ৩৮৭০, তিরমিযী: ৩৩৮৯।

১৯২ মুসলিম: ৭০৮৮, আবূ দাউদ: ১৫০৫।

১৯৩ বুখারী: ৬৪০৫, তিরমিযী: ৩৪৬৬, ইবনে মাজাহ: ৩৮১২।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ، اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

উচ্চারণ: ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ূম, বিরাহমাতিকা আস্তাগীস, আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, অলা তাকিলনী ইলা নাফসী তরফাতা আইন্।

অর্থ: হে চিরঞ্জীব! হে অবিনশ্বর! আমি তোমার করুণার অসীলায় ফরিয়াদ করছি। তুমি আমার সকল বিষয়কে সংশোধন করে দাও। আর চোখের এক পলক বরাবরও আমাকে আমার নিজের প্রতি সোপর্দ করে দিও না।[১৯৪]

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ: আস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইহি। (দৈনিক একশত বার)

অর্থ: আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।[১৯৫]

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ: আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। আমি তাঁরই নিকট তাওবা করছি।[১৯৬]

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহ লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান।[১৯৭]

বি: দ্র: দুয়াটি দিনে ১০০ বার পড়তে হয়।

---

১৯৪ মুস্তাদরাকে হাকেম: ২০০০, সহীহ তারগীব: ৬৬১, বায্যার: ৬৩৬৮।

১৯৫ সুনানে দারিমী: ২৭২৩, ইবনে হিব্বান: ৯২৯।

১৯৬ আবূ দাউদ: ১৫১৯, তিরমিযী: ৩৫৭৭।

১৯৭ বুখারী: ৩২৯৩, মুসলিম: ৭০১৮।

পবিত্র কুরআন থেকে জরুরি কিছু দুয়া

অর্থের দিকে খেয়াল করে নিম্নের দুয়াসমূহ যথাস্থানে পাঠ করুন।

নেকসন্তান লাভের দুয়া

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

অর্থ: হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। [সূরা ফুরকান, ২৫: ৭৪]

ইবরাহীম ﷺ আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়েছিলেন এভাবে—

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

অর্থ: হে আমার রব! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। [সূরা সফ্‌ফাত, ৩৭: ১০০]

যাকারিয়া ﷺ আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়েছিলেন এভাবে—

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

অর্থ: হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। [সূরা আল-ইমরান, ৩: ৩৮]

সাইয়িদুনা নূহ ﷺ আল্লাহর দুয়া করেছিলেন এভাবে—

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾

হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না। [সূরা নূহ, ৭১: ২৮]

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দুয়া—

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করো।

[সূরা বাকারা, ২: ২০১]

নবী কারীম ﷺ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তা গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে আল্লাহ ﷻ বলেন, হে নবী আপনি বলুন,

﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ *উচ্চারণ: রব্বি যিদনী ইলমা।*

অর্থ: হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। [সূরা ত্ব-হা, ২০: ১১৪]

মাতা-পিতার জন্য সন্তান যে দুয়া পড়বে–

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

উচ্চারণ: রব্বির হামহুমা- কামা- রব্বায়ানী সাগীরা।

অর্থ: হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করো যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন। [সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭: ২৪]

আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া তাঁদের ভুলের ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন,

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

উচ্চারণ: রব্বানা যলামনা আংফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়াতারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খসিরীন।

অর্থ: হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি। যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর আর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। [সূরা আরাফ, ৭: ২৩]

মূসা ﷺ ফেরাউনের নিকট যাওয়ার সময় বলেছিলেন,

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي– وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي– وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي– يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

উচ্চারণ: রব্বিশরহ্‌লী সদরী ওয়া ইয়াস্‌সিরলী আমরী ওয়াহ্‌লুল উক্‌দাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফকাহূ কওলী।

অর্থ: হে আমার রব! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও আর আমার জন্য আমার কাজকে সহজ করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। [সূরা ত্ব-হা, ২০: ২৪-২৮]

আল্লাহ ﷻ মূসা ﷺ-কে নিম্নবর্ণিত দুয়া পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন,

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّٰحِمِينَ

উচ্চারণ: রব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়াআংতা খাইরুর র-হিমীন।

অর্থ : হে আমার রব! ক্ষমা করো ও রহম করো, তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। [সূরা মুমিনূন, ২৩: ১১৮]

তালূত ও তাঁর সাথীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলেন,

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ

উচ্চারণ: রব্বানা আফরিগ 'আলাইনা সবরাঁও ওয়া সাব্বিত আক্‌দা-মানা ওয়াংসুরনা 'আলাল কাওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করো এবং আমাদের পদগুলো দৃঢ় রেখো। আর কাফির দলের উপর আমাদেরকে জয়যুক্ত করো। [সূরা বাকারা, ২: ২৫০]

আসমাউল হুসনা

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾

আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ (আসমা-উল হুসনা)। সুতরাং তোমরা সেসব নাম ধরেই তাঁকে ডাকো। আর পরিত্যাগ করো তাদেরকে যারা তাঁর নামসমূহে বিকৃতি ঘটায়। [সূরা আরাফ, ৭: ১৮০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর এমন ৯৯টি নাম রয়েছে যে কেউ সেগুলো সংরক্ষণ করবে (মুখস্ত করবে এবং তার অর্থ ও দাবি অনুযায়ী আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৯৮]

---

১৯৮ বুখারী: ২৭৩৬, মুসলিম: ৬৯৮৬, তিরমিযী: ৩৫০৬, ইবনে মাজাহ: ৩৮৬০।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত সে উত্তম নামাবলি–

ক্র ম.	আরবি	উচ্চারণ	অর্থ
০১	اَللهُ	আল্লাহ	আল্লাহ
০২	اَلْأَحَدُ	আল আহাদ	একক
০৩	اَلْأَوَّلُ	আল আউয়াল	আদি
০৪	اَلْآخِرُ	আল আ-খির	অন্ত
০৫	اَلْأَعْلَى	আল আ'লা	মহা-মহীয়ান
০৬	اَلْإِلٰهُ	আল ইলা-হ	উপাস্য
০৭	اَلْبَارِئُ	আল বা-রী	উদ্ভাবনকর্তা
০৮	اَلْبَاسِطُ	আল বা-সিত	জীবিকা সম্প্রসারণকারী
০৯	اَلْبَرُّ	আল বার্‌র	কৃপানিধান
১০	اَلْبَصِيْرُ	আল বাসীর	সর্বদ্রষ্টা
১১	اَلْبَاطِنُ	আল বা-ত্বিন	নিগূঢ়, গুপ্ত
১২	اَلتَّوَّابُ	আত্ তাওয়া-ব	তাওবা গ্রহণকারী
১৩	اَلْجَبَّارُ	আল জাব্বা-র	প্রবল

১৪	اَلْجَمِيْلُ	আল জামীল	সুন্দর
১৫	اَلْحَافِظُ	আল হা-ফিয	রক্ষাকর্তা
১৬	اَلْحَسِيْبُ	আল হাসীব	হিসাব গ্রহণকর্তা
১৭	اَلْحَفِيْظُ	আল হাফীয	রক্ষণাবেক্ষণকারী
১৮	اَلْحَقُّ	আল হাক	সত্য
১৯	اَلْحَكَمُ	আল হাকাম	বিচারকর্তা
২০	اَلْحَكِيْمُ	আল হাকীম	প্রজ্ঞাময়
২১	اَلْحَلِيْمُ	আল হালীম	সহিষ্ণু
২২	اَلْحَمِيْدُ	আল হামীদ	প্রশংসিত
২৩	اَلْحَيُّ	আল হাইয়্যু	চিরঞ্জীব
২৪	اَلْحَيِيُّ	আল হায়িয়্যু	লজ্জাশীল
২৫	اَلْخَالِقُ	আল খা-লিক্ব	সৃজনকর্তা
২৬	اَلْخَبِيْرُ	আল খাবীর	পরিজ্ঞাতা
২৭	اَلْخَلَّاق	আল খাল্লা-ক্ব	মহাস্রষ্টা
২৮	اَلرَّؤُوْفُ	আর রাউফ	অত্যন্ত দয়ার্দ্র

২৯	اَلرَّبُّ	আর রব্ব	প্রভু, প্রতিপালক
৩০	اَلرَّحْمٰنُ	আর রহমা-ন	পরম করুণাময়
৩১	اَلرَّحِيْمُ	আর রাহীম	অতি দয়াবান
৩২	اَلرَّزَّاقُ	আর রায্যা-ক	মহা-রুযিদাতা
৩৩	اَلرَّفِيْقُ	আর রফীক	সঙ্গী, কৃপানিধান
৩৪	اَلرَّقِيْبُ	আর রক্বীব	তত্ত্বাবধায়ক
৩৫	اَلسُّبُّوْحُ	আস সুব্বূহ	নিরঞ্জন
৩৬	اَلسِّتِّيْرُ	আস সিত্তীর	অতি গোপনকারী
৩৭	اَلسَّلَامُ	আস সালা-ম	শান্তি, নিরবদ্য
৩৮	اَلسَّمِيْعُ	আস সামী'	সর্বশ্রোতা
৩৯	اَلشَّافِيْ	আশ্ শা-ফী	আরোগ্যদাতা
৪০	اَلشَّاكِرُ	আশ্ শা-কির	পুরস্কারদাতা
৪১	اَلشَّكُوْرُ	আশ্ শাকূর	গুণগ্রাহী
৪২	اَلشَّهِيْدُ	আশ্ শাহীদ	সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী
৪৩	اَلصَّمَدُ	আস্ সামাদ	অমুখাপেক্ষী

৪৪	اَلطَّيِّبُ	আত্ ত্বাইয়িব	পবিত্র
৪৫	الظَّاهِرُ	আয-যাহির	ব্যক্ত, অপরাভূত
৪৬	اَلْعَالِمُ	আল আ-লিম	জ্ঞাতা
৪৭	اَلْعَزِيْزُ	আল আযীয	পরাক্রমশালী
৪৮	اَلْعَظِيْمُ	আল আযীম	সুমহান
৪৯	اَلْعَفُوُّ	আল আফুউ	ক্ষমাশীল
৫০	اَلْعَلِيْمُ	আল আলীম	সর্বজ্ঞ
৫১	اَلْعَلِيُّ	আল আলিয়্যু	সুউচ্চ
৫২	اَلْغَفَّارُ	আল গাফফা-র	অতি মার্জনাকারী
৫৩	اَلْغَفُوْرُ	আল গাফূর	মহাক্ষমাশীল
৫৪	اَلْغَنِيُّ	আল গানিয়্যু	অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী
৫৫	اَلْفَتَّاحُ	আল ফাত্তা-হ	শ্রেষ্ঠ বিচারক
৫৬	اَلْقَابِضُ	আল কা-বিয	জীবিকা সঙ্কুচনকারী
৫৭	اَلْقَادِرُ	আল ক্বা-দির	শক্তিমান

৫৮	اَلْقَاهِرُ	আল ক্বা-হির	পরাক্রমশালী
৫৯	اَلْقُدُّوْس	আল কুদ্দূস	অতি পবিত্র
৬০	اَلْقَدِيْرُ	আল ক্বাদীর	সর্বশক্তিমান
৬১	اَلْقَرِيْبُ	আল ক্বারীব	নিকটবর্তী
৬২	اَلْقَوِيُّ	আল ক্বায়িইয়ু	প্রবল ক্ষমতাবান
৬৩	اَلْقَهَّارُ	আল ক্বাহহা-র	প্রবল প্রতাপশালী
৬৪	اَلْقَيُّوْمُ	আল ক্বাইয়ূম	অবিনশ্বর
৬৫	اَلْكَبِيْرُ	আল কাবীর	সুমহান
৬৬	اَلْكَرِيْمُ	আল কারীম	মহানুভব, সম্মানিত
৬৭	اَللَّطِيْفُ	আল লাত্বীফ	সূক্ষ্মদর্শী
৬৮	اَلْمُؤَخِّرُ	আল মুআখ্খির	সর্বশেষ
৬৯	اَلْمُؤْمِنُ	আল মু'মিন	নিরাপত্তাবিধায়ক, সত্যায়নকারী
৭০	اَلْمُبِيْنُ	আল মুবীন	স্পষ্ট, প্রকাশক
৭১	اَلْمُتَعَالِيْ	আল মুতাআ-লী	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান
৭২	اَلْمُتَكَبِّرُ	আল মুতাকাব্বির	গর্বের অধিকারী

৭৩	اَلْمَتِيْنُ	আল মাতীন	পরাক্রান্ত
৭৪	اَلْمُجِيْبُ	আল মুজীব	প্রার্থনা মঞ্জুরকারী
৭৫	اَلْمَجِيْدُ	আল মাজীদ	মর্যাদাবান, গৌরবান্বিত
৭৬	اَلْمُحِيْطُ	আল মুহীত্ব	পরিবেষ্টনকারী
৭৭	اَلْمُصَوِّرُ	আল মুসাউয়্যির	রূপদাতা
৭৮	اَلْمُعْطِيْ	আল মু'ত্বী	দাতা
৭৯	اَلْمُقْتَدِرُ	আল মুক্বতাদির	সর্বশক্তিমান
৮০	اَلْمُقَدِّمُ	আল মুক্বাদ্দিম	অগ্রবর্তী
৮১	اَلْمُقِيْتُ	আল মুক্বীত	শক্তিমান, রুযিদাতা
৮২	اَلْمَلِكُ	আল মালিক	সম্রাট
৮৩	اَلْمَلِيْكُ	আল মালীক	অধীশ্বর
৮৪	اَلْمُهَيْمِنُ	আল মুহাইমিন	সাক্ষী, রক্ষক
৮৫	اَلنَّصِيْرُ	আন নাসীর	সহায়
৮৬	اَلْوَاحِدُ	আল ওয়া-হিদ	অদ্বিতীয়

৮৭	اَلْوَارِثُ	আল ওয়া-রিস	চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী
৮৮	اَلْوَاسِعُ	আল ওয়া-সি'	সর্বব্যাপী, প্রাচুর্যময়
৮৯	اَلْوِتْرُ	আল বিত্‌র	অযুগ্ম, একক
৯০	اَلْوَدُوْدُ	আল ওয়াদূদ	প্রেমময়
৯১	اَلْوَكِيْلُ	আল ওকীল	কর্মবিধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক
৯২	اَلْوَلِيُّ	আল ওলিয়্যু	বন্ধু, অভিভাবক
৯৩	اَلْوَهَّابُ	আল অহহা-ব	মহাদাতা
৯৪	مَالِكُ الْمُلْكِ	মা-লিকুল মুল্‌ক	সারা রাজ্যের রাজা, সার্বভৌম
৯৫	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	যুল জালা-লি অল ইকরা-ম	মহিমাময় ও মহানুভব
৯৬	أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ	আরহামুর রা-হিমীন	শ্রেষ্ঠ দয়ালু
৯৭	أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ	আহকামুল হা-কিমীন	শ্রেষ্ঠ বিচারক।
৯৮	أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ	আহসানুল খা-লিক্বীন	সুনিপুণ স্রষ্টা
৯৯	خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	খাইরুর রা-যিক্বীন	শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা

সলাতের সময় নির্ধারণী স্থায়ী ক্যালেন্ডার

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ২০১২ সালে প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে প্রস্তুতকৃত
(ঢাকার জন্য)

জানুয়ারি						
তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট
০১	৫ : ১৭	৬ : ৪১	১২ : ০৫	৩ : ০৩	৫ : ২৩	৬ : ৪৬
০৫	৫ : ১৮	৬ : ৪২	১২ : ০৭	৩ : ০৫	৫ : ২৫	৬ : ৪৯
১০	৫ : ১৮	৬ : ৪৩	১২ : ০৮	৩ : ০৭	৫ : ২৯	৬ : ৫২
১৫	৫ : ১৮	৬ : ৪৩	১২ : ১০	৩ : ০৯	৫ : ৩২	৬ : ৫৪
২০	৫ : ১৯	৬ : ৪৩	১২ : ১১	৩ : ১১	৫ : ৩৬	৬ : ৫৮
২৫	৫ : ১৮	৬ : ৪২	১২ : ১২	৩ : ১৩	৫ : ৩৯	৭ : ০২

ফেব্রুয়ারি						
তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট
০১	৫ : ১৬	৬ : ৪০	১২ : ১৫	৩ : ১৪	৫ : ৪৫	৭ : ০৭
০৫	৫ : ১৪	৬ : ৩৮	১২ : ১৫	৩ : ১৫	৫ : ৪৭	৭ : ১০
১০	৫ : ১২	৬ : ৩৫	১২ : ১৫	৩ : ১৫	৫ : ৫০	৭ : ১৩
১৫	৫ : ০৯	৬ : ৩২	১২ : ১৫	৩ : ১৬	৫ : ৫৩	৭ : ১৫
২০	৫ : ০৬	৬ : ২৯	১২ : ১৪	৩ : ১৬	৫ : ৫৬	৭ : ১৯
২৫	৫ : ০২	৬ : ২৪	১২ : ১৪	৩ : ১৭	৫ : ৫৯	৭ : ২২

মার্চ						
তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট
০১	৪ : ৫৮	৬ : ২১	১২ : ১৩	৩ : ১৭	৬ : ০১	৭ : ২৪
০৫	৪ : ৫৪	৬ : ১৬	১২ : ১২	৩ : ১৮	৬ : ০৩	৭ : ২৬
১০	৪ : ৪৯	৬ : ১২	১২ : ১১	৩ : ১৯	৬ : ০৬	৭ : ২৮
১৫	৪ : ৪৫	৬ : ০৭	১২ : ১০	৩ : ১৯	৬ : ০৭	৭ : ৩০
২০	৪ : ৪০	৬ : ০৩	১২ : ০৯	৩ : ১৯	৬ : ১০	৭ : ৩২
২৫	৪ : ৩৫	৫ : ৫৮	১২ : ০৭	৩ : ১৯	৬ : ১১	৭ : ৩৪

এপ্রিল						
তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট
০১	৪ : ২৮	৫ : ৫১	১২ : ০৫	৩ : ১৯	৬ : ১৪	৭ : ৩৭
০৫	৪ : ২৪	৫ : ৪৭	১২ : ০৪	৩ : ১৮	৬ : ১৬	৭ : ৩৯
১০	৪ : ১৯	৫ : ৪২	১২ : ০২	৩ : ১৮	৬ : ১৮	৭ : ৪১
১৫	৪ : ১৪	৫ : ৩৮	১২ : ০১	৩ : ১৭	৬ : ২০	৭ : ৪৩
২০	৪ : ০৯	৫ : ৩৩	১২ : ০০	৩ : ১৭	৬ : ২২	৭ : ৪৫
২৫	৪ : ০৫	৫ : ২৯	১১ : ৫৯	৩ : ১৭	৬ : ২৫	৭ : ৪৭

মে						
তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট

০১	৪ : ০১	৫ : ২৫	১১ : ৫৮	৩ : ১৬	৬ : ২৭	৭ : ৫০
০৫	৩ : ৫৮	৫ : ২২	১১ : ৫৮	৩ : ১৬	৬ : ২৯	৭ : ৫২
১০	৩ : ৫৪	৫ : ১৯	১১ : ৫৭	৩ : ১৫	৬ : ৩২	৭ : ৫৪
১৫	৩ : ৫২	৫ : ১৬	১১ : ৫৮	৩ : ১৫	৬ : ৩৪	৭ : ৫৬
২০	৩ : ৪৯	৫ : ১৪	১১ : ৫৮	৩ : ১৪	৬ : ৩৭	৭ : ৫৯
২৫	৩ : ৪৭	৫ : ১২	১১ : ৫৮	৩ : ১৪	৬ : ৩৯	৮ : ০১

জুন						
তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট
০১	৩ : ৪৫	৫ : ১১	১১ : ৫৯	৩ : ১৪	৬ : ৪২	৮ : ০৫
০৫	৩ : ৪৫	৫ : ১১	১২ : ০০	৩ : ১৪	৬ : ৪৪	৮ : ০৬
১০	৩ : ৪৪	৫ : ১০	১২ : ০০	৩ : ১৫	৬ : ৪৬	৮ : ০৮
১৫	৩ : ৪৫	৫ : ১১	১২ : ০২	৩ : ১৫	৬ : ৪৭	৮ : ১০
২০	৩ : ৪৬	৫ : ১২	১২ : ০৩	৩ : ১৬	৬ : ৪৯	৮ : ১১
২৫	৩ : ৪৭	৫ : ১৩	১২ : ০৪	৩ : ১৭	৬ : ৫০	৮ : ১২

জুলাই						
তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট
০১	৩ : ৪৯	৫ : ১৫	১২ : ০৫	৩ : ১৮	৬ : ৫০	৮ : ১৩
০৫	৩ : ৫১	৫ : ১৬	১২ : ০৬	৩ : ১৯	৬ : ৫০	৮ : ১৩
১০	৩ : ৫৩	৫ : ১৮	১২ : ০৭	৩ : ২০	৬ : ৫০	৮ : ১২
১৫	৩ : ৫৫	৫ : ২০	১২ : ০৭	৩ : ২০	৬ : ৪৯	৮ : ১১

২০	৩ : ৫৭	৫ : ২৩	১২ : ০৭	৩ : ২১	৬ : ৪৭	৮ : ০৯
২৫	৪ : ০০	৫ : ২৫	১২ : ০৭	৩ : ২২	৬ : ৪৫	৮ : ০৭

আগস্ট

তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট
০১	৪ : ০৩	৫ : ২৮	১২ : ০৭	৩ : ২৪	৬ : ৪২	৮ : ০৪
০৫	৪ : ০৬	৫ : ৩০	১২ : ০৭	৩ : ২৪	৬ : ৩৯	৮ : ০১
১০	৪ : ০৮	৫ : ৩২	১২ : ০৬	৩ : ২৪	৬ : ৩৬	৭ : ৫৮
১৫	৪ : ১০	৫ : ৩৪	১২ : ০৫	৩ : ২৩	৬ : ৩২	৭ : ৫৫
২০	৪ : ১২	৫ : ৩৫	১২ : ০৪	৩ : ২২	৬ : ২৮	৭ : ৫১
২৫	৪ : ১৪	৫ : ৩৮	১২ : ০৩	৩ : ২১	৬ : ২৩	৭ : ৪৭

সেপ্টেম্বর

তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট	ঘন্টা : মিনিট
০১	৪ : ১৭	৫ : ৪০	১২ : ০১	৩ : ২১	৬ : ১৭	৭ : ৩৯
০৫	৪ : ১৯	৫ : ৪১	১১ : ৫৯	৩ : ২০	৬ : ১৩	৭ : ৩৬
১০	৪ : ২০	৫ : ৪৩	১১ : ৫৭	৩ : ১৮	৬ : ০৮	৭ : ৩১
১৫	৪ : ২২	৫ : ৪৫	১১ : ৫৫	৩ : ১৬	৬ : ০৩	৭ : ২৬
২০	৪ : ২৪	৫ : ৪৭	১১ : ৫৩	৩ : ১৪	৫ : ৫৮	৭ : ২২
২৫	৪ : ২৬	৫ : ৪৯	১১ : ৫২	৩ : ১২	৫ : ৫৩	৭ : ১৫

অক্টোবর

তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট
০১	৪ : ২৭	৫ : ৫০	১১ : ৫০	৩ : ১০	৫ : ৪৭	৭ : ০৮
০৫	৪ : ২৯	৫ : ৫২	১১ : ৪৮	৩ : ০৮	৫ : ৪৩	৭ : ০৪
১০	৪ : ৩১	৫ : ৫৩	১১ : ৪৮	৩ : ০৬	৫ : ৩৮	৭ : ০০
১৫	৪ : ৩৩	৫ : ৫৬	১১ : ৪৭	৩ : ০৪	৫ : ৩৩	৬ : ৫৫
২০	৪ : ৩৫	৫ : ৫৮	১১ : ৪৫	৩ : ০১	৫ : ২৯	৬ : ৫১
২৫	৪ : ৩৭	৬ : ০০	১১ : ৪৪	৩ : ০০	৫ : ২৫	৬ : ৪৭

নভেম্বর

তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	ইশার সময় শুরু
	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট
০১	৪ : ৪১	৬ : ০৪	১১ : ৪৪	২ : ৫৯	৫ : ২০	৬ : ৪২
০৫	৪ : ৪৩	৬ : ০৭	১১ : ৪৪	২ : ৫৭	৫ : ১৮	৬ : ৪০
১০	৪ : ৪৬	৬ : ১০	১১ : ৪৫	২ : ৫৭	৫ : ১৫	৬ : ৩৭
১৫	৪ : ৪৯	৬ : ১৩	১১ : ৪৬	২ : ৫৬	৫ : ১৩	৬ : ৩৫
২০	৪ : ৫২	৬ : ১৬	১১ : ৪৭	২ : ৫৫	৫ : ১২	৬ : ৩৪
২৫	৪ : ৫৫	৬ : ২০	১১ : ৪৮	২ : ৫৫	৫ : ১১	৬ : ৩৩

ডিসেম্বর

তারিখ	সাহরির শেষ সময় সুবহে সাদিক শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আসরের সময় শুরু	সূর্যাস্ত/মাগরিব ইফতারের সময়	এশার সময় শুরু
	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট	ঘণ্টা : মিনিট

০১	৪ : ৫৯	৬ : ২৪	১১ : ৫০	২ : ৫৫	৫ : ১১	৬ : ৩৩
০৫	৫ : ০২	৬ : ২৬	১১ : ৫২	২ : ৫৬	৫ : ১১	৬ : ৩৪
১০	৫ : ০৫	৬ : ৩০	১১ : ৫৪	২ : ৫৮	৫ : ১২	৬ : ৩৫
১৫	৫ : ০৮	৬ : ৩৩	১১ : ৫৬	২ : ৫৯	৫ : ১৪	৬ : ৩৭
২০	৫ : ১১	৬ : ৩৬	১১ : ৫৮	৩ : ০১	৫ : ১৬	৬ : ৩৯
২৫	৫ : ১৪	৬ : ৩৮	১২ : ০০	৩ : ০৩	৫ : ১৮	৬ : ৪১

সময়ের ব্যবধানে অস্ত ও উদয়

ঢাকার সময়ের সাথে	
গাজীপুর, মোমেনশাহী, শরীয়তপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী	

ঢাকার সময়ের পূর্বে	
বান্দরবন, রাঙ্গামাটি	৭.০ মি.
কক্সবাজার	৬.৫ মি.
সিলেট, খাগড়াছড়ি	৬.০ মি.
চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার	৫.৫ মি.
ফেনী, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	৪.০ মি.
নোয়াখালী, কুমিল্লা, বি-বাড়িয়া	৩.০ মি.
কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, লক্ষীপুর	১.৫ মি.
নরসিংদী, চাঁদপুর, ভোলা	১.০ মি.
মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	০.৫ মি.

ঢাকার সময়ের পরে	
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	৮.০ মি.
ঠাকুরগাঁও	৭.৫ মি.
পঞ্চগড়, রাজশাহী, মেহেরপুর	৭.০ মি.
দিনাজপুর	৬.৫ মি.
চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী	৬.০ মি.
নাটোর, নওগাঁ	৫.৫ মি.
সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট	৫.০ মি.
পাবনা, রংপুর, ঝিনাইদহ, যশোর	৪.৫ মি.
বগুড়া	৪.০ মি.
নড়াইল, মাগুরা, লালমনিরহাট	৩.৫ মি.
রাজবাড়ি, গাইবান্ধা	৩.০ মি.
কুড়িগ্রাম, খুলনা	৩.০ মি
বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ	২.৫ মি.
ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল	২.০ মি.
পিরোজপুর, মানিকগঞ্জ	১.৫ মি.
জামালপুর, শেরপুর	১.৫ মি.
বরগুণা, মাদারীপুর	১.০ মি.
ঝালকাঠি	০.৫ মি

উল্লেখ্য, ইফতারসহ প্রতিদিনের স্বলাতের সময়সূচী সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রপুঞ্জসহ আকাশের রেখার উপর নির্ভরশীল।

প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা

(ক) সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়। সে হিসেবে রাজধানী ঢাকার পূর্বে নরসিংদী, সিলেট, বান্দরবন প্রভৃতি জেলাগুলোতে আগে এবং পশ্চিমে ঠাকুরগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ প্রভৃতি জেলাগুলোতে পরে সূর্যের উদয়াস্ত হয়। বাংলাদেশের সর্ব পূর্বে বান্দরবন জেলার থানচি উপজেলা থেকে সর্ব পশ্চিমে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সময়ের পার্থক্য ১৭ মিনিট। অর্থাৎ ঢাকার ৮.৫ মি. পূর্বে থানচিতে এবং ৮.৫ মি. পরে শিবগঞ্জে সূর্যের উদয়াস্ত হয়। কলকাতায় ঢাকার পৌনে ৮ মি. পরে সূর্যাস্ত হয়।

উল্লেখ্য যে, মক্কা থেকে ঢাকা পূর্ব দিকে হওয়ায় মক্কার ৩ ঘন্টা ২০ মিনিট পূর্বে এবং রিয়াদের ৩ ঘন্টা পূর্বে ঢাকায় সূর্যাস্ত হয়। ফলে মক্কায় যখন মাগরিব হয়, ঢাকায় তখন ৩ ঘন্টা ২০ মিনিট রাত হয়ে যায়।

(খ) আকাশ পথে প্রতি ২৫ কি.মি. দূরত্বে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সময়ের ব্যবধান হয় ১ মিনিট। ফলে যেসব জেলা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, সেসব জেলায় উপরোক্ত হিসেবে আগে-পরে সূর্যের উদয়াস্ত হয়।

(গ) ক্যালেন্ডারে প্রতি পাঁচ দিন অন্তর সময় দেওয়া আছে। মাঝের দিনগুলোতে আগের ও পরের সময়ের পার্থক্য বের করে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। যেমন– জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখে সূর্যাস্ত ৫টা ২৫ মিনিট এবং ১০ তারিখে সূর্যাস্ত ৫টা ২৯ মিনিট। এক্ষেত্রে উভয় তারিখের মাঝের চার মিনিট ৫ দিনের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। অর্থাৎ ৬ তারিখে ৫টা ২৬ মিনিট ৭ তারিখে ৫টা ২৭ মিনিট, ৮ তারিখে ৫টা সাড়ে ২৭ মিনিট এবং ৯ তারিখে ৫টা ২৮ মিনিট।

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জি

- কুরআন মাজীদ
- তাফসীর ইবনে কাসীর
- ফী যিলালিল কুরআন
- সহীহুল বুখারী
- সহীহ মুসলিম
- সুনানে আবূ দাউদ
- সুনানে নাসাঈ
- সুনানে তিরমিযী
- সুনানে ইবনে মাজাহ
- সুনানে দারেমী
- মুসনাদে আহমাদ
- মুসনাদে বায্যার
- মুসতাদরাকে হাকিম
- বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান
- সহীহুল জামে
- সহীহ ইবনে হিব্বান
- সহীহ ইবনে খুযাইমা
- মাজমাউয যাওয়ায়িদ
- সিলসিলা সহীহাহ
- সহীহ আত-তারগীব
- বুলুগুল মারাম
- আদাবুল মুফরাদ
- রিয়াদুস সালিহীন
- জামিউল আহাদীস
- ইরওয়াউল গালীল
- মিশকাতুল মাসাবীহ
- ফাতহুল বারী
- উমদাতুল কারী
- যাদুল মায়াদ
- হায়াতুস সাহাবা
- মুখতাসারুস সীরাহ
- আসহাবে রাসূলের জীবনকথা
- আল-ইসাবা
- তারীখে ইবন আসাকির
- ইবনে হিশাম

লেখকের বইসমূহ

১. অন্যরকম ভুল
২. (পবিত্র কুরআনের মহাসমুদ্র থেকে) কুড়িয়েছি মুক্তা
৩. অনুরোধটুকু রেখো
৪. আপনাকে জ্ঞানী মনে করেছিলাম– কিন্তু!

পরিশিষ্ট ঃ ০১

বিয়ে পড়ানোর নিয়ম–

প্রথমে বর ও কনের আকীদা-বিশ্বাস বা দীনের ব্যাপারে খোঁজ নিবে। কেননা কোনো মুমিনের সাথে কোনো মুশরিক নারী অথবা মুমিন নারীর সাথে মুশরিক পুরুষের বিয়ে বৈধ নয়। এরপর বর-কনের মাঝে বিবাহ হারাম হওয়ার কোনো কারণ (রক্তগত, দুগ্ধপানগত, বৈবাহিক সূত্র ইত্যাদি) বিদ্যমান আছে কি না দেখতে হবে। তারপর জানতে হবে বর-কনে দু'জনে একে অপরকে পছন্দ করেছে কি না এবং এ বিয়েতে রাজি আছে কি না। যদি উভয়ে রাজি থাকে তবে জিজ্ঞেস করতে হবে মহর নির্ধারণ হয়েছে কি না এবং এতে উভয়পক্ষ (বিশেষত বর-কনে) রাজি কি না।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো যথাযথ সম্পন্ন হলে এবার যিনি বিয়ে পড়াবেন তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত একটি খুতবা পাঠ করবেন। বর-কনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নসীহত পেশ করবেন। কনে সবার সামনে উপস্থিত থাকা শর্ত নয়, পর্দার আড়ালে থাকলেই চলবে। এরপর মেয়ের বাবা– বাবা না থাকলে ভাই, চাচা অথবা দাদা এরূপ অভিভাবক ছেলের কাছে এভাবে প্রস্তাব পেশ করবে যে, আমার মেয়ে অমুককে এত টাকা মহরানার বিনিময়ে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম। বর বলবে, আলহামদু লিল্লাহ, কবুল।

এবার দেখতে হবে সাক্ষী আছে কি না। অর্থাৎ বর যে কনেকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে– মেয়ের বাবা যে মেয়েকে এই ছেলের কাছে বিয়ে দিয়েছে এর উপর দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ আর দু'জন নারী সাক্ষী লাগবে। ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল। এবার সবাই নবদম্পতির জন্য এই বলে দুয়া করবে–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

বা-রাকাল্লা-হু লাকা অবা-রাকা আলাইকা অজামাআ বাইনাকুমা ফী খাইর।

অর্থ: আল্লাহ তোমার জন্য (এই বিয়ে) বরকতপূর্ণ করুন। তোমার উপর বরকত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত রাখুন।[১৯৯]

تمت بالخير

১৯৯ তিরমিযী: ১০৯১, আবূ দাউদ: ২১৩২, ইবনে মাজাহ: ৭০৮।

সংসার জীবন প্রশান্তির এক নীড়। যেন উত্তাল সমুদ্রে বিক্ষুব্ধ ঝড়ে বিধ্বস্ত যাত্রীর সামনে মুক্তির তরণি। জীবনের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধির একমাত্র উপায় এক টুকরো জান্নাত। কিন্তু, স্বর্গীয় সুখের এ উদ্যান দুঃখের নরকে পরিণত হতে পারে সামান্য একটু ভুলের জন্য। যে ভুলগুলো আমরা করে যাচ্ছি আজ অহরহ। আর তাই তো আমাদের একেকটি পরিবার যেন আজ একেকটি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড। অধিকাংশ দম্পতিই আজ সংসারজীবনের ঘানি টেনে যাচ্ছে কেবল সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে। পারিবারিক জীবনের প্রকৃত সুখ থেকে তারা আজ বঞ্চিত। সংসার জীবনের সেই ছোটখাট ভুলক্রটিগুলো নিয়েই অত্যন্ত সরলভাবে লেখক বইটিতে আলোচনা করেছেন। তুলে ধরেছেন একটি সুখী-শান্তিময় পরিবার গঠনের মূল উপাদানগুলি। দিয়েছেন কিছু আদেশ, কিছু উপদেশ, করেছেন কিছু অনুরোধ। আর সকলের প্রতি
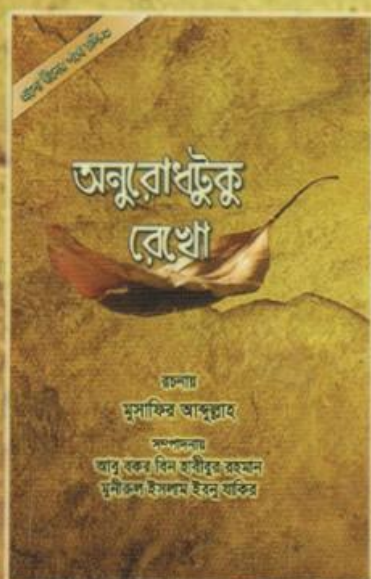
প্রকাশনায়
ইখলাস পাবলিকেশন্স
রাজশাহী, বাংলাদেশ।

পরিবেশনায়
আল-ইকরাম যুবসংঘ
মাতাইন, রসুলপুর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।